পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
পাহাড় আর সবুজের মাঝে এক অপরূপ ডেস্টিনেশন

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 29, Issue No.: 251 Saturday, 10 August, 2024 ❋ ২৯ বর্ষ, ২৫১ সংখ্যা ❋ ২৫ শ্রাবণ ১৪৩১, শনিবার, ১০ আগস্ট, ২০২৪ ❋ আজ ৮ পাতা ❋ মূল্য- ৩ টাকা

নিট পিজি পিছিয়ে দিতে চায় না সুপ্রিম কোর্ট, নির্দিষ্ট দিনেই হবে পরীক্ষা

নয়াদিল্লি, ৯ আগস্টঃ নিট পিজি পরীক্ষা পিছিয়ে দেওয়ার দাবি মানল না সুপ্রিম কোর্ট। ২ লক্ষ কেরিয়ার ঝুঁকির মুখে ফেলা যাবে না, স্পষ্ট জানাল দেশের শীর্ষ আদালত। ফলে আগামী রবিবার সর্বভারতীয় স্তরে ডাক্তারির স্নাতকোত্তর স্তরের যে প্রবেশিকা পরীক্ষা হওয়ার কথা ছিল, ওই নির্ধারিত দিনেই হতে চলেছে নিট পিজি পরীক্ষা। নিট পিজি পরীক্ষা স্থগিতের দাবিতে পড়ুয়াদের একাংশ আবেদন জানিয়েছিলেন, পরীক্ষার্থীদের জন্য যে পরীক্ষাকেন্দ্র ঠিক করা হয়েছে সেখানে পৌঁছনো সহজ নয়। তাঁদের দাবি, ন্যাশনাল বোর্ড অফ এক্সামিনেশন ইন মেডিক্যাল সায়েন্সেস গত ৩১ জুলাই পরীক্ষার শহরের বিষয়ে জানিয়েছে। শুক্রবার শুনানিতে আবেদনকারীদের আইনজীবীর আবেদন ছিল, প্রায় ২ লক্ষ পরীক্ষার্থী রয়েছেন। সূচি অনুযায়ী দুটি ভাগে পরীক্ষার একটি সকালে এবং আরেকটি বিকেলে হবে। তাতে তাঁদের সমস্যা হতে পারে। তাই আলাদা দিনে পরীক্ষার আর্জি জানানো হচ্ছে। একইসঙ্গে 'নর্মালাইজেশন ফর্মুলা' প্রয়োগ করা নিয়েও পিটিশন দাখিল করা হয়। শুক্রবার সংশ্লিষ্ট মামলাটি শুনানির জন্য ওঠে। সেখানেই প্রধান

বিচারপতি ডিওয়াই চন্দ্রচূড় এবং বিচারপতি মনোজ মিশ্র এবং জেবি পারদিওয়ালার বেঞ্চ জানায়, পরীক্ষা হওয়ার মাত্র দু'দিন আগে আদালত স্থগিতের নির্দেশ দিতে পারে না। এই প্রসঙ্গে শীর্ষ আদালতের পর্যবেক্ষণ, আমরা কীভাবে পরীক্ষা পিছিয়ে দেব? আজকাল যে কেউ এসে পরীক্ষা পিছিয়ে দেওয়ার কথা বলছেন। এটা কোনও নিঁখুত পৃথিবী নয়। আমরা শিক্ষাবিদ নই। শুধুমাত্র কয়েকজন পড়ুয়ার জন্য পরীক্ষা পিছিয়ে দিতে চায় না আদালত। বিচারপতিদের আরও পর্যবেক্ষণ, আচমকা পরীক্ষা পিছিয়ে গেলে ২ লক্ষ ছাত্রছাত্রী এবং ৪ লক্ষ অভিভাবকদের উপর প্রভাব ফেলবে। শুধুমাত্র কয়েকজন আবেদনকারীর জন্য আমরা সকলের কেরিয়ার ঝুঁকিতে ফেলতে পারি না। গত ২৩ জুন নিট পিজি পরীক্ষা হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু স্নাতক স্তরের সর্বভারতীয় মেডিক্যাল প্রবেশিকা এবং ইউজিসি-নেট পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনার জেরে পরীক্ষা শুরুর কয়েক ঘণ্টা আগে নিট পিজি পরীক্ষা বাতিল করে দেওয়া হয়। পরীক্ষার আগে রাতে অর্থাৎ ২২ জুন রাত ১০ টা নাগাদ কেন্দ্রীয় শিক্ষা মন্ত্রকের তরফে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে জানানো হয়েছিল যে পরীক্ষা বাতিল হয়ে যাচ্ছে। তা নিয়ে চরম উষ্মাপ্রকাশ করেছিলেন প্রার্থীরা। কারণ অনেকেই ততক্ষণে পরীক্ষাকেন্দ্রের শহরে চলে গিয়েছিলেন।

চোখের জলে শেষ বিদায়!

বিধানসভায় বুদ্ধদেবকে শ্রদ্ধা নিবেদন শুভেন্দু-অভিষেকদের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৯ আগস্টঃ শুক্রবার সকাল সাড়ে ১০টার কিছু পর পিস ওয়ার্ল্ড থেকে বের করা হয় রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের মরদেহ। এরপর শোকযাত্রা করে তাঁর মৃতদেহ নিয়ে যাওয়া হয় বিধানসভায়। সেইখানেই তাঁকে শেষ শ্রদ্ধা জানান শাসক-বিরোধী সকলেই। বিধানসভায় কার্যত অভাবনীয় ছবি ধরা পড়ল শুক্রবার। বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যর মরদেহকে কেন্দ্র করে দেখা গেল শাসক-বিরোধী দলের অনেককেই। ছিলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়, ফিরহাদ হাকিম, বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়, চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য, শশী পাঁজা সহ একাধিক তৃণমূল নেতৃত্ব। পাশাপাশি দেখা গেল বিজেপির শুভেন্দু অধিকারী, শঙ্কর ঘোষদেরও। ফুলের মালা দিয়ে তাঁরা সকলে শ্রদ্ধা জানান রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীকে। বৃহস্পতিবার প্রয়াত হয়েছেন রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য। তাঁর মরদেহ সারারাত রাখা হয়েছিল পিস ওয়ার্ল্ডে। শুক্রবার সকালে বিধানসভার পর দুপুর ১২টায় বুদ্ধবাবুর মরদেহ নিয়ে যাওয়া হয় মুজফফর আহমেদ ভবন, সেখানে ৩.৩০ মিনিট পর্যন্ত তাঁর দেহ শায়িত ছিল। সেখান থেকে দীনেশ মজুমদার ভবন এবং তারপর দেহদানের জন্য বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের দেহ নিয়ে আসা হয় নীলরতন সরকার মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে। বিকেল পাঁচটার পর হয় মরণোত্তর দেহদান। রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যকে রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় সম্মান দেওয়ার কথা ঘোষণা করে রাজ্য সরকার। মুখ্যমন্ত্রী নিজে জানান, তাঁকে গান স্যালুট দেওয়া হবে। তবে শুক্রবার সিপিএম নেতা মহম্মদ সেলিম স্পষ্ট জানান, গান স্যালুটের কোনও প্রশ্ন নেই। ভুল খবর প্রচার হয়েছে। বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য সারাজীবন আড়ম্বরহীন জীবনযাপন করেছেন, তাঁর শেষ যাত্রাতেও কোনও আড়ম্বর থাকবে না।

আরজি করে পোস্ট-গ্র্যাজুয়েট ছাত্রীর দেহ উদ্ধার

পুলিশকে ৪৮ ঘণ্টা সময় বেঁধে দিলেন পড়ুয়ারা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৯ আগস্টঃ কলকাতার আরজি কর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের সেমিনার হল থেকে উদ্ধার হল এক ডাক্তারি ছাত্রীর অর্ধনগ্ন দেহ। স্নাতকোত্তরের দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্রী ছিলেন তিনি। এই ঘটনা জানাজানি হতেই তুমুল শোরগোল পড়ে। ডাক্তারি ছাত্রীর দেহ উদ্ধারের খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যান কলকাতার পুলিশ কমিশনার বিনীত গোয়েল। তার আগেই কলকাতা পুলিশের ডিসিডিডি(১)-সহ উচ্চ পদস্থ কর্তারা মেডিক্যাল কলেজে পৌঁছে যান। পুলিশ সূত্রের খবর, শুক্রবার সকাল ১১টায় আরজি কর হাসপাতালের সেমিনার হলে ওই পড়ুয়ার দেহ পড়ে থাকতে দেখা যায়। জানা গেছে, বৃহস্পতিবার হাসপাতালের ওয়ার্ডে নাইট ডিউটি ছিল ওই ছাত্রীর। তারপরে কীভাবে এই ঘটনা ঘটল তা এখনও স্পষ্ট নয়। মৃত্যু নিয়ে বাড়ছে রহস্য। এদিন সকালে হাসপাতালের কর্মীরাই ওই ছাত্রীর দেহ প্রথম দেখতে পান। হাসপাতাল সূত্রে জানা গিয়েছে, পড়ুয়ার দেহে আঘাতের চিহ্ন রয়েছে। এছাড়াও অর্ধনগ্ন অবস্থায় তাঁকে পাওয়া গিয়েছে বলে সূত্রের খবর। মৃতের চিকিৎসক বন্ধুদের অভিযোগ, তাঁকে খুন করা হয়েছে। আবার ধর্ষণ করে খুনেরও অভিযোগ তুলেছেন পড়ুয়াদের একাংশ। শুক্রবার সকালের এই ঘটনায় তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে কলকাতার অন্যতম ব্যস্ত সরকারি হাসপাতালে। কীভাবে হাসপাতালের মধ্যে ছাত্রীর মৃত্যু হল, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। হাসপাতালের নিরাপত্তা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন চিকিৎসকেরা। ইতিমধ্যে দেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে। ঘটনাস্থলে পৌঁছায় ফরেনসিক দল। হাসপাতাল সূত্রের খবর, ৩৬ ঘণ্টা ডিউটির পর খাওয়া সেরে বৃহস্পতিবার রাতে পড়তে গিয়েছিলেন ওই ছাত্রী। তারপর আর তাঁকে দেখা যায়নি। ঘটনাটি নিয়ে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের তরফে এখনও কিছু জানা যায়নি। এদিকে ডাক্তারি পড়ুয়া ছাত্রীর মৃত্যু নিয়ে সরব হয়েছে বিজেপি। মহিলা ডাক্তারকে ধর্ষণ করে খুন করা হয়েছে বলে অভিযোগ তুলেছেন

বিজেপি নেতা অমিত মালব্য। এক্স হ্যান্ডেলে তিনি লিখেছেন, 'ছাত্রীর নগ্ন দেহ ডিউটি রুম থেকে উদ্ধার হয়েছে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় অপরাধ লুকাতে চেষ্টা করছে। কলকাতা পুলিশকে আত্মহত্যা বলে ঘটনাটি ধামাচাপা দিতে বলা হয়েছে। সন্দেশখালি থেকে চোপড়া, পশ্চিমবঙ্গের কোনও মহিলাই সুরক্ষিত নন।' নিয়ম মেনে চিকিৎসকের দেহ ময়নাতদন্তের জন্য নিয়ে যাওয়া হয়েছে। ময়নাতদন্তের

মৃত তরুণী চিকিৎসকের বাবাকে ফোন মুখ্যমন্ত্রীর!

ভিডিয়োগ্রাফি করা হতে পারে বলেও জানা যাচ্ছে। সেই রিপোর্ট পাওয়ার পর স্পষ্ট হবে মৃত্যুর কারণ। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ এ ব্যাপারে কোনও মন্তব্য করতে চাইছে না। মুখে কুলুপ এঁটেছেন প্রায় প্রত্যেকেই। মৃত জুনিয়র চিকিৎসকের বাবা পৌঁছান হাসপাতালে। তবে মেয়ের দেহ দেখতে দেওয়া হয়নি তাঁকে। তিনি বলেন, ''সকালে আমাকে বলা হয়, মেয়ের অবস্থা ভাল নয়। সেই শুনেই এসেছি। বডি একটা ঘরে রাখা হয়েছে। আমাকে দেখতে দেওয়া হচ্ছে না। বোঝা যাচ্ছে রেপ করে মার্ডার করা হয়েছে।'' এদিকে, এই ঘটনায় এক্স মাধ্যমে প্রশ্ন তুলেছেন বিজেপির আইটি সেলের অন্যতম সদস্য অমিত মালব্য। তিনি লিখেছেন, 'সরকারি হাসপাতালের মহিলা চিকিৎসককে ধর্ষণ করে খুন করা হয়েছে। ডিউটি রুম থেকে উদ্ধার হয়েছে নগ্ন দেহ।' পুরো ঘটনা লুকনোর চেষ্টা হচ্ছে বলেও দাবি করেছেন তিনি। অন্যদিকে, 'স্বাস্থ্য ভবনের বক্তব্য, অভিযোগ যা করা হয়েছে তা নিশ্চিতভাবে গুরুতর। আইন আইনের পথে চলবে।' 'সত্য বেরিয়ে আসুক আমরাও চাই', বলছেন স্বাস্থ্য ভবনের কর্তারা। এই ঘটনায় ১১ সদস্যের তদন্ত কমিটি গঠন করেছে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ। প্রতিবাদে একমাত্র জরুরি বিভাগ ছাড়া বাকি সমস্ত বিভাগে কাজকর্ম বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন জুনিয়র ডাক্তারদের একাংশ। এদিন বিকেলেই পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ করলেন মুখ্যমন্ত্রী। সূত্রের খবর, ফোনে কথা বলেছেন তিনি। তদন্তের আশ্বাসও দিয়েছেন। পুলিশের ওপর ভরসা রাখার কথাও বলেছেন মুখ্যমন্ত্রী। এদিকে তদন্তকারীদের ৪৮ ঘণ্টা সময় বেঁধে দিল আরজিকরের ডাক্তারি পড়ুয়া ও অন্যান্য চিকিৎসক সংগঠন। ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে দোষীরা গ্রেফতার না হলে আন্দোলনে স্তব্ধ করে দেওয়া হবে হাসপাতাল চত্বর।

সন্দেহজনক কিছু মনে হলেই খবর দিন! বাংলাদেশ সীমান্তের বাসিন্দাদের বার্তা বিএসএফের

দুরন্ত বার্তা, উঃ ২৪ পরগনা, ৯ আগস্টঃ শেখ হাসিনা দেশ ছেড়ে পালিয়ে যাওয়ার পর মারাত্মক অশান্ত হয়েছে বাংলাদেশ। জায়গায় জায়গায় সংখ্যালঘুদের ওপর আক্রমণ করা হয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে। এই অবস্থায় ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে বহু বাংলাদেশি নাগরিকদের ভিড়

বেড়েছে। তাঁরা ভারতে আশ্রয় খোঁজার চেষ্টা করছেন। যদিও এই পরিস্থিতি নিয়ে সতর্ক রয়েছে বিএসএফ। কোনও ভাবে যেন অনুপ্রবেশ না ঘটে, তার দিকে নজর রাখছে তাঁরা। তাই সীমান্তের বাসিন্দাদেরও সতর্ক করা হয়েছে। সীমান্তে নিরাপত্তা বাড়াতে আগে থেকেই সেনা জওয়ানের সংখ্যা বাড়ানো হয়েছে। সম্প্রতি ৩০০-র বেশি বাংলাদেশি নাগরিক সীমান্তে ভিড় করায় আরও বেশি তৎপর হয়েছে বিএসএফ। এবার তাঁরা সীমান্তের বাসিন্দাদেরও সতর্ক করে দিয়েছে। নিরাপত্তারক্ষীদের স্পষ্ট বার্তা, কোনও এলাকায় সন্দেহজনক কিছু দেখলেই তাঁদের খবর দিন। ভারতে কোনও প্রকারেই অনুপ্রবেশ বরদাস্ত করা হবে না। ইতিমধ্যেই বিএসএফের পক্ষ থেকে উত্তর ২৪ পরগনা জেলার সীমান্ত গ্রামের বাসিন্দাদের এই নির্দেশই দেওয়া হয়েছে। উত্তর ২৪ পরগনা জেলার অধিকাংশ এলাকা জুড়ে রয়েছে বাংলাদেশ সীমান্ত। মূলত বসিরহাট, টাকি, হাসনাবাদ, হিঙ্গলগঞ্জ, গাইঘাটা অঞ্চল এই মুহূর্তে স্পর্শকাতর হয়ে উঠেছে। কারণ এইসব এলাকা থেকেই অনুপ্রবেশের সম্ভাবনা প্রবল। তবে বিএসএফ-ও সতর্ক রয়েছে। ইতিমধ্যে সীমান্তের গ্রামবাসীদের সঙ্গে তাঁরা সমন্বয় বৈঠকও করেছে। ফলে কোনও অনুপ্রবেশের ঘটনা ঘটলে তা তাঁরা জেনে যাবে বলেই আশা। দু'দিন আগেই প্রায় ৩০০ জন বাংলাদেশি নাগরিক যারা মূলত হিন্দু তারা এসে জমায়েত করেছিলেন জলপাইগুড়ি জেলার মানিকগঞ্জের সাতকুড়া সীমান্তে। প্রত্যেকের দাবি ছিল, বিএসএফ পারলে গুলি করে তাঁদের মেরে দিক, কিন্তু তাঁরা দেশে ফিরে যাবেন না। এরপরই ভারতের তরফে বাংলাদেশি সীমান্ত রক্ষী বাহিনীর সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়। দীর্ঘক্ষণ তাঁদের বৈঠক চলে। শেষে বিজিবি বাহিনী ওপারের সীমান্তে এসে সকলকে বোঝায় এবং তাদের সঙ্গে গ্রামে ফিরিয়ে নিয়ে যায়। ইতিমধ্যেই বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের শপথগ্রহণ হয়ে গেছে এবং দায়িত্ব নিয়েছেন নোবেলজয়ী মহম্মদ ইউনুস। তিনি ইতিমধ্যেই দেশবাসীকে শান্ত থাকার আহ্বান জানিয়েছেন। পাশাপাশি তাঁর এও বার্তা, তিনি চলে এসেছেন তাই কারও ওপর আর কোনও হামলা হবে না। সকলকে আশ্বস্ত করেছেন ইউনুস।

জম্মু-কাশ্মীরে খুব শীঘ্রই বিধানসভা ভোট, কোনও শক্তিই ঠেকাতে পারবে না রাজীব

নয়াদিল্লি, ৯ আগস্টঃ জম্মু-কাশ্মীরে খুব শীঘ্রই বিধানসভা ভোট হবে, শুক্রবার জানালেন মুখ্য নির্বাচন কমিশনার রাজীব কুমার। তিনি বলেন, ''জম্মু-কাশ্মীরে যত শীঘ্র ভোট করাতে চায় কমিশন। নির্বাচনী প্রক্রিয়াকে ব্যাহত করতে অভ্যন্তরীণ বা বহিঃশক্তির চাপকে গ্রাহ্য করা হবে না।'' এদিন এক সাংবাদিক সম্মেলন করে রাজীব কুমার বলেন, ''বিধানসভা নির্বাচনের পক্ষে জম্মু-কাশ্মীরের সব দলই। আমরাও যত দ্রুত সম্ভব ভোট করাতে দায়বদ্ধ।'' উল্লেখ্য, রাজীব কুমারের নেতৃত্বে নির্বাচন কমিশনের তিন সদস্যের প্রতিনিধিদল তিনদিনের রাজ্য সফরে রয়েছেন। তাঁরা ভোট করানোর বিষয়ে প্রশাসনিক ও নিরাপত্তা সংস্থাগুলির সঙ্গে প্রস্তুতি নিয়ে পর্যালোচনা করতে গিয়েছেন। শুক্রবার ছিল সেই সফরের দ্বিতীয় দিন। অপর দুই নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার ও এসএস সাঁধুসহ রাজীব কুমার এর মধ্যে জম্মু-কাশ্মীরের মুখ্যসচিব অটল দুল্লো এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের পুলিশ প্রধান আরআর সোয়াইনের সঙ্গে পরিস্থিতি নিয়ে পর্যালোচনা করেন। প্রসঙ্গত, ২০১৪ সালের পর থেকে জম্মু-কাশ্মীরে বিধানসভা নির্বাচন হয়নি।

'আমাদের প্রতিবেশী রাষ্ট্র ভাল থাকলে, আমরাও ভাল থাকব', ইউনুসকে লিখলেন মমতা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৯ আগস্টঃ অন্তর্বর্তী সরকার পেয়েছে বাংলাদেশ। নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ মহম্মদ ইউনূস এই সরকারের প্রধান উপদেষ্টা। তাঁকে শুভেচ্ছা জানালেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এক্স হ্যান্ডেলে শুক্রবার মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় লেখেন, 'অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূস-সহ বাংলাদেশে যাঁরা কার্যভার গ্রহণ করেছেন, তাঁদের প্রতি আমার আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভকামনা রইল। আশা করি, তাঁদের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক আরও উন্নত হবে।' মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আশা, খুব শীঘ্রই বাংলাদেশের সঙ্কট কেটে যাবে। শান্তি ফিরবে। মমতা লেখেন, 'বাংলাদেশের উন্নতি, শান্তি, প্রগতি ও সর্বস্তরের মানুষের আরও ভালো হোক- এই কামনা করি। ওখানকার ছাত্র, যুব, শ্রমিক, কৃষক, মহিলা থেকে শুরু করে সকলের প্রতি আমার অনেক অনেক শুভেচ্ছা রইল। শান্তি ফিরে আসুক তোমার-আমার এই ভালবাসার ভুবনে। আমাদের প্রতিবেশী রাষ্ট্র ভাল থাকলে, আমরাও ভালো থাকব।' বৃহস্পতিবার রাত ৯টায় শপথ নিয়েছে বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকার। নোবেলজয়ী ইউনুসকে নিয়ে মোট ১৭ জন সদস্যর এই অন্তর্বর্তীকালীন মন্ত্রিসভা বা উপদেষ্টা মণ্ডলী তৈরি করা হয়েছে। তালিকায় রয়েছেন দুই

ছাত্রও। আপাতত তারাই বাংলাদেশের 'সরকার'। এদিন শপথের রাতেই ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এক্স হ্যান্ডেলে শুভেচ্ছা জানান ইউনুসকে। নরেন্দ্র মোদি লেখেন, 'খুব তাড়াতাড়ি সে দেশে হিন্দু ও অন্যান্য সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের নিরাপত্তা ও সুরক্ষা নিশ্চিত হবে, স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে আসবে বলে আমরা আশা করি।' চলতি সপ্তাহে চূড়ান্ত অচলাবস্থা দেখা গিয়েছে বাংলাদেশে। কোটা বিরোধী আন্দোলনের চাপে অবশেষে পদত্যাগ করেছেন প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। এরপরেও শান্তি ফেরেনি পদ্মা পাড়ে। বাংলাদেশের বিভিন্ন জায়গায় হিংসা, ভাঙচুরের ঘটনা সামনে এসেছে। পররাষ্ট্র নীতি সম্পর্কে কেন্দ্রীয় সরকার যা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে, সেই বিষয়ে আগেই 'সম্মতি' থাকবে বলে জানিয়েছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বাংলাদেশের বঙ্গভবনের দরবার হলে বৃহস্পতিবার স্থানীয় সময় রাত ৯টায় শপথগ্রহণ অনুষ্ঠান হয়। বাংলাদেশের সামরিক এবং বেসামরিক ক্ষেত্রের বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বরা শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি মহম্মদ সাহাবুদ্দিনের উপস্থিতিতে শপথ বাক্য পথ করেন ইউনুস। ছাত্র আন্দোলনে নিহতদের স্মরণে নীরবতা পালন করা হয়। অরাজকতা এবং ভীতি কাটিয়ে বাংলাদেশে ফের শান্তি ফেরারনোর ডাক দিয়েছেন মহম্মদ ইউনুস।

বাংলায় কংগ্রেসের বড় দায়িত্ব অধীরের কাঁধেই দিলেন রাহুল

নয়াদিল্লি, ৯ আগস্টঃ বাংলায় কংগ্রেসের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড বাড়ানোর নির্দেশ দিলেন রাহুল গান্ধি। তাৎপর্যপূর্ণভাবে অধীর চৌধুরীকেই সেই নির্দেশ দিয়েছেন রাহুল। সূত্রের খবর, অধীর চৌধুরীকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন রাহুল গান্ধি। দীর্ঘ বৈঠক হয় রাহুল ও অধীরের। বাংলায় যেখানেই প্রয়োজন সেখানেই যাওয়ার নির্দেশ দেন অধীরকে। সূত্রের দাবি, অধীরকে রাহুল বলেন, 'লড়াইতে হার-জিত আছে'। লোকসভা ভোটের পর থেকেই অধীর চৌধুরীকে নিয়ে নানামহলে নানা চর্চা শুরু হয়েছে। টানা পাঁচবার বহরমপুর লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ ছিলেন অধীর। এই প্রথমবার তাঁকে হারিয়ে বহরমপুর পায় তৃণমূল কংগ্রেস। সাংসদ হন ক্রিকেটার তারকা ইউসুফ পাঠান। বহরমপুরে অধীরের হার কার্যত ভোটের রাজনীতিতে ইন্দ্রপতন বলেই মন্তব্য করেছেন রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞ থেকে আমজনতা। আর এসবের মধ্যেই জোট-জট নিয়ে দিল্লির সঙ্গে সম্পর্কে কিছুটা চড়াই উতরাই চলেছে অধীরের। প্রদেশ কংগ্রস সভাপতি পদ ছেড়েছেন অধীর। আর পদ ছাড়ার পরই দিল্লির কংগ্রেস নেতৃত্বের আচরণে ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন অধীর। দিল্লির বৈঠকে অধীরকে 'প্রাক্তন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি' বলে সম্বোধন করায় রাজ্যের এআইসিসি

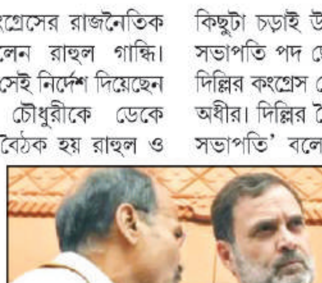

পর্যবেক্ষক গোলাম মীরের উপর বেজায় চটেন তিনি। প্রকাশ্যেই বলেন, ''এখন বাংলায় দু'জন এআইসিসির নেতা, গোলাম মীর আর সিং সাহেব বলে একজন। এরাই এখন রাজ্যর মাথা হয়েছে। এরা রাজ্যের কিছু বিশেষ বিশেষ লোককে চেনে। সব লোককে চেনে বলে আমার জানা নেই। কাল আলোচনা শুরু হওয়ার আগে যখন নিজেদের মধ্যে কথা হচ্ছে। তখনও ভেনুগোপাল আসেনি। তখন গোলাম মীর হঠাৎ করে বলছে, ফর্মার কংগ্রেস প্রেসিডেন্ট।'' এরপরই অধীরকে নিয়ে নানা জল্পনা শুরু হয়। এবার অধীরকে 'শান্ত' করতে ময়দানে খোদ রাহুল গান্ধি? উঠছে সেই প্রশ্নই।

জঙ্গিসহ ১২০০ জেলভাঙা আসামির ভারতে ঢোকার আশঙ্কা, অনুপ্রবেশ রুখতে কমিটি গঠন কেন্দ্রের

নয়াদিল্লি, ৯ আগস্টঃ বাংলাদেশে গৃহযুদ্ধের জেরে পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে জঙ্গিসহ জেলভাঙা প্রায় ১২০০ পলাতক আসামি ভারতে ঢুকে পড়তে পারে। শুক্রবার ভারতের সীমান্তরক্ষী বাহিনী সূত্রে এরকমই আশঙ্কা প্রকাশ করা হয়েছে। বাংলাদেশে চলতি অরাজকতার মধ্যে সেদেশের বেশ কয়েকটি জেল থেকে পালায় আসামিরা। যাদের মধ্যে অসংখ্য কট্টর ইসলামপন্থী জঙ্গিও আছে। সেই সংখ্যাটা প্রায় ১২০০। সূত্রে জানা গিয়েছে, শেখ হাসিনা প্রধানমন্ত্রী পদ থেকে ইস্তফা দিয়ে ভারতে পালিয়ে আসার পর থেকে পরিস্থিতি আরও বিগড়ে যায়। বিএসএফ জানিয়েছে, জঙ্গিসহ অন্তত ১২০০ বন্দি পালিয়ে গিয়েছে। তারা অস্ত্রসহ ভারতে ঢুকতে পারে। ওপারের সীমান্ত প্রহরার কাজে নিযুক্ত বর্ডার গার্ড বাংলাদেশকে আইনশৃঙ্খলার কাজে নিয়োগ করায় ওপারে সীমান্ত প্রহরায় ঢিলে পড়েছে। এই পরিস্থিতিতে দুদেশের সীমান্তরক্ষীরা সারাদিনে অসংখ্যবার তথ্য আদানপ্রদানের কাজ করছেন। দুদেশের বাহিনীই খোলা মনে আলোচনা করে ব্যাপক নিরাপত্তার চেষ্টা চালাচ্ছে। সীমান্তে নজরদারির কাজও দিনরাত শুরু হয়েছে। কোনওভাবেই যাতে ভারতে অনুপ্রবেশের মতো ঘটনা না ঘটতে পারে সে বিষয়ে সজাগ রয়েছে বিএসএফ। নাম জানাতে অনিচ্ছুক বিএসএফের এক পদস্থ কর্তা বলেন, দুই বাহিনীর সর্বস্তরে তথ্য আদানপ্রদান চলছে। কমান্ডান্ট, নোডাল অফিসার, সীমান্ত আইজি এবং অন্যান্য র‍্যাঙ্কের অফিসার সম্মিলিতভাবে যোগাযোগ রাখছেন একে অপরের সঙ্গে। এই আলোচনাতেই উঠে এসেছে দুদেশের প্রায় ৪০৯৭ কিমি দীর্ঘ সীমান্ত পেরিয়ে পলাতক বন্দিরা ভারতে মাথা গোঁজার ঠাঁই খুঁজছে। কাঁটাতারের বেড়া কিছু জায়গায় থাকলেও বহু জায়গা আছে যেখানে নদীপথই সীমান্তরেখা বলে মান্য করা হয়। সেসব জায়গাগুলির অনেকাংশই

অরক্ষিত থেকে যায়। বিএসএফের ওই কর্তা জানান, বিজিবি জানিয়েছে নরসিঙ্গি, শেরপুর, সাতক্ষীরা, কুষ্ঠিয়া ও কাশিমপুর জেল থেকে বন্দিরা পালিয়েছে। তিনি বলেন, তবে আমাদের সরকারের বার্তা অত্যন্ত স্পষ্ট ওরা কী বলছে না বলছে জানি না। কোনও পরিস্থিতিতেই কাউকে সীমান্ত পেরতে দেওয়া হবে না। এদিকে হাসিনা সরকারের পতনের পর বাংলাদেশে উঠেছে একাধিক অভিযোগ। বাংলাদেশের সংখ্যালঘু অর্থাৎ হিন্দুদের ওপর হামলা চালানোর অভিযোগ উঠেছে। ভারতের সীমান্তে বাড়ছে অনুপ্রবেশের চেষ্টা। এই পরিস্থিতিতে বিশেষ কমিটি গঠন করলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। বিএসএফের নেতৃত্বে সেই কমিটি গঠন করা হয়েছে। অমিত শাহ জানিয়েছেন, বর্তমানে যে পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে, তাতে বাংলাদেশ সীমান্তে নজর রাখার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার একটি বিশেষ কমিটি তৈরি করেছে। বাংলাদেশের প্রশাসনের সঙ্গে যোগাযোগ রাখবে ওই কমিটি। বাংলাদেশে বসবাসকারী ভারতীয়, হিন্দু ও অন্যান্য সংখ্যালঘুদের সুরক্ষা নিশ্চিত করতে যোগাযোগ রাখা হবে বলে জানিয়েছেন অমিত শাহ। কমিটির নেতৃত্বে থাকছেন বিএসএফের ইস্টার্ন কমান্ডের এডিজি। কমিটিতে রয়েছেন বিএসএফ-এর ইস্টার্ন কমান্ডের এডিজি, সাউথ বেঙ্গ ফ্রন্টিয়ারের আইজি, ত্রিপুরা ফ্রন্টিয়ারের আইজি, ল্যান্ড অ্যান্ড পোর্ট অথরিটি অব ইন্ডিয়া-এর সেক্রেটারি ও এক সদস্য। উল্লেখ্য, কেন্দ্রীয় সরকার আগেই জানিয়েছে যে বাংলাদেশে হিন্দু ও অন্যান্য সংখ্যালঘুদের ওপর হামলা হচ্ছে। সংসদে সে কথা বলেছেন বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর। শুধু তাই নয়, বৃহস্পতিবার বাংলাদেশে অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান মহম্মদ ইউনুস শপথ নেওয়ার পর প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এক্স মাধ্যমে শুভেচ্ছা জানিয়ে লিখেছেন, দ্রুত সে দেশে হিন্দু ও অন্যান্য সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের নিরাপত্তা ও সুরক্ষা নিশ্চিত হবে।

বুদ্ধদেবের দান করা কর্নিয়া অন্য রোগীর চোখে প্রতিস্থাপনের প্রক্রিয়া শুরু

কলকাতা, ৯ আগস্ট ঃপ্রয়াত প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের দান করা কর্নিয়া অন্য রোগীর চোখে প্রতিস্থাপনের প্রক্রিয়া শুরু হতে চলেছে। রাজ্যের চক্ষু চিকিৎসার উকর্ষকেন্দ্র রিজিওনাল ইনস্টিটিউট অব থালমোলজিতে দুপুর আড়াইটা নাগাদ এই প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। কে বা কারা পেতে চলেছেন প্রয়াত মুখ্যমন্ত্রীর দান করা দুটি কর্নিয়া? নিয়মমাফিক সেই বিষয়ে গোপনীয়তা রেখেছে আরআইও। তবে কর্নিয়া দুটির মান অত্যন্ত ভালো বলেই জানিয়েছেন আরআইও অধিকর্তা ডাঃ অসীম ঘোষ।উল্লেখ্য, গত বৃহস্পতিবার সকালেই প্রয়াত হয়েছেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য। ফুসফুসে সমস্যা ছিল বুদ্ধদেবের। শ্বাসকষ্ট জনিত রোগেই ভুগছিলেন তিনি। বেশ কয়েকবার সংক্রমণের জন্য হাসপাতালে চিকিসাধীন ছিলেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী। মরণোত্তর দেহদান করেছেন তিনি।

ওয়াকফ (সংশোধনী) বিলের পক্ষে সওয়াল হেমা মালিনীর

নয়াদিল্লি, ৯আগস্ট ঃগত বৃহস্পতিবার লোকসভায় পেশ করা হয় ওয়াকফ (সংশোধনী) বিল। লোকসভায় দাঁড়িয়ে বিরোধীরা এই সংশোধনী বিল প্রসঙ্গে বিরোধিতা করেন।বিলের বিরোধিতায় সরব হন সমাজবাদী পার্টির প্রধান অখিলেশ যাদব। বিরোধীদের সমালোচনার পাল্টা জবাব দেন বিজেপি সাংসদ হেমা মালিনী।সংসদ চত্বরে দাঁড়িয়ে ওয়াকফ (সংশোধনী) বিল প্রসঙ্গে বিজেপি সাংসদ হেমা মালিনী বলেন, বিরোধীদের কাজই বিরোধিতা করা। তারা ভালো উদ্যোগকেও খারাপ মনে করেন। সাংবাদিকদের তিনি জানান, গত ১০ বছর ধরে দেখে আসছি প্রধানমন্ত্রীর গৃহীত একাধিক ভালো প্রকল্পের বিরোধিতা করেছেন বিরোধীরা।

খুলল স্থল বন্দর

খড়িবাড়ি, ৯ আগস্ট ঃ দীর্ঘ ৪ বছর পর খড়িবাড়ির পানিট্যাঙ্কির ভারত-নেপাল সীমান্ত দিয়ে পারাপার করতে পারবেন বিদেশি নাগরিকরা। করোনার সময় থেকে তৃতীয় কোনো দেশের নাগরিকদের যাতায়াত বন্ধ করেছিল কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালযের ইমিগ্রেশন দফতর। অবশেষে খুলল এই স্থল বন্দর।করোনার পর থেকেই পর্যটকদের অসুবিধার সম্মুখীন হতে হচ্ছিল তেমনই পর্যটন ব্যবসা ও সীমান্ত ব্যবসায় সমস্যায় পড়ছিলেন ব্যবসায়ীরা। বর্তমানে নিষেধাজ্ঞা উঠে যাওয়ায় খুশি সীমান্ত ব্যবসায়ীরা। এই বিষয়ে পানিট্যাঙ্কি ব্যবসায়ী সমিতির সভাপতি জানান, করোনার পর থেকে ব্যবসায়ীদের ক্ষতির মুখে পড়তে হয়েছিল। পানিট্যাঙ্কির পরিচয় বিদেশি নাগরিকদের কাছে লুপ্তপ্রায় হয়ে গিয়েছিল। নিষেধাজ্ঞা ওঠার ফলে পুরানো গৌরব ফিরে আসবে এবং সীমান্ত ব্যবসায় প্রভাব আসবে।

সলমন খুরশিদের বাংলাদেশ সংক্রান্ত 'বিতর্কিত' মন্তব্যকে নিশানা অনুরাগ ঠাকুরের

নয়াদিল্লি, ৯ আগস্ট ঃ কংগ্রেস নেতা সলমন খুরশিদের বাংলাদেশ সংক্রান্ত 'বিতর্কিত' মন্তব্য নিয়ে বুধবার নিশানা করলেন বিজেপি নেতা অনুরাগ ঠাকুর। অভিযোগ, সলমন খুরশিদ বাংলাদেশের ঘটনাকে সামনে রেখে মন্তব্য করেন যে, বাংলাদেশে যা ঘটছে তা এখানেও হতে পারে।কংগ্রেস নেতা সলমন খুরশিদের এই মন্তব্য প্রসঙ্গে বিজেপি সাংসদ অনুরাগ ঠাকুর বলেন, পরপর তিনবার পরাজয়ের মুখোমুখি হয়ে কংগ্রেস দেশকে নৈরাজ্যের দিকে ঠেলে দিতে চায়। তারা দেশকে পিছনের দিকে নিয়ে যেতে যেকোনও কিছু করতে পারে। এই কংগ্রেস নেতার এই ধরনের বক্তব্য দল ও তাদের নেতাদের মানসিকতার পরিচয়। আমি কংগ্রেসকে জিজ্ঞাসা করতে চাই, তারা কি সলমন খুরশিদের এই বক্তব্যের সঙ্গে সহমত?

দেশবাসীকে 'আগস্ট বিপ্লব দিবস'-এর শুভেচ্ছা অমিত শাহর

নয়াদিল্লি, ৯ আগস্ট ঃ ভারতবাসীকে 'আগস্ট বিপ্লব দিবস'-এর শুভেচ্ছা জানালেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ।শুক্রবার তিনি এক্ বার্তায় লিখেছেন, ভারত ছাড়ো আন্দোলনের স্মৃতিতে, আমি স্বাধীনতার সমস্ত বীরদের অভিবাদন জানাই। দেশবাসীকে শুভেচ্ছা জানাই 'আগস্ট বিপ্লব দিবস'-এর। ১৯৪২ সালের এই দিনে গান্ধীজি 'ডু অর ডাই' স্লোগান দিয়ে ব্রিটিশ শাসনকে চ্যালেঞ্জ করেছিলেন।

হর ঘর তিরঙ্গা অভিযানের শুরু, জাতীয় পতাকা উত্তোলনের আহ্বান প্রধানমন্ত্রীর

নয়াদিল্লি, ৯ আগস্ট ঃ দেশজুড়ে শুরু হল হর ঘর তিরঙ্গা অভিযান। ৯ থেকে ১৫ আগস্ট সমগ্র দেশে হর ঘর তিরঙ্গা অভিযান পালিত হবে। এই সময়ে প্রত্যেক দেশবাসীকে নিজেদের বাড়িতে ত্রিবর্ণ রঞ্জিত পতাকা উত্তোলন করার এবং তিরঙ্গার সঙ্গে একটি সেলফি তোলা এবং হর ঘর তিরঙ্গা ওয়েবসাইটে আপলোড করার আহ্বান জানানো

হয়েছে কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষ থেকে।২০২২ সালে আজাদি কা অমৃত মহোসবের অঙ্গ হিসেবে হর ঘর তিরঙ্গা অভিযান শুরু হয়েছিল। গত বছর ১০ কোটিরও বেশি মানুষ ত্রিবর্ণ রঞ্জিত পতাকার সঙ্গে সেলফি তুলে আপলোড করেছিলেন। সারা দেশে এই উপলক্ষ্যে ২০০-র বেশি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হবে। ১৩ আগস্ট সাংসদ ও মন্ত্রীরা ত্রিবর্ণা বাইক র‍্যালি বের করবেন।প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী শুক্রবার নিজের এক্স হ্যান্ডেলে জানিয়েছেন, এই বছরের স্বাধীনতা দিবসের দিন যতই ঘনিয়ে আসছে, আসুন আবারও হর ঘর তিরঙ্গা অভিযানকে স্মরণীয় গণআন্দোলন করে তুলি। আমি নিজের প্রোফাইল ছবি পরিবর্তন করছি এবং আমি আপনাদেরও এমনটা করে এই অভিযানে যোগদান করার জন্য অনুরোধ করছি।

অলিম্পিকে রুপো জয়ী নীরজকে অভিনন্দন প্রধানমন্ত্রীর, শুভেচ্ছা প্রতিরক্ষা মন্ত্রীরও

নয়াদিল্লি, ৯ আগষ্টঃ অলিম্পিকে দ্বিতীয় সোনা জিততে পারলেন না নীরজ চোপড়া। প্যারিসে রুপো জিতে সন্তুষ্ট থাকতে হল তাঁকে। সোনা না জিতলেও দেশকে একটি পদক এনে দিয়েছেন ভারতীয় তারকা। প্যারিস অলিম্পিকে রুপো জয়ী নীরজকে অভিনন্দন জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানিয়েছেন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিংও।প্রধানমন্ত্রী মোদী নিজের এক্স হ্যান্ডেলে জানিয়েছেন, নীরজ চোপড়া শ্রেষ্ঠত্বের ব্যক্তিত্ব! বারবার সে নিজের প্রতিভা দেখিয়েছে। ভারত উচ্ছ্বসিত যে সে আরও একটি অলিম্পিক সাফল্য নিয়ে ফিরে এসেছে। রুপো জয়ের জন্য তাঁকে অভিনন্দন। প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং নীরজ চোপড়াকে অভিনন্দন জানিয়ে এক্স-এ লিখেছেন, প্যারিস অলিম্পিকে পুরুষদের জ্যাভলিন নিক্ষেপে অসাধারণ কৃতিত্ব এবং রুপো পদক জেতার জন্য নীরজ চোপড়াকে অনেক অভিনন্দন। তিনি কঠোর পরিশ্রম ও ধারাবাহিকতার প্রতীক। তাঁর সাফল্য সমগ্র দেশকে আনন্দিত করেছে।

নির্মীয়মাণ পার্কিংয়ের গর্তে পড়ে মৃত্যু নাবালকের

আলমোড়া, ৯ আগস্ট ঃউত্তর প্রদেশের হাওয়ালবাগ ব্লকের তালাদবাড়ি গ্রামের বাসিন্দা নয় বছরের এক ছেলে কালেক্টরেটের কাছে নির্মীয়মাণ পার্কিংয়ের জন্য তৈরি করা গর্তের জলে ডুবে মারা গেছে। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা থেকে নিখোঁজ ছিল শিশুটি, শুক্রবার সকালে তার দেহ উদ্ধার করা হয়।পুলিশ জানিয়েছে, তালাদবাড়ির বাসিন্দা হরিশ সিং বিষ্টের ছেলে কার্তিক বৃহস্পতিবার তার দুই বন্ধুকে নিয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়েছিল। বিকেলে তারা কালেক্টরেটের কাছে নির্মীয়মাণ পার্কিংয়ের জন্য তৈরি করা গর্তের কাছে পৌঁছায়। বৃষ্টির কারণে ওই গর্তটি জলে ভরে ছিল। সেখানেই স্নান করতে গিয়ে কার্তিক তলিয়ে যায়। সেখানেই তার মৃত্যু হয়। দুই বন্ধু তাকে বাঁচানোর চেষ্টা করলেও, বাঁচাতে না পেরে ভয়ে সেখান থেকে পালিয়ে যায়। ঘাটি ফাঁড়ির ইনচার্জ সুনীল সিং জানিয়েছেন, ঘটনার তদন্ত করা হচ্ছে। সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখা হচ্ছে। এই ঘটনায় নিহতের পরিবারে শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

বিহারের জন্য বিশেষ মর্যাদার দাবিতে সরব আরজেডি

নয়াদিল্লি, ৯ আগস্ট ঃ বিহারের জন্য বিশেষ মর্যাদার দাবিতে শুক্রবার ফের সরব হল রাষ্ট্রীয় জনতা দল (আরজেডি)। এই দাবিতে সংসদ চত্বরে ধর্ণা দিয়েছেন আরজেডি সাংসদরা। বিহারের জন্য বিশেষ মর্যাদার দাবিতে, আরজেডি সাংসদ মিসা ভারতী বলেছেন, এক সময় নীতীশ কুমারও একই দাবি করেছিলেন। এখন বিহারে ডাবল ইঞ্জিনের সরকার রয়েছে।মিসা ভারতী আরও বলেছেন, বিহার সফরের সময় প্রধানমন্ত্রী বলেছিলেন, রাজ্যকে বিশেষ প্যাকেজ দেওয়া হবে। আগে কী বলেছিলেন, তা এখন প্রধানমন্ত্রী ভুলে গিয়েছেন। বিহারে বর্তমানে দেওয়া সহায়তা কম। কোনও না কোনওভাবে বিহারের মানুষ প্রতারিত হয়েছে, বিহারের মানুষের কাছে ক্ষমা চাওয়া উচিত। তবে সাধারণ মানুষের প্রধানমন্ত্রীর বিষয়ে এই ধারনা কমবে।

রাজ্যসভায় জগদীপ ধনখড়ের সঙ্গে বিতর্কে জড়ালেন জয়া বচ্চন

নয়াদিল্লি, ৯ আগস্ট ঃ জগদীপ ধনখড়ের সঙ্গে বিতর্কে জ।ালেন সমাজবাদী পার্টির সাংসদ জয়া বচ্চন। এই বাদানুবাদ নিয়ে জোর চর্চা শুরু হয়েছে রাজনৈতিক মহলে। অমিতাভ বচ্চনের নামের সঙ্গে জয়া বচ্চনের নাম যোগ করা নিয়ে রাজ্যসভায় ক্ষোভে ফেটে প।নে সমাজবাদী পার্টির সাংসদ জয়া বচ্চন। ভরা সংসদে দাঁড়িয়েই চেয়ারম্যান জগদীপ ধনখড়ের কথার বিরোধিতা করেন তিনি। জগদীপ ধনখড়ের সুর নিয়ে প্রশ্ন তোলেন জয়া।সপা সাংসদ বলেন, চেয়ারম্যানের ব্যবহৃত শব্দগুলি মোটেও সঠিক ছিল না। রাজ্যসভায় দাঁড়িয়ে জয়া বচ্চন বলেন, জগদীপ ধনখড় যে ভাষায় তাঁর সঙ্গে কথা বলেন, তা ঠিক নয়। শুধু তাই জয়া বচ্চন আরও বলেন, জগদীপ ধনখড় হয়ত অধ্যক্ষের চেয়ারে বসে থাকতে পারেন কিন্তু তাঁরা সংসদে একে অপরের সহকর্মী। তিনি শিল্পী। তাই মানুষের মুখের ভাব এবং তা প্রকাশের ভাষা খুব ভাল

করে জানেন, বোঝেন বলে মন্তব্য করেন জয়া বচ্চন। সেই সময় পালটা উত্তর দেন রাজ্যসভার চেয়ারম্যান। তিনি বলেন, জয়াজি বসুন। আপতি তো শিল্পী, তাই নিশ্চয়ই জানেন অভিনেতারা যখন ক্যামেরার সামনে থাকেন, তখন পরিচালকের কথা শুনতে হয় তাঁদের। তাই এই হাউসের নিয়ম, নীতিও তাঁদের মানতে হবে বলে মন্তব্য করেন জগদীপ ধনখড়।

প্রতিমা গড়া থেকে পুজো পাঠ নিজেই করেন গৃহ কর্তা

দুরন্ত বার্ত,৯ আগষ্টঃ শাস্ত্রীয় মতে অনেক বাড়িতেই মা দুর্গার পুজা হয়ে থাকে,তবে আলিপুরে নিজের বাড়িতে হ্যালি গোস্বামীর পুজো সম্পূর্ণ আলাদা। নিজে মূর্তি তৈরি করেন হ্যালি। পুজোও করেন নিজেই।এই বাড়িতে রামকৃষ্ণ মঠ মিশনের ভাবাদর্শে পুজো হয়। তবে আলিপুরে নিজের বাড়িতে হ্যালি গোস্বামীর পুজো সম্পূর্ণ আলাদা। নিজে মূর্তি তৈরি করেন হ্যালি। পুজোও করেন নিজেই।হ্যালি পেশায় আইনজীবী। তবে স্বেচ্ছায় বেছে নিয়েছেন শিল্পীর জীবন। ভারতের লুপ্ত শিল্পকে পুনরুজ্জীবিত করা এবং বাংলার সংস্কৃতি ও ইতিহাস অনুসন্ধানই তাঁর নেশা। এই নেশাই ভর করে স্কুল জীবনে মনের খেয়ালেই তৈরি করে ফেলেন দুর্গা প্রতিমা। সেই থেকে পুজো শুরু হয় হ্যালির বাড়িতে।রামকৃষ্ণ-বিবেকানঃদ ভাবাদর্শের সংস্পর্শে এসে আরও সমৃদ্ধ হয় এই পুজো। সম্পূর্ণ শাস্ত্র বিধি মেনে এই পুজো হয়। বেদ বিদ্যালয়ের বেদ পাঠ করতে ব্রাহ্মণ আসেন চণ্ডীপাঠের জন্য। বদ্রীনাথের সরস্বতী নদীর জল, ব্রহ্মপুত্র নদের জল, শিশিরের জল থেকে শুরু করে ভারতের সব তীর্থের জলে পুজোয় মায়ের মহাস্নানের জন্য নিয়ে আসা হয়। এ ছাড়াও হাতির দাঁতের মাটি ও রাজার বাড়ির দরজার মাটি সংগ্রহ করা হয়। অষ্টমীর দিন মহা স্মারোহে পালিত হয় কুমারীপুজা। দশমীর দিন পান্তা ভাত, কচুর শাক, চালতার টক, বড়ি দিয়ে ভোগ দিয়ে মাকে বিদায় জানানো হয়।এই পুজো দেখার জন্য শুধু দেশের লোকই নয়, আমেরিকা, রাশিয়া থেকেও পর্যটকরা আসেন। ক্ষুদ্র পরিসরে বিলাসবহুল আ।ম্বর ছাড়া ২২ বছর ধরে পালিত হচ্ছে এই পুজো।১৭৪০, ১০৯২০২৩ Aloke Da Whatsapp: প্রতিমা গড়ার সময় মৃৎশিল্পীদের নিরামিষ খাওয়া নিষেধ, অদ্ভুত সব নিয়ম হরিপালের সরকার বাড়ির পুজোয়দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্কঃ ২২০ বছরের প্রাচীন এই পুজোর সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে বহু মানুষের বিশ্বাস। নানাবিধ লোকাচার, লোককথা আর রহস্যে সমাহার দেখা যায় হুগলি জেলার হরিপালের সরকার বাড়ির পুজোয়।হরিপালের অলিপুর সরকার বাড়ির দুর্গাপুজো নিয়ে অনেক গল্প প্রচলিত রযেছে। দেবী এখানে খুবই জাগ্রত। লোকমুখে শোনা যায়, এখানে প্রতিমা গড়ার সময় মৃশিল্পীদের নিরামিষ আহার গ্রহণ করতে হয়। ভুল করে কেউ আমিষ খাবার খেয়ে নিলে বা মদ্যপান করলে আটচালার নাটমন্দিরে সাপ, বিছে-সহ বিষাক্ত কীটপতঙ্গের আনাগোনা বাড়ে। সাধারণত, বনেদি বাড়ির পুজোর ইতিহাস ঘাঁটলে দেখা যায়, বেশিরভাগ পুজোর প্রতিষ্ঠাতা সেই পরিবারের কোনও পুরুষ। কিন্তু সরকার বাড়ির পুজো ব্যতিক্রমী। এই পুজোর প্রতিষ্ঠাতা হলেন সরকার বাড়ির কর্তা বঙ্কুবিহারী সরকারের স্ত্রী নীরদাময়ী দাসী।তিনি স্বপ্নাদেশ পেয়ে বাড়িতেই দুর্গাপুজোর সূচনা করেন। সরকার পরিবারের সদস্য তপন, সঞ্জীব ও সত্যজিরা বলেন, পুরনো মন্দির, সিংহদুয়ার বর্তমানে নষ্ট হয়ে গিয়েছে। পরিবর্তে নতুন করে তৈরি হয়েছে আটচালা ও নাটমন্দির। পরিবারের অনেকেই কর্মসূত্রে এখন বিভিন্ন জায়গায় চলে গিয়েছে। তবে পুজোর সময় সকলেই গ্রামের বাড়িতে মিলিত হন। বাড়তে বাড়তে এই পরিবারে সদস্য সংখ্যা এখন প্রায় ১৩০। একচালার মূর্তিতে ষোড়শোপচারে নিষ্ঠাভরে পুজো হয় এই সরকার বাড়িতে।কথিত আছে, একসময় বাড়ির সিংহদুয়ার ভেঙে ডাকাত দল ঢুকেছিল বাড়িতে। ডাকাত দল দরজা ভাঙার পর দেখতে পায়, দুয়ারে দাঁড়িয়ে স্বয়ং দেবী দুর্গা। ওই দৃশ্য দেখে তারা ডাকাতি না করেই ফিরে যায়।পরে, ডাকাতদলের সদস্যদের মুখে মুখেই প্রচলিত হয়ে যায় সেই কথা। আগে একটা সময় সরকার বাড়ির পুজোতে মোষ ও ছাগল বলি হত। শোনা যায়, বছর ষাটেক আগে যে ছাগলটি বলি দেওয়ার জন্য আনা হয়েছিল সেটি সাপের কামড়ে আগেইমারা যায়। তখন পরিবারের তকালীন কর্তা নীলরতন সরকারের নির্দেশে বন্ধ হয়ে যায় পশুবলি প্রথা।সরকার বাড়ির দেবী যে অত্যন্ত জাগ্রত তার সপক্ষে যুক্তি দিয়েছেন পূর্ব বর্ধমানের বাসিন্দা প্রতিমা শিল্পী প্রদ্যুশী। তিনি বলেন, গত ১০ বছর ধরে আমি প্রতিমা তৈরি করছি এখানে। আমার আগে যিনি এখানে প্রতিমা তৈরি করতেন তিনি আমাকে বলেছিলেন, এই প্রতিমা তৈরি করলে মাছ, মাংস, মদ্যপান কোনও কিছুই করা যাবে না। এরপর একদিন তিনি মাংস খেয়ে প্রতিমা তৈরি করতে এসেছিলেন। তার পরিণাম হয়েছিল ভয়াবহ। সাপ, বিছে-সহ অন্যান্য বিষাক্ত কীটপতঙ্গে ভরে উঠেছিল গোটা মন্দির। ভয়ে তিনি ফিরে যেতে বাধ্য হন।মূর্তিকার আরও জানান, অন্যান্য জায়গায় প্রতিমা করতে যদি তিন দিন সময় লাগে সেই কাজ করতেই সরকার বাড়িতে লেগে যায় কমপক্ষে পাঁচ থেকে ছয় দিন। কারণ এখানে রাতে একটা নির্দিষ্ট সময়ে সকলে যে যেরকম অবস্থায় থাকেন সেই অবস্থাতেই একসঙ্গে ঘুমিয়ে পড়েন।কেউ মাটি হাতে ঘুমোন, কেউ আবার প্রতিমার সাজ হাতে ধরেই চলে যান ঘুমের রাজ্যে। মহালযায় হয় দেবীর চক্ষুদান। সেদিন নির্জলা উপোস করতে হয়।ফি-বছর এই জাগ্রত দেবী দুর্গার মূর্তি দর্শন করতে হরিপালে উপচে পড়ে মানুষের ভিড়।

এক দিদি গেছেন, আরেক দিদি সেই পথে হাঁটছেনঃবাংলাদেশ ইস্যুতে মমতাকে খোঁচা দিলীপের

দুর্গাপুর, ৯ আগস্টঃ'পাকিস্তানে কম স্বৈরতন্ত্র আছে? গতবছর সেখানে নির্বাচন হয়েছে। যে পার্টি বেশী সিট পেয়েছে, সে পার্টি নেতা ইমরান খান আজ জেলে। সরকারে যারা বসে আছে, সংখ্যাগরিষ্ঠতা তারা পায়নি। কোন ইসলামিক দেশে গনতন্ত্র সফল হয় না। সেটা বাংলাদেশের ঘটনা আবারও প্রমান করল। এক দিদি (শেখ হাসিনা) গেছেন। আর এক দিদি সেই পথে হাঁটছেন। তাদের ভবিষ্যতটা তৃণমূল যেন দেখে রাখে, পশ্চিমবঙ্গটাকে কেনদিকে নিয়ে যাচ্ছে। এই আগুনে কেউ বাঁচবে না।' বুধবার দুর্গাপুরের অঙ্গদপুরে প্রাতঃভ্রমনে বেরিয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দোপাধ্যায়কে এভাবেই খোঁচা দিয়ে আক্রমণ করলেন বিজেপির প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ।প্রসঙ্গত, গত কয়েকদিন ধরে বাংলাদেশের ছাত্র আন্দোলন থেকে উত্তাল পরিস্থিতি সারা বিশ্বে নজর কো।ছে। প্রধানমন্ত্রী পদ থেকে ইস্তফা দিয়ে শেখ হাসিনা বাংলাদেশ ছাড়া হয়েছেন। সেখানের গনভবন লুট হয়েছে। বাংলাদের অওয়ামী লিগ নেতা থেকে সংখ্যালঘু হিন্দুদের বাড়িতে আক্রমণ হয়েছে। হিন্দু মা-বোনেদের সম্মান নিয়ে টানাটানি শুরু হয়েছে। হাজার হাজার হিন্দু এদেশে আসার জন্য সীমান্তে অপেক্ষা করছে। অনেকে ভিসা নিয়ে দেশ ছেড়েছে। আর ওই উত্তাপ এপার বাংলা পশ্চিমবঙ্গেও আঁচ প।তে শুরু করেছে। লোকসভা নির্বাচনের পর আবার স্বমহিমায় বিজেপির প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ। মঙ্গলবার দলীয় কর্মসূচীতে দুর্গাপুরে এসেছিন তিনি। বুধবার দুর্গাপুর পুরসভার ৩৭ নং ওয়ার্ডে প্রাতঃভ্রমনে যান তিনি। সেখানে চা-চক্র সারেন। ওইসময় শহরের ৩৭ নং ওয়ার্ডের প্রাক্তন কাউন্সিলার স্বরুপ মন্ডল সৌজন্য হাত মেলান।তারপর সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বাংলাদেশ, পাকিস্তানের পরিস্থিতিকে স্মরণ করিয়ে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দোপাধ্যায়কে খোঁচা দেন তিনি। এদিন দিলীপ ঘোষ বলেন, প।শি দেশে গন্ডগোল হলে চিন্তা থাকে। কারন ইতিহাস বলছে, সেখানের হিন্দুরা অত্যাচারিত হয়। আর তারপর ভিটেমাটি ছেড়ে পালিয়ে আসে। তিনি বলেন, আবারও সেই ঘটনা ঘটছে। কিন্তু তাদের হয়ে কেউ বলছে না। কেউ জামাতিদের কথা বলছে। কেউ স্বৈরতান্ত্রীদের কথা বলছে। এসব যারা করছে সমাজবিরোধী, স্বৈরতান্ত্রী তারা কারও নয়। না, হলে গনভবন দেশের সম্পদ, লুট করে? প্রধানমন্ত্রীর বাসভবন লুট করে? এধরনের লোকেরাই ওখান থেকে ঢুকছে এরাজ্যে। গত ২০২১ সালে নির্বাচন পরবর্তী বিজেপিকর্মীদের বাড়ি ভাঙচুর, লুট করেছিল। মহিলাদের সম্মানহানি করেছিল। তিনি আরও বলেন, এরাই এখন তৃণমূল কংগ্রেসটাকে দখল করেছে। মমতা বন্দোপাধ্যায় হয়তো ভাবছেন, এরাতো আমার পক্ষে আছে, তাই মুখ বন্ধ করে আছেন। হিন্দুদের হয়ে কথা বলছেন না। মমতা বন্দোপাধ্যায়কে নিশানা করে তিনি বলেন, উনি জানে না, বাঘের পিঠে চেপে আছেন। পিঠ থেকে যখনই নামবেন, ওই বাঘ আগে ঘাড় মটকাবে। একদিদি (সেখ হাসিনা) গেছেন। আর একদিদি ওই পথেই হাঁটছেন। তাদের ভবিষ্যতটা যেন তৃণমূল দেখে রাখে। পশ্চিমবঙ্গকে কোন দিকে নিয়ে যাচ্ছে। এই আগুনে কেউ বাঁচবে না। এদিন তিনি পাকিস্তানের স্বৈরতান্ত্রীক পরিস্থিতি স্মরণ করিয়ে বলেন, পাকিস্তানে স্বৈরতন্ত্র কম আছে? গতবছর সেখানে নির্বাচন হয়েছে। যে পার্টি বেশী সিট পেয়েছে, সে পার্টির নেতা ইমরান খান আজ জেলে। সরকারে যারা বসে আছে, সংখ্যাগরিষ্ঠতা পায়নি। কোন ইসলামিক দেশে গনতন্ত্র সফল হয় না। সেটা আবারও প্রমান করল বাংলাদেশের ঘটনা। তিনি বলেন, বাংলাদেশকে পাকিস্তানের অধীনে রাখতে চেয়েছিল। যারা পঞ্চমবাহিনী, রাজকারের কাজ করেছিল। পাকিস্তানের দালালি করেছিল। চিন আর পাকিস্তানের সহযোগিতা নিয়ে সেলোকগুলোই দাপিয়ে বেড়াচ্ছে। এটা বাংলাদেশ ও আমাদের পক্ষে খারাপ। তিনি চিনকে নিশানা করে আরও বলেন, যারা দাদাগিরি করেন, বাংলাদেশে নিজের পা শক্ত করার চেষ্টা করেছিল বড় বড় দেশ। বাংলাদেশটাকে লুট করার চেষ্টা করেছিল, তাদের কিছু যাবে আসবে না। কিন্তু ২০-২২ কোটি বাঙালির ভবিষ্যত অন্ধকার। হাসিনার প্রসংশা করে তিনি বলেন, আর যাই হোক হাসিনা বিভিন্ন দেশের সহযোগিতা নিয়ে সাধারন মানুষের জীবন উন্নত করেছিলেন। কিন্তু কিছু কট্টরপন্থী, অন্ধবিশ্বাসী লোক সেটা চায় না। তারা কারও কারও হয়ে কাজ করছে। সেটা বাংলাদেশের পক্ষে সংকটজনক

ভারত নীরজের জন্য গর্বিতঃরাষ্ট্রপতি অভিনন্দন জানালেন অমিত শাহও

নয়াদিল্লি, ৯ আগস্ট ঃ রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু এবং কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ প্যারিস অলিম্পিকে রৌপ্য পদক জয়ী নীরজ চোপড়াকে অভিনন্দন জানিয়েছেন। রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু তাঁর বার্তায় লিখেছেন, ভারত নীরজের জন্য গর্বিত। তাঁর এই সাফল্য আগামী প্রজন্মগুলিকে অনুপ্রাণিত করবে।কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ নীরজ চোপড়ার প্রশংসা করে সামাজিক মাধ্যম এক্স-এ লিখেছেন, তিরঙ্গার সম্মান আরও বাড়িয়ে দিয়েছেন তিনি। উল্লেখ্য, প্যারিস অলিম্পিকে দ্বিতীয় সোনা জিততে পারলেন না নীরজ চোপড়া। প্যারিসে রুপো জিতে সন্তুষ্ট থাকতে হল তাঁকে। সোনা না জিতলেও দেশকে একটি পদক এনে দিয়েছেন ভারতীয় তারকা।

অলিম্পিকে ডোপিংয়ের অভিযোগে এবার নিষিদ্ধ হলেন গ্রিক অ্যাথলিট পোল ভল্টার

প্যারিস, ৯ আগস্ট ঃ অলিম্পিকে ডোপিং চলছে। ডোপিংয়ের অভিযোগে এই নিয়ে অভিযুক্ত হলেন অলিম্পিকের চার জন অ্যাথলিট । এবার ডোপিংয়ের অভিযোগে নিষিদ্ধ হলেন গ্রিক অ্যাথলিট পোল ভল্টার এলিনি-ক্লদিয়া পোলাক। পরীক্ষায় নিষিদ্ধ বস্তুর নমুনা পাওয়ায় সাময়িকভাবে নিষিদ্ধ হয়েছেন তিনি। অলিম্পিকের ডোপিংয়ের কারণে নিষিদ্ধ চতুর্থ ক্রীড়াবিদ পোলাক। পোলাকের আগে নমুনা পরীক্ষায় অননুমোদিত উপাদান পাওয়া গিয়েছিল ইরাকি জুডোকা সাজ্জাদ শেহেন, আফগান জুডোকা শামিম ফাইজাদ এবং আফ্রিকান গেমসের বক্সিং চ্যাম্পিয়ন নাইজেরিয়ার সিন্থিয়া ওগুনসেমিলোরের। ইন্টারন্যাশনাল অলিম্পিক কমিটি (আইওসি) জানিয়েছে, পোলাকের ডোপ পরীক্ষায় অননুমোদিত বস্তুর অস্তিত্ব পাওয়া গেছে।সাময়িকভাবে তিনি নিষিদ্ধ হয়েছেন।

প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের প্রয়াণে শোক ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী ডা. মানিকের

আগরতলা, ৯আগস্ট ঃ পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের প্রয়াণে ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডা. মানিক সাহা গভীর শোক প্রকাশ করেছেন।এক শোকবার্তায় মুখ্যমন্ত্রী বলেন, বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য দীর্ঘদিন ধরে পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতির সাথে জ।তি ছিলেন। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বিভিন্ন দফতরের মন্ত্রিত্বের দায়িত্ব পালন ছাড়াও পরবর্তীতে তিনি সেই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর দায়িত্বও পালন করেছেন। তাঁর প্রয়াণে পশ্চিমবঙ্গ একজন অভিজ্ঞ, সজ্জন,বিশিষ্ট লেখক, প্রবীণ রাজনীতিবিদ ও প্রশাসককে হারাল।শোকবার্তায় মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডা. মানিক সাহা প্রয়াত বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের বিদেহী আত্মার চিরশান্তি কামনা করে প্রয়াতের শোকসন্তপ্ত পরিবার পরিজনদের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করেছেন।

ভারত ছাড়ো আন্দোলন দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসের সন্ধিক্ষণ মুহূর্তঃপ্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ৯ আগস্ট ঃ জাতির জনক মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে ভারত ছাড়ো আন্দোলনে যারা অংশগ্রহণ করেছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী শুক্রবার তাঁদের উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করেছেন। প্রধানমন্ত্রী মোদী সামাজিক মাধ্যম এক্স হ্যান্ডেলে এক পোস্টে লেখেন, ' ভারতে ছাড়ো' আন্দোলন দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসের একটি সন্ধিক্ষণ মুহূর্ত।ঔপনিবেশিক শাসন থেকে ভারতকে মুক্ত করতে এই আন্দোলন অত্যন্ত কার্যকরী হয়েছিল। স্বাধীনতা দিবসের প্রাক্কালে প্রধানমন্ত্রী তাঁর সোশ্যাল মিডিয়া হ্যান্ডেলে নিজের প্রোফাইল ছবি বদলে ত্রিবর্ণ রঞ্জিত জাতীয় পতাকা করেছেন। 'হর ঘর তিরঙ্গা' অভিযানকে গণ আন্দোলনে পরিণত করতে প্রধানমন্ত্রী দেশবাসীকেও তাদের প্রোফাইল ছবি পরিবর্তন করে ' হর ঘর তিরঙ্গা' ওয়েবসাইটে আপলোড করার আহ্বান জানান।

স্বাধীনতা দিবসের প্রাক্কালে সতর্ক দিল্লি পুলিশ, গ্রেফতার আইসিস জঙ্গি রিজওয়ান

নয়াদিল্লি, ৯ আগস্ট ঃ স্বাধীনতা দিবসের প্রাক্কালে সতর্ক রয়েছে দিল্লি পুলিশ। আঁটোসাঁটো করা হচ্ছে নিরাপত্তা। এমতাবস্থায় দিল্লি থেকে আইসিস জঙ্গি রিজওয়ান আলিকে গ্রেফতার করলো পুলিশ। শুক্রবার দিল্লি পুলিশের স্পেশাল সেল জানিয়েছে, আইসিস মডিউলের জঙ্গি রিজওয়ান আলিকে গ্রেফতার করা হয়েছে। সে দিল্লি দরিয়াগঞ্জের বাসিন্দা।উল্লেখ্য, রিজওয়ানের মাথার দাম ৩ লক্ষ টাকা রেখেছিল জাতীয় তদন্তকারী সংস্থা (এনআইএ), ওয়ান্টেড তালিকাতেও নাম রয়েছে এই আইসিস জঙ্গির। বৃহস্পতিবার রাত এগারোটা নাগাদ বিশ্বস্ত সূত্রে পাওয়া খবরের ভিত্তিতে দিল্লির বায়োডাইভার্সিটি পার্কের কাছে গঙ্গা বকশ মার্গের অদূরে অভিযান চালায় দিল্লি পুলিশ। সেই অভিযানেই গ্রেফতার করা হয় এই আইসিস জঙ্গিকে। ধৃতের কাছ থেকে পিস্তল, কার্তুজ ও দু'টি মোবাইল ফোন উদ্ধার হয়েছে। ইতিমধ্যেই ওই জঙ্গির বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করেছে দিল্লি পুলিশ।

জরুরি অবস্থা নিয়ে কংগ্রেসকে নিশানা জে পি নাড্ডার

নয়াদিল্লি, ৯ আগস্ট ঃ দেশের সংবিধানকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বাধীন সরকার যতটা সম্মান করেন, ততটা অন্য কোনও সরকার করেনি। এই নিয়ে গত বুধবার সংসদে মন্তব্য করলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জে পি নাড্ডা। পাশাপাশিই তিনি জরুরি অবস্থা নিয়ে কংগ্রেসকে নিশানা করলেন। তিনি বলেন, ২৫ জুন ১৯৭৫ সালে তকালীন সরকার (কংগ্রেস) রাতারাতি সংবিধান হত্যা হয়েছিল। ১ লক্ষ ২৫ হাজার মানুষকে দু' বছরের জন্য জেলবন্দি করা হয়েছিল।তিনি এও বলেন, আরএসএস-কে তকালীন (কংগ্রেস) সরকার দুবার নিষিদ্ধ করার চেষ্টা

করেছিল। কিন্তু আরএসএস এখনও আগের মতোই শক্তিশালী আছে। কারণ এটি একটি দেশপ্রেমী সংগঠন এবং ভারতীয় জনতা পার্টি মোদীজির নেতৃত্বে পূর্ণ শক্তির সাথে মা ভারতীর সেবায় নিয়োজত। দেশের সংবিধান সুরক্ষিত আছে এবং সুরক্ষিতই থাকবে।

পূর্ণাঙ্গ পঞ্জিকা

২৪ শ্রাবন ১৪৩১ বঙ্গাব্দ, শুক্রবার, ইংরেজীঃ৯ আগষ্ট ২০২৪, ৫৩৮ চৈতনাব্দ, কলিঃ৫১২৫, সৌরঃ২৫ শ্রাবন, চান্দ্রঃ৫ ঋষিকেশ মাস, ১৯৪৬ শকাব্দ ২০৮১ বিক্রম সাম্ব, ২৫৬৮ বুদ্ধাব্দাঃ, বাংলাদেশঃ২৫ শ্রাবন ১৪৩১, ভারতীয় সিভিলঃ১৮ শ্রাবন ১৯৪৬, মৈতৈঃ৫ হাবান, আসামঃ২৪ শাওন, মুসলিমঃ৩-সফর-১৪৪৬ হিজরী।সূর্য উদয়ঃ সকাল ০৫ঃ১৪ঃ০৭ এবং অস্তঃ বিকাল ০৬ঃ০৯ঃ০৪।চন্দ্র উদয়ঃ সকাল ০৯ঃ০২ঃ৩০(৯) এবং অস্তঃ রাত্রি ০৯ঃ০৪ঃ১৯(৯)।শুক্ল পক্ষ ।তিথিঃপঞ্চমী (পূর্ণা) রাত্রিঃ১১ঃ৩২ঃ৩৮ দং ৪৫৪৬২.৫ পর্যন্তনক্ষত্রঃ হস্তা সকাল ঘ ০০ঃ২৯ঃ০৮ দং ৪৮৬২২.৫ পর্যন্ত পরে চিত্রাকরণঃ বব সকাল ঘ ১০ঃ৩১ঃ২৬ দং ১৩১৩২.৫ পর্যন্ত পরে বালব রাত্রিঃ ১১ঃ৩২ঃ৩৮ দং ৪৫৪৬২.৫ পর্যন্ত পরে কৌলবযোগঃসিদ্ধ দুপুর ঘ ০১ঃ৫৬ঃ৫২ দং ১৯১৬৩৭.৫ পর্যন্ত পরে সাধ্যঅমৃতযোগঃদিন ০৫ঃ১৪ঃ১৩ থেকে - ০৬ঃ৫৭ঃ৩২ পর্যন্ত, তারপর ০৭ঃ৪৯ঃ১২ থেকে - ১০ঃ২৪ঃ১১ পর্যন্ত, তারপর ১২ঃ৫৯ঃ১১ থেকে - ০২ঃ৪২ঃ৩০ পর্যন্ত, তারপর ০৪ঃ২৫ঃ৫০ থেকে - ০৬ঃ০৯ঃ০৯ পর্যন্ত এবং রাত্রি ০৭ঃ৩৭ঃ৫০ থেকে - ০৯ঃ০৬ঃ৩০ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ০১ঃ১২ থেকে - ০৩ঃ৪৫ঃ৩২ পর্যন্ত।মহেন্দ্রঃযোগঃরাত্রি ১০ঃ৩৫ঃ১১ থেকে - ১১ঃ১৯ঃ৩১ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ৪৫ঃ৩২ থেকে - ০৫ঃ১৪ঃ১৩ পর্যন্ত।কুলিকবেলাঃদিন ০৭ঃ৪৯ঃ১২ থেকে - ০৮ঃ৪০ঃ৫২ পর্যন্ত। কুলিকরাত্রিঃ০৭ঃ৩৭ঃ৫০ থেকে - ০৮ঃ২২ঃ১০ পর্যন্ত। বারবেলাঃদিন ০৮ঃ২৭ঃ৫৭ থেকে - ১০ঃ০৪ঃ৪৯ পর্যন্ত।কালবেলাঃদিন ১০ঃ০৪ঃ৪৯ থেকে - ১১ঃ৪১ঃ৪১ পর্যন্ত।কালরাত্রিঃ০৮ঃ৫৫ঃ২৫ থেকে - ১০ঃ১৮ঃ৩৩ পর্যন্ত।গ্রহস্ফুট (সূর্য উদয় কালীন)ঃরবিঃ৩২২৫৯৪৬ (৯) ২ পদচন্দ্রঃ ৫২৪৩১৫৫ (১৪) ১ পদমঙ্গলঃ১১৬৪৮৩২ (৪) ৩ পদবুধঃ৩২৮৩২৩৭ (৯) ৪ পদবৃহস্পতিঃ১২২৩৩৩৮ (৪) ৪ পদশুক্রঃ৪১১২৭৫৪ (১০) ৪ পদশনিঃ১০২০৫৩৩৪ (২৫) ১ পদরাহুঃ১১১৭১২৫৫ (২৭) ১ পদকেতুঃ৫১৭১২৫৫ (১৩) ৩ পদবুধ বক্রিশনি বক্রি।লগ্নঃকর্কট রাশি সকাল ০৫ঃ৪৩ঃ৪০ পর্যন্ত। সিংহ রাশি সকাল ০৭ঃ৫৫ঃ০০ পর্যন্ত। কন্যা রাশি সকাল ১০ঃ০৫ঃ১১ পর্যন্ত। তুলা রাশি সকাল ১২ঃ১৯ঃ২০ পর্যন্ত। বৃশ্চিক রাশি দুপুর ০২ঃ৩৫ঃ০৬ পর্যন্ত। ধনু রাশি বিকাল ০৪ঃ৪০ঃ২৩ পর্যন্ত। মকর রাশি বিকাল ০৬ঃ২৭ঃ১৭ পর্যন্ত। কুম্ভ রাশি সন্ধ্যা ০৮ঃ০০ঃ৪০ পর্যন্ত। মীন রাশি রাত্র ০৯ঃ৩১ঃ৪৪ পর্যন্ত। মেষ রাশি রাত্র ১১ঃ১২ঃ১৮ পর্যন্ত। বৃষ রাশি শেষ রাত্রি ০১ঃ১০ঃ৪২ পর্যন্ত। মিথুন রাশি শেষ রাত্রি ০৩ঃ২৪ঃ০০ পর্যন্ত।

আবহাওয়া

একনাগাড়ে বৃষ্টির সৌজন্যে দক্ষিণবঙ্গে বৃষ্টির ঘাটতি কমেছে অনেকটাই। তাপমাত্রাও মোটামুটি স্বস্তিদায়ক। দক্ষিণবঙ্গে আপাতত এই বৃষ্টিপাত চলবে, কোথাও কোথাও হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনাও রয়েছে। সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ২৯.৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস। সর্বনিম্ন ২৫.৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস। আপেক্ষিক আর্দ্রতা ৯০ শতকরা এবং ৮১ শতকরা। জোয়ার-সকাল ৯ টা ৫৬ মিনিট এবং রাত ৮টা ২৫ মিনিট। ভাটা-বেলা ২টা ৫০ মিনিট এবং রাত ১২ টা ২০ মিনিট। সূর্যঃউদয় হবে ৫টা ১১ মিনিট এবং অস্ত যাবে ৬ টা ১৬মিনিট।

রাশিফল

মেষ রাশিঃ কর্মক্ষেত্রে গোপন শত্রুর জন্য বাধা-বিঘ্ন থাকলেও আপনার কর্মে উন্নতি তারা আটকাতে পারবে না।

বৃষ রাশিঃ আশা-নিরাশা নিয়ে সপ্তাহটি কাটবে।

মিথুন রাশিঃনতুন যানবাহন কেনার জন্য ঋণ পেয়ে যাবেন।

কর্কট রাশি ঃ পেশাদারদের জন্য খুবই শুভ। চিকিৎসক, অধ্যাপক ও আইনজ্ঞরা এই সময় নাম ও যশ সবই পাবেন।

সিংহ রাশি ঃআয় অপেক্ষা ব্যয় বেশি হওয়ার ফলে ঋণগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা।

কন্যা রাশিঃ আপনার বহু বন্ধু থাকলেও প্রয়োজনের সময় অনেকেরই সহযোগিতা পাবেন না।

তুলারাশিঃবেহিসাবি হওয়ার ফলে সংসারে অশান্তি।

বৃশ্চিক রাশিঃ পরিবারে ভাইয়ের সঙ্গে কোনও ছোট বিবাদ তৃতীয় ব্যক্তির প্ররোচনায় বড় রূপ নিতে পারে।

ধনু রাশি ঃতবে ব্যয়ের দিকে একটু নজর রাখতে হবে। বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে অযথা তর্ক-বিতর্কে যাবেন না।।

মকর রাশিঃ বিবাহের যোগ আছে।

কুম্ভ রাশি ঃ চিকিৎসক, অধ্যাপক ও আইনজ্ঞরা এই সময় নাম ও যশ সবই পাবেন।

মীন রাশিঃ কন্যাসন্তানের বিবাহ ঠিকক্মার আগে ভালো করে খোঁজখবর নিয়ে নেবেন।

দুই বঙ্গেই ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস, দার্জিলিং ও কালিম্পং ভূমিধসের সম্ভাবনা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৯ আগস্ট ঃ দক্ষিণ ও উত্তর দুই বঙ্গেই প্রবল বৃষ্টির সম্ভাবনার কথা জানিয়েছে আলিপুর আবহাওয়া দফতর। উত্তরবঙ্গের দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, কালিম্পং, আলিপুরদুয়ার এবং কোচবিহারে আগামী ২৪ ঘঃ টা ভারী থেকে অতি ভারী বর্ষণের সতর্কতা জারি করা হয়েছে। আবহাওয়া দফতরের তরফে দার্জিলিং ও কালিম্পং জেলার জন্য বিশেষ সতর্কতার কথা বলা হয়েছে। এই দুই জেলায় ভূমিধসের কথা সতর্ক বার্তায় উল্লেখ করা হয়েছে। অন্যদিকে, ১৫ অগাস্ট পর্যন্ত দক্ষিণবঙ্গে ভারী বৃষ্টির সতর্কতার কথা জানানো হয়েছে। রাজ্যের উপকূলবর্তী এলাকাগুলির জন্য রয়েছে সতর্কতা। বাঁকুড়া, বীরভূম, মেদিনীপুর সহ গোটা দক্ষিণবঙ্গেই বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। আবার বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে তিলোত্তমাতেও। মহানগরীতে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টিপাত হতে পারে। ১১ আগস্ট পর্যন্ত পুরুলিয়া, পশ্চিম বর্ধমান, বীরভূম ও উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলায় ভারী বৃষ্টি হবে।

স্বাধীনতা দিবসের প্রাক্কালে দার্জিলিং ও পুরীর টিকিটের চাহিদা তুঙ্গে

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৯ আগস্ট ঃ ভ্রমণ পিপাসু বাঙালির বেড়াতে যাওয়ার সেরা পছন্দ রেলগাড়ি। রেলগাড়িতে ভ্রমণ করলে একদিকে যেমন আর্থিক সাশ্রয় হয় তেমনি যাত্রাও হয় উপভোগ্য। যেকোনো রকম ছুটির মরসুম এলেই বাঙালীর বেড়াতে যাওয়ার সেরা পছন্দের স্থান দার্জিলিং এবং পুরী। পুরী এমন এক পর্যটন স্থল যেখানে একদিকে যেমন সমুদ্রের গর্জন উপভোগ করা যায় তেমনই জগন্নাথ মন্দির দর্শন করা যায় অপরদিকে দার্জিলিংয়ে হিমালয়ের সৌন্দর্য অবলোকন করা যায়। তাই কোন ছুটির মরসুম এলেই দার্জিলিং ও পুরীগামী অসম্ভব ভীড় চোখে পড়ে। কিছুদিনের মধ্যেই সামনেই আসছে ১৫ ই আগস্ট এক দিন অতিরিক্ত ১৬ ই আগস্ট ছুটি নিলে সপ্তাহে শেষে চার দিন ছুটি পেয়ে যাচ্ছে, সেই সুযোগ বাঙালিরা ছাড়ে না। তারই প্রতিফলন দেখা যাচ্ছে ট্রেন গুলির অপেক্ষমান তালিকা দেখে। ১২৩৪৩ শিয়ালদহ-নিউ জলপাইগুড়ি দার্জিলিং মেল ১৪.০৮.২০২৪ তারিখে স্লিপার ক্লাসে ১০০ কাছাকাছি ওয়েটিং লিস্ট রয়েছে। তেমনিভাবে ১২৩৭৭ পদাতিক এক্সপ্রেসে ১৪.০৮.২০২৪ তারিখে স্লিপার ক্লাসে ওয়েটিং লিস্ট প্রায় ১০০ রয়েছে। ২২২০১ শিয়ালদহ-পুরী দূরন্ত এক্সপ্রেসে ১৪.০৮.২০২৪ তারিখে স্লিপার ক্লাস ও ৩ টায়ার এসি ক্লাসে ওয়েটিং লিস্ট ১০০ অধিক রয়েছে। এখনো কিছু সিট উপলব্ধ আছে যে সমস্ত যাত্রীরা বর্ষণ মুখর প্রকৃতিকে উপভোগ করতে করতে হিমালয়ের কোলে যেতে চান তারা সত্বর টিকিট বুক করুন। পূর্ব রেলের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক, শ্রী কৌশিক মিত্র বলেন, যারা এই ছুটির দিনগুলিতে ট্রেনে চড়ে ভ্রমণ করতে ইচ্ছুক, তাঁরা যেন সঠিক সময়ে টিকিট বুক করে নির্ঝঞ্ঝাট ভ্রমণ উপভোগ করেন।

হাওড়ায় সিইএসসি অফিস ঘেরাও করলো বিজেপি

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৯ আগস্ট ঃ বিদ্যুতের বেলাগাম মাশুল বৃদ্ধি, লো-ভোল্টেজ, লোডশেডিং ও নিম্নমানের পরিষেবার প্রতিবাদে হাওড়ায় সিইএসসি অফিস ঘেরাও করলো বিজেপি। শুক্রবার বিকেল সাড়ে ৩টে নাগাদ হাওড়া সদর বিজেপির তরফ থেকে ওই কর্মসূচি নেওয়া হয়। এদিনের কর্মসূচির নেতৃত্ব দেন বিজেপি নেতা সজল ঘোষ। বিজেপি নেতা সজল ঘোষ বলেন, বিদ্যুতের বিল প্রায় তিনগুণ বেড়েছে। এই লড়াই শুধু বিজেপির নয়, তৃণমূলের নয়, পুলিশের বিরুদ্ধেও নয়। এই লড়াই আমাদের আপনাদের সকলের লড়াই। চুরি যাওয়া বিদ্যুতের বিল আমরা কেন দেবো। সারা ভারতের বিদ্যুতের দাম এখানকার মতো এত বেশি নয়। আরজিকরে ছাত্রীর মৃত্যু প্রসঙ্গে এদিন সজল ঘোষ বলেন, এই মৃত্যু অত্যন্ত লজ্জার, ঘৃণ্য। পুলিশ এই সত্য চেপে যাওয়ার চেষ্টা করছে। আমরা এই ঘটনার সিবিআই তদন্ত চাইছি। এই সরকারের পুলিশ দিয়ে তদন্ত হবে না। এই কলেজের প্রিন্সিপাল দুর্নীতিগ্রস্ত। তাঁর জন্যই আরজিকর হাসপাতালের এই অবস্থা।

রাস্তা সংস্কারের দাবিতে লিলুয়ার মীরপাড়ায় রাস্তা অবরোধ

দুরন্ত বার্তা, লিলুয়া, ৯ আগস্ট ঃ জমা জলের প্রতিবাদে এবং রাস্তা সংস্কারের দাবিতে লিলুয়ার মীরপাড়ায় রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভ। শুক্রবার সকালে অবরোধ করেন এলাকার মানুষ। এদিন সকাল থেকে শুরু হয় অবরোধ। দীর্ঘক্ষণ ধরে চলে ওই অবরোধ। এলাকাবাসীদের দাবি জল জমার সমস্যা এবং রাস্তার সংস্কার করতে হবে। তাঁদের আরও দাবি যে প্রতিনিধিদের তাঁরা ভোট দিয়ে নির্বাচিত করেছেন তাঁদেরকে এখানে এসে পরিস্থিতি সরেজমিন করতে হবে। স্থানীয় বাসিন্দা নীতু সিং জানান, বাচ্চারা স্কুলে যেতে পারছে না। জলের জন্য যাতায়াত করা যাচ্ছে না। প্রচন্ড সমস্যা হচ্ছে। সেই কারণে বিক্ষোভ দেখানো হয়েছে। এর জন্য হুমকি দেওয়া হচ্ছে। বলা হচ্ছে রাস্তা থেকে সরে যেতে। না হলে দু মিনিটে সরিয়ে দেওয়া হবে। এদিন বিদ্যুৎ সরবরাহকারী সংস্থার টেকনিশিয়ান ইন্দ্রজিৎ চট্টোপাধ্যায় বলেন, মিটারের সমস্যার জন্য কাজ করতে এসেছি। কিন্তু রাস্তায় এমনই জল জমে রয়েছে। সেই কারণে ভিতরে যাওয়া যাচ্ছে না। কাজও করা যাচ্ছে না।

জলে ডুবে মৃত্যু পড়ুয়ার

বনশ্পতি দে, কোন্নগর, হুগলি, ৯ আগস্ট ঃ পরীক্ষা দিয়ে ফিরে পুকুরে নেমেছিল স্নান করতে। সেই স্নান করতে নামাই কাল হল। জলে ডুবে মৃত্যু হল দুই স্কুল পড়ুয়ার। কোন্নগরের কানাইপুরের ঘটনা। মৃতরা সায়ন নাথ ও উজান ঘোষ কোন্নগর নবগ্রাম বিদ্যাপীঠের সপ্তম শ্রেণির ছাত্র। শুক্রবার ছিল তাদের ইতিহাস পরীক্ষা। পরীক্ষা দিয়ে বেরিয়ে কয়েকজন বন্ধু মিলে ঠিক করে পুকুরে স্নান করবে। স্নান করে বাড়ি ফিরবে তারা। এলাকার লোকজনের কথায়, সকলে মিলেই পুকুরে নেমেছিল। কিন্তু বাকিরা স্নান সেরে পুকুর থেকে উঠলেও সায়ন ও উজান ওঠেনি। এরপরই হইহই পড়ে যায়। জানা যায়, দু'জন তলিয়ে গিয়েছে। এরপরই তাদের সঙ্গে থাকা পড়ুয়ারাই স্থানীয় বাসিন্দাদের খবর দেয়। পরে দুই ছাত্রকে উদ্ধার করে কানাইপুর স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানেই চিকিৎসক তাদের মৃত বলে ঘোষণা করেন। জানা গিয়েছে, কোমরে থার্মোকল বেঁধে পুকুরে স্নান করছিল ছাত্ররা। স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা সোমা চৌধুরী জানান, এদিন পরীক্ষা শেষ হওয়ার পর ওরা পুকুরে স্নান করতে নামে। স্কুল থেকে কিছুটা দূরে ওই পুকুর। দুপুর তখন পৌনে একটা হবে। স্কুলে খবর যায়, দুই ছাত্র ডুবে গিয়েছে। ছুটে গিয়ে দেখেন স্থানীয় লোকজন উদ্ধারকাজে নেমেছেন। তল্লাশি শুরু মিনিট পাঁচেকের মধ্যে একজনকে উদ্ধার করা হয়। তবে দ্বিতীয়জনকে উদ্ধার করতে কিছুটা সময় লাগে। কান্নায় ভেঙে পড়েছে পরিবার। কাঁদছেন মা।

মৎস্যজীবি ও চাষিদের সুসংহত মাছ চাষের প্রশিক্ষনে দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষে প্রশিক্ষন শিবির

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়,জয়নগর, ৯ আগস্ট ঃ সুন্দরবনের মানুষ কৃষি ও মাছ চাষের উপর নির্ভরশীল।আর সুন্দরবনের গ্রামীণ যুবক যুবতী,মৎস্যজীবি ও চাষিদের প্রশিক্ষনের মাধ্যমে দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সুসংহত মস্য চাষের ওপর ৫ দিনের প্রশিক্ষন শিবির হয়ে গেল নিমপীঠ রামকৃষ্ণ আশ্রমের কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্রে।এই শিবিরটি শুরু হয়ে ছিলো ৫ ই আগস্ট সোমবার আর শেষ হলো ৯ই আগস্ট শুক্রবার। এই প্রশিক্ষণ শিবিরের মূল উদ্দেশ্য হলো সুন্দরবনের যুবক যুবতী,মৎস্যজীবি ও চাষিদের দক্ষতা বৃদ্ধি। এই প্রশিক্ষণ শিবিরে দক্ষিণ ২৪ পরগণার সুন্দরবনের বিভিন্ন ব্লক থেকে ৩০ জন উসাহী যুবক যুবতী, মৎস্যজীবি ও চাষিরা অংশ নিয়েছিলেন।এর মধ্যে ১৫ জন পুরুষ ও ১৫ জন মহিলা ছিলো এই শিবিরে। মথুরাপুর ১,২,জয়নগর ১,২, কুলতলি, মন্দিরবাজার সহ একাধিক ব্লক থেকে প্রশিক্ষনে অংশ নিয়েছেন তাঁরা। বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষনের পাশাপাশি হাতে কলমে ফিল্ডে নিয়ে গিয়ে তাদের প্রশিক্ষন দেওয়া হয়। এমন কি এই মৎস্যচাষে যাঁরা আগে প্রশিক্ষন নিয়ে আজ সফল ভাবে চাষ করছেন সেই সব মানুষ ও এই শিবিরের মাধ্যমে নবাগতদের সহায়তা করেন। হায়দ্রাবাদের এন এফ ডি বির আর্থিক সহায়তায় হায়দ্রাবাদের মেনেজ সংস্থার উদ্যোগে নিমপীঠ শ্রী রামকৃষ্ণ আশ্রমের কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্রের ব্যবস্থাপনায় নিমপীঠ রামকৃষ্ণ আশ্রম কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্রে ৫ দিনের এই প্রশিক্ষন শিবিরে বিভিন্ন দিনে উপস্থিত ছিলেন জয়নগর ১ নং ব্লকের এফ ই ও অশোক কুমার দাস, নরেন্দ্রপুর এস এস কে ভি কের ডঃ সৌগত ঘোষ,রাজ্য সরকারের কৃষি বিভাগের মৎস্য বিশেষজ্ঞ অতনু গোস্বামী,নিমপীঠ রামকৃষ্ণ আশ্রম কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্রের প্রধান সিনিয়র বিজ্ঞানী ডঃ চন্দন কুমার মন্ডল,নিমপীঠ কে বি কের বিষয়বস্তু বিশেষজ্ঞ ডঃ মানসী চক্রবর্তী, ডঃ ডি কে রায়, এস মাহাতো সহ আরো অনেকে। শুক্রবার শেষ দিনে প্রশিক্ষনরত যুবত যুবতী,মস্যজীবি ও চাষিদের নিয়ে মথুরাপুরের গিলারছাট গ্রামে গিয়ে হ্যাচারিতে হাতে কলমে মাছ চাষের উপর প্রশিক্ষন দেওয়া হয়। মাছ চাষের সমস্যা, রোগ প্রতিরোধের ব্যবস্থা সহ এই চাষের ওপর বিভিন্ন ধরনের আলোচনা করা হয়। এব্যাপারে ৫ দিনের এই প্রশিক্ষন শিবিরের প্রশিক্ষক নিমপীঠ রামকৃষ্ণ আশ্রমের কে বি কের বিষয় বস্তু বিশেষজ্ঞ ডঃ মানসী চক্রবর্তী বলেন,সুন্দরবনের উপযোগী সুসংহত মাছ চাষের ওপর এই প্রশিক্ষন শিবির টি হয়। এতে ৩০ জন জেনারেল ক্যাটাগরির মানুষ অংশ নেন।এই প্রশিক্ষন শিবিরের মূল উদ্দেশ্য ছিলো প্রশিক্ষনরতদের দক্ষতা বৃদ্ধি করা।

সাইবার প্রতারণা ও ভাড়াটিয়া সংক্রান্ত বিষয়ে নিউবারাকপুর থানার সচেতনতা মূলক প্রচারভিযান

দুরন্ত বার্তা, নিউ বারাকপুর, ৯ আগস্ট ঃ বাড়ছে সাইবার প্রতারণা অপরাধীদের দৌরাত্ম্য। সাধারণ মানুষের মধ্যে সাইবার ও ভাড়াটিয়া সংক্রান্ত বিষয়ে সচেতনতা বাড়াতে পথে নামল নিউবারাকপুর থানার পুলিশ। নিউ বারাকপুর থানার পুলিশ আধিকারিকরা সাজিরহাট মোড়ে, বিশরপাড়া কোদালিয়া স্টেশন সংলগ্ন চত্বরে চলে সচেতনতা মূলক প্রচারভিযান। ইদানিং কালে দেখা যাচ্ছে নব বারাকপুর শহরে বহু মানুষ বাইরে থেকে আসছেন। বিভিন্ন মানুষদের কোন রকম তথ্য যাচাই না করে অজান্তে ঘর ভাড়া দিচ্ছেন। যে সমস্ত বহিরাগতরা বিভিন্ন রকম অপরাধমূলক কাজকর্মের সঙ্গে জড়িত। যেমন পুরসভার ১০ নং ওয়ার্ডে একটি ভাড়া বাড়িতে দত্তপুকুর অঞ্চলের এক দুষ্কৃতী শিশু নির্যাতনের মামলায় বর্তমানে বিচারাধীন। ৪নং ওয়ার্ডে ভাড়া বাড়িতে কয়েকজনের সশস্ত্র ডাকাতদল বিভিন্ন জেলাতে ডাকাতি তোলাবাজি অপরাধের সঙ্গে যুক্ত ছিল , ১৮ নং ওয়ার্ডে পশ্চিম কোদালিয়া একটি ভাড়া বাড়িতে বহিরাগত যুবক যুবতী দের দেহ ব্যবসা চলত, ১৫ নং ওয়ার্ডে একটি বাড়িতে বসিরহাট অঞ্চলের এক দুষ্কৃতীর কাছ থেকে বেআইনি অস্ত্র বাজেযাপ্ত করা হয়। কিন্তু বহুবার প্রশাসনের পক্ষ থেকে বলা সত্ত্বেও সাধারণ মানুষ বাড়ি ভাড়া দিয়ে দিচ্ছেন ভাড়াটিয়াদের। তথ্য যাচাই করছেন না। স্থানীয় থানাতে ও তথ্য পেশ করছেন না। তাই মানুষের মধ্যে সচেতনতা বাড়াতে পুলিশের পক্ষ থেকে ভাড়াটিয়া সংক্রান্ত বিষয়ে একটি সচেতনতা মূলক প্রচারভিযান চালানো হয়। তৎসহ সাইবার অপরাধীদের বৃদ্ধির কারনে মানুষ কে সচেতন করতে বিশেষ মাইকিং এর ব্যবস্থা করা হয়েছে। পাশাপাশি অপরাধীদের গতিবিধি নজরদারির জন্য যুগবেড়িয়া বোর্ডঘর, সাজিরহাট মোড়ে সারপ্রাইজ নাকা চেকিং করা হয় এদিন। পুলিশ এর তরফ থেকে জানানো হয়েছে যে কোন ধরনের অপরাধ দমনের জন্য প্রশাসনের নজরদারির পাশাপাশি নাগরিক সচেতনতা বিশেষ ভাবে জরুরী। তাই পুলিশের এমন পদক্ষেপ গ্রহণ। আগামী দিনে ও এমন ধরনের পুলিশের সচেতনতা মূলক অভিযান চলতে থাকবে।

এই দিন কি আমরা চেয়েছিলাম, প্রশ্ন তসলিমা নাসরিনের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৯ আগস্ট ঃ বাংলাদেশের পরিস্থিতি নিয়ে সামাজিক মাধ্যমে ক্ষোভ উগরে দিলেন নির্বাসিত লেখিকা তসলিমা নাসরিন। শুক্রবার তিনি লিখেছেন, শেখ হাসিনার জমানা খারাপ ছিল। দুর্নীতি ছিল। বাক স্বাধীনতা ছিল না। গণতন্ত্র ছিল না। সরকার পতনের পর আমাদের আশা ছিল, নতুন দিনের সূচনা হবে। কিন্তু এই দিন কি আমরা চেয়েছিলাম? কেউ চেয়েছিল? এখন তো ''টেরর'' চলছে। এ তো ভাষায় বর্ণনা করা যায় না। আইন শৃঙ্খলা বাহিনী নেই। দেশ জুড়ে অশিক্ষিত জেন জি জিহাদিরা তাদের টেরর চালাচ্ছে। শুধু দেশের ইতিহাস ঐতিহ্য গুঁড়িয়ে দিচ্ছে না, পুড়িয়ে দিচ্ছে না, মানুষকে নির্বিচারে নির্যাতন করছে। আওয়ামী লীগ বা সরকারের সঙ্গে যারাই জড়িত ছিল, তারা নৃশংসভাবে খুন হয়ে যাচ্ছে। ব্যারিস্টার তারিন আফরোজের বাড়িতে ঢুকে সন্ত্রাসীরা তাঁকে নির্যাতন করে এসেছে। চারদিকে দোকানপাট ব্যবসা বাণিজ্য সব লুট হয়ে যাচ্ছে। কারও কোনও প্রতিবাদ করার অধিকার নেই। পাল পাল অশিক্ষিত বর্বর সন্ত্রাসি দেশটাকে তাদের হাতের মুঠোয় নিয়ে নিয়েছে। সাধারণ মানুষ ভয়ে তটস্থ। ওদিকে ঘটা করে মসনদে বসার পাঁয়তারা করছেন কিছু ভদ্রলোক। তাঁরা হয়তো খবরও রাখেন না দেশে টেরর চলছে। হয়তো এতে তাঁদের কিছু যায় আসে না, কারণ তাঁরা তো আর্মি বেষ্টিত আছেন, নিরাপদে আছেন। হয়তো কোনও দিন আইন শৃঙ্খলা বাহিনী ফিরবে। কিন্তু উন্মত্ত উচ্ছৃঙ্খল এই ' জি' জিহাদিদের হাত থেকে দেশ কী করে বাঁচবে? এরাই তো আসল সরকার এখন। যে ভদ্রলোকেরা নতুন সরকার গঠন করেছেন, তাঁরাই বা এদের হাত থেকে কী করে বাঁচবেন? গণআন্দোলন তো আরও দেখেছি। গণঅভ্যুত্থান আরও দেখেছি। সরকার তো আরও পড়েছে, এমন দেশ জুড়ে ভয়াবহ সন্ত্রাস তো শুরু হয়নি। এ তালেবানি রাজত্বের চেয়েও ভয়াবহ। যেভাবে তালেবানদের ভয়ে মানুষ উড়োজাহাজের পাখায় চড়ে, চাকায় চড়ে হলেও দেশ ছাড়তে চেয়েছিল, পারলে তেমন ভাবেই এই পোড়া দেশ মানুষ ছাড়ে। সেই মানুষরাই এই এপোক্যালিপ্টিক অন্ধকার থেকে পালাবে, যারা কিছুদিন আগে শেখ হাসিনার পতন চেয়েছিল, নতুন বেটার সরকারের আশায়, মানবাধিকারের আশায়, বাক স্বাধীনতার আশায়।

স্বাধীনতা দিবসের প্রাক্কালে দার্জিলিং ও পুরী যাওয়ার রেল টিকিটের চাহিদা তুঙ্গে

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৯ অগাস্ট ঃ ভ্রমণ পিপাসু বাঙালির বেড়াতে যাওয়ার সেরা পছন্দ রেলগাড়ি। রেলগাড়িতে ভ্রমণ করলে একদিকে যেমন আর্থিক সাশ্রয়.হয.তেমনি যাত্রাও হয.উপভোগ্য। যেকোনো রকম ছুটির মরসুম এলেই বাঙালীর বেড়াতে যাওয়ার সেরা পছ্ঃদের স্থান দার্জিলিং এবং পুরী। পুরী এমন এক পর্যটন স্থল যেখানে একদিকে যেমন সমুদ্রের গর্জন উপভোগ করা যায় তেমনই জগন্নাথ মঃদির দর্শন করা যায়। অপরদিকে দার্জিলিংয়ে হিমালয়ের সৌঃদর্য অবলোকন করা যায়।ভ্ড তাই কোন ছুটির মরসুম এলেই দার্জিলিং ও পুরীগামী অসম্ভব ভী। চোখে পড়ে। কিছুদিনের মধ্যেই সামনেই আসছে ১৫ ই আগস্ট এক দিন অতিরিক্ত ১৬ ই আগস্ট ছুটি নিলে সপ্তাহে শেষে চার দিন ছুটি পেযে.যাচ্ছে, সেই সুযোগ বাঙালিরা ছাড়ে না। তারই প্রতিফলন দেখা যাচ্ছে ট্রেন গুলির অপেক্ষমান তালিকা দেখে।ভ্ড১২৩৪৩ শিয়ালদহ - নিউ জলপাইগুড়ি দার্জিলিং মেল ১৪.০৮.২০২৪ তারিখে স্লিপার ক্লাসে ১০০ কাছাকাছি ওয়েটিং লিস্ট রয়েছে। তেমনিভাবে ১২৩৭৭ পদাতিক এক্সপ্রেসে ১৪.০৮.২০২৪ তারিখে স্লিপার ক্লাসে ওয়েটিং লিস্ট প্রায় ১০০ রয়েছে। ২২২০১ শিয়ালদহ - পুরী দূরন্ত এক্সপ্রেসে ১৪.০৮.২০২৪ তারিখে স্লিপার ক্লাস ও ৩ টায়ার এসি ক্লাসে ওয়েটিং লিস্ট ১০০ অধিক রয়েছে। এখনো কিছু সিট উপলব্ধ আছে যে সমস্ত যাত্রীরা বর্ষণ মুখর প্রকৃতিকে উপভোগ করতে করতে হিমালযের কোলে যেতে চান তারা সত্বর টিকিট বুক করুন।ভ্ড্ড্পূর্ব রেলের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক, শ্রী কৌশিক মিত্র বলেন, যারা এই ছুটির দিনগুলিতে ট্রেনে চা ভ্রমণ করতে ইচ্ছুক, তাঁরা যেন সঠিক সময়ে টিকিট বুক করে

পাণ্ডুয়ায় বিশ্ব আদিবাসী দিবস উদযাপন অনুষ্ঠান

দুরন্ত বার্তা, শিয়াখালা, ৯ আগস্ট ঃ আজ রাজ্যের মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুপ্রেরণায় বিশ্ব আদিবাসী দিবস উদযাপনকে স্মরণ করে হুগলি জেলার পাণ্ডুয়ার কাকলি প্রেক্ষাগৃহে বিশ্ব আদিবাসী দিবস পালনের এক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হলো। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের কৃষি বিপণন ও পঞ্চায়েত দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী বেচারাম মান্না হুগলির জেলা শাসক মুক্তা আর্য,হুগলি জেলা পরিষদের সভাধিপতি রঞ্জন ধারা সহ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। জানা গেছে রাজ্য স্তরের মূল অনুষ্ঠানটি ঝাড়গ্রাম স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত হয়েছে, এছাড়াও জেলা স্তরে ২১ টি এবং ব্লক স্তরে কুড়িটি অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়েছে। তারই অঙ্গ হিসাবে হুগলির পাণ্ডুয়ার অনুষ্ঠানে রাজ্যের মন্ত্রী বেচারাম মান্না বলেন ২০১১ সালের পর থেকে মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আদিবাসীদের ছেলে মেয়েদের বিভিন্ন শিক্ষায় শিক্ষিত করে তাদের কল্যাণে বিভিন্ন প্রকল্প যেমন তৈরি করেছেন তেমনি আদিবাসী সমস্ত মানুষদের জন্য সার্বিক উন্নয়নের পরিকল্পনা তৈরি করে তা তাদের কাছে পৌঁছে দেয়ার ব্যবস্থা করেছেন। মন্ত্রী বলেন স্বাধীনতার পর থেকে আদিবাসীদের নিয়ে নেতারা ভোটের রাজনীতি করেছে। তাদের উন্নযনে তেমন পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়নি। মমতা ব্যানার্জি মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার পর আদিবাসীদের জন্য কাস্ট সার্টিফিকেট প্রদান বিভিন্ন ভাতা প্রদান ছাত্র-ছাত্রীদের পড়াশোনায় আর্থিক সহযোগিতা ছাড়াও বিভিন্ন পরিকল্পনা গ্রহণ করে আদিবাসী মানুষদের সার্বিক উন্নয়নে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন। তাই আজ আদিবাসী মানুষদের একমাত্র অনুপ্রেরণা হল রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মাননীয়া মমতা ব্যানার্জি। আজকের এই অনুষ্ঠানে আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষ সহ সর্বস্তরের মানুষ অংশগ্রহণ করেন।

মামার খুনের বদলা নিতে দুষ্কৃতী তাণ্ডবের ঘটনায় গ্রেফতার মূল অভিযুক্ত

দুরন্ত বার্তা, জয়নগর, ৮ আগস্ট ঃ এবার মামার খুনের বদলা নিতে আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে দুষ্কৃতী তাণ্ডবের ঘটনায় মূল অভিযুক্তকে গ্রেফতার করলো বারুইপুর পুলিশ জেলার নরেন্দ্রপুর থানার পুলিশ। ধৃত যুবকের নাম বিশ্বজি হালদার, অরফে কৃষ্ণা(৩৪)। ধৃতের কাছ থেকে উদ্ধার হয়েছে একটি আগ্নেয়াস্ত্র ও এক রাউন্ড কার্তুজ।ধৃতকে শুক্রবার নরেন্দ্রপুর থানা থেকে বারুইপুর মহকুমা আদালতে পেশ করা হয়। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, গত রবিবার গভীর রাতে সাত থেকে আট জন দুষ্কৃতী আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে কয়েকটি বাড়িতে ঢুকে ভাঙচুর চালায় বলে অভিযোগ।এমনকি বাড়ির মহিলাদের কেও হুমকি দেওয়া হয় বলে অভিযোগ।এছাড়াও বেশ কয়েকটি গাড়িও ভেঙে গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়। এরপর থেকেই গা ঢাকা দেয় বিশ্বজি সহ তাঁর দলবল। এই ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যায় নরেন্দ্রপুর থানার পুলিশ। সেখানে গিয়ে পুলিশ তদন্ত শুরু করে। কিন্তু এই ঘটনার পর থেকেই পলাতক হয়ে যায় ওই দুষ্কৃতীরা। তাদের খোঁজে বিভিন্ন জায়গায় তল্লাশি শুরু করে দেয় পুলিশ। অবশেষে আগেয়াস্ত্র নিয়ে দুষ্কৃতী তাণ্ডবের ঘটনার মূল অভিযুক্ত বিশ্বজিতকে গ্রেপ্তার করা হয়। নরেন্দ্রপুর থানার বোড়ালের সরলদিঘি এলাকা থেকে তাকে বৃহস্পতিবার গ্রেপ্তার করে পুলিশ। বাকি দুষ্কৃতীদের খোঁজ পেতে অভিযুক্তকে দশ দিনের পুলিশে হেফাজতের আবেদন জানানো হয় আদালতের কাছে বলে জানা যায়। পুলিশ সূত্রে। সম্প্রতি বেশ কয়েক বছর আগে বোড়াল মালিপাড়া এলাকায় গণেশ পুজোর রাতে বাড়ি ফেরার পথে পয়েন্ট ব্ল্যাংক রেঞ্জ থেকে মাথায় গুলি করে খুন করা হয়েছিল বাবুসোনা সরদার নামে এক ব্যক্তিকে। সেএলাকায় কুখ্যাত দুষ্কৃতী নামেই পরিচিত ছিল। এই ঘটনার কয়েক বছর পর বাবুসোনা সরদারের ভাগনে বিশ্বজিৎ তাঁর মামার খুনের বদলা নিতেই এ ধরনের দুষ্কৃতী তান্ডব চালায় বলে স্থানীয়দের অভিযোগ। তবে এই ঘটনায় সে কোনো ভাবেই যুক্ত নয় বলে বিশ্বজিত এদিন জানান, তাকে ফাঁসানো হয়েছে বলেও তিনি অভিযোগ করেন। তবে এখন দেখার কত দিনের মধ্যে বাকি দুষ্কৃতী দের গ্রেফতার করতে পারে পুলিশ?

ডেঙ্গু সচেতনতার রালি

দুরন্ত বার্তা,হুগলি,৯ অগাস্ট ঃ ইতিমধ্যেই রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় ডেঙ্গু থাবা বসিয়েছে। জ্বরেও আক্রান্ত হচ্ছেন অনেকেই, এদিকে ডেঙ্গুর পাদুর্ভাব রুখতে স্বাস্থ্য দপ্তরের তরফ থেকে ইতিমধ্যেই বিভিন্ন প্রতিরোধমূলক কর্মসূচি গ্রহণ করা হযেছে। বাড়ি বাড়ি স্বাস্থ্য কর্মীরা গিয়ে ডেঙ্গু প্রতিরোধে বিভিন্ন ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য মানুষকে বোঝাচ্ছেন। এদিকে সাধারণ মানুষকে সচেতন করতে আজ হরিপাল ব্লকের শ্রীপতিপুর ইলিপুর গ্রাম পঞ্চাযেতের উদ্যোগে এক সচেতনতামূলক রেলি অনুষ্ঠিত হয়। এই র‍্যালিতে উপস্থিত ছিলেন শ্রীপতিপুর ইলিপুর গ্রাম পঞ্চাযেতের প্রধান অর্চনা কোলে, উপপ্রধান সঞ্জয় ধাড়া, সমাজসেবী বিজয় ব্যানার্জি, গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য টুম্পা পাল।

ডোমজুড়ের আজাদ হিন্দ ফৌজ স্মৃতি কলেজে ছাত্র বিক্ষোভ

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ৯ আগস্ট ঃ হাওড়ার ডোমজুরে আজাদ হিন্দ ফৌজ স্মৃতি কলেজে এবার ছাত্র বিক্ষোভ। কলেজ পরিচালন সমিতির সভাপতি তুফান ঘোষকে কেন্দ্র করে প্রতিবাদ জানান ছাত্ররা। তাঁদের অভিযোগ, জগবল্লভপুরের বিধায়ক সীতানাথ ঘোষ ঘনিষ্ঠ তৃনমূল নেতা তুফান ঘোষকে কলেজের সভাপতি করা হয়েছে। তাঁদের অভিযোগ, দুর্নীতিগ্রস্ত ওই তৃণমূল নেতা বর্তমানে মাকড়দহ এক নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান। এছাড়াও মাকড়দহ বামাসুন্দরী স্কুলের পরিচালন সমিতিরও সভাপতি। তাই একধিক পদে থাকার পরেও কলেজ পরিচালন সমিতির সভাপতি করেছেন বিধায়ক। ওনাকে আমরা মানব না। শুক্রবার সকালে গোটা কলেজ চত্বর জুড়ে পোষ্টার পা। প্রসঙ্গত, বর্তমানে তুফান ঘোষ এলাকার বিধায়ক সীতানাথ ঘোষ অনুগামী হিসাবে পরিচিত। সব মিলিয়ে গোষ্ঠী কোন্দলে উত্তপ্ত ডোমজুড়ের আজাদ হিন্দ স্মৃতি মহাবিদ্যালয়। কলেজ ছাত্রী রুম্পি মাকাল বলেন, জিবি (গভর্নিং বডি)-র প্রেসিডেন্ট হিসেবে তুফান ঘোষকে মেনে নিচ্ছি না। পঞ্চাযেত ভোটে ১০ লক্ষ টাকার বিনিময়ে টিকিট অফার করেছিল। আমরা কোনভাবেই তাকে মেনে নেব না। এই ব্যাপারে তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে জানানো হয়েছে। আমাদের কলেজের মেয়েরা সুরক্ষিত নয়। এখানকার ছাত্রীদের কুনজরে দেখা হয়। থানায় তার নামে অভিযোগ আছে। ওই কলেজের জিএস (জেনারেল সেক্রেটারি) প্রিয়জিত পাল বলেন, তুফান ঘোষ এই কলেজের ছাত্র ছিলেন। জিবির সভাপতি হিসেবে আমরা তাঁকে মানছি না। তিনি কলেজের মেয়েদের সাথে অত্যন্ত খারাপ ব্যবহার করেন। ছেলেদের দমিয়ে রাখেন। কলেজে ভর্তির নামে অতিরিক্ত টাকা নেন। ওনাকে কলেজ থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। পঞ্চায়েত ভোটের টিকিটের জন্য ১০ লক্ষ টাকা অফার করেছিলেন। আমাদের এই নিয়ে লড়াই চলবে।

সুন্দরবনের বাসন্তীতে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল বিশ্ব আদিবাসী দিবস

দুরন্ত বার্তা, জয়নগর, ৮ আগস্ট ঃ সুন্দরবনের বাসন্তীতে শুক্রবার এক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে পালন করা হল বিশ্ব আদিবাসী দিবস। এ দিন প্রদীপ প্রজ্জোলনের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। বাসন্তী বিডিও অফিস সংলগ্ন মাঠে বিশ্ব আদিবাসী দিবস উদযাপন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জেলা পরিষদের সভাধিপতি নীলিমা মিস্ত্রি বিশাল, অতিরিক্ত জেলা শাসক (সাধারণ),বাসন্তীর বিধায়ক শ্যামল মন্ডল, জেলা প্রকল্প উন্নয়ন আধিকারিক,ক্যানিং মহকুমা শাসক প্রতীক সিং,বাসন্তী বিডিও সঞ্জীব সরকার, বাসন্তী পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি প্রিয়াঙ্কা মন্ডল, সমাজ সেবী মন্টু গাজী, রাজা গাজী, শিক্ষারত্ন প্রাপক শিক্ষক নিমাই মালি সহ অন্যান্য বিশিষ্টরা।এদিন অনুষ্ঠানে ভার্চুয়াল মাধ্যমে মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্য শোনানো হয়। এদিন এছাড়াও আদিবাসী নাচ, গান, আবৃত্তি পরিবেশিত হয়। এদিনের অনুষ্ঠান মঞ্চ থেকে আদিবাসী শিল্পীদের ধামসা, মাদল, ও শংসাপত্র প্রদান করা হয়। এদিনের এই অনুষ্ঠানে আদিবাসী সমাজের বিভিন্ন সংগঠনের প্রতিনিধি সহ কয়েক হাজার আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষজন অংশগ্রহণ করেছিলেন। মুখ্যমন্ত্রীর প্রচেষ্টায় এই ধরনের অনুষ্ঠানকে সাধুবাদ জানান স্থানীয় মানুষজন। অন্যদিকে বিশ্ব আদিবাসী দিবস উপলক্ষে হাওড়া জেলার অনুষ্ঠান পালিত হলো উলুবেড়িয়া রবীন্দ্রভবনে। শুক্রবার বিশ্ব আদিবাসী দিবস উপলক্ষে অনুষ্ঠিত হলো শংসাপত্র প্রদান, স্টুডেন্ট স্কলারশিপ,ধামসা মাদল প্রদান সহ নানান অনুষ্ঠান। উল্লেখ্য মূল অনুষ্ঠানটি অনুষ্ঠিত হয় ঝাড়গ্রামে, সেখানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এছাড়াও প্রতিটি জেলা ও ব্লকে অনুষ্ঠিত হয় বিশ্ব আদিবাসী দিবস উপলক্ষে একাধিক অনুষ্ঠান।

পূর্ব রেলের জনসংযোগ দপ্তরের উদ্যোগে খড়দহে জনসচেতনতা অভিযান

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৯ অগাস্ট ঃ পূর্ব রেলের জনসংযোগ দপ্তরের উদ্যোগে খড়দহে সঠিকভাবে রেলগেট পরিচালনার লক্ষ্যে একটি জনসচেতনতা মূলক অভিযান চালানো হয়। এই অভিযানে লিফলেট বিতরণ করা হয় এবং রেলগেট সংলগ্ন বসবাসকারী সাধারণ মানুষের সঙ্গে সরাসরি কথোপকথনের মাধ্যমে রেলগেট পরিচালনার ক্ষেত্রে পূর্ব রেলকে সাহায্য করার জন্য এই বার্তা পৌঁছানো হয় যে, রেলগেট বন্ধ করতে বাধা দিলে দুর্ঘটনার ঝুঁকি এবং ট্রেনগুলির বিলম্বের সম্ভাবনা উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়ে যায়। শুধু একটি ট্রেনই নয়, পরবর্তী ট্রেনগুলিও কিউমুলেটিভ হারে বিলম্বিত হয় অর্থাৎ একটি ট্রেনের বিলম্ব অন্যান্য ট্রেনগুলির সময়সূচীকে প্রভাবিত করে এবং বহু ট্রেন যাত্রীদের তাদের নির্দিষ্ট গন্তব্যে পৌঁছাতে বিলম্ব ঘটায়। এমনকি অনেক সময় জরুরি ভিত্তিতে হাসপাতালের উদ্দেশ্যে ট্রেনে যাত্রা করা রোগীরও এই বিলম্বের কারণে সমস্যা হতে পারে এবং ঘটনাচক্রে তিনি আপনারই কোন প্রিয়জন।ভ্ড সম্প্রতি ঘটে যাওয়া একটি দুর্ঘটনার প্রেক্ষিতে এই উদ্যোগটি বিশেষভাবে নেওয়া হয়েছে। সতর্কতাই দুর্ঘটনা এড়াতে সহায়ক তাই আপনাদের সকলের প্রতি অনুরোধ, রেলগেট বন্ধের সময় রেলকর্মীদের সহযোগিতা করুন এবং সঠিক নিয়ম অনুসরণ করে নিজেদের এবং ট্রেনযাত্রীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করুন। আপনাদের সকলের সহযোগিতা একান্ত কাম্য।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব

দুরন্ত বার্তা

২৯ বর্ষ, দৈনিক ২৫১ সংখ্যা, শনিবার , ২৫ শ্রাবণ, ১৪৩১

পরাধীন ভারতের বিজ্ঞানী

পরাধীন ভারতে আধুনিক বিজ্ঞানচর্চার অন্যতম শ্রেষ্ঠ রূপকার বিজ্ঞানী ' আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় ' ওরফে ফুলু'র জীবনধারণ ছিল খুব সাদামাটা ।সাধারণ মিলের ধুতি পরতেন প্রথম জীবনে,পরের দিকে খাদি। শীতকালে গরম কাপড় কিনে কোট তৈরি করতেন,এমন পরিমাণে কাপড় কিনতেন যাতে দুটো কোট হয়। একটি নিজে পরতেন অন্যটি বেয়ারাকে দিয়ে দিতেন।

তখনকার বাংলার শিক্ষা অধিকর্তা আলফ্রেড ক্রফটের কাছে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের মত মনীষাকে শুনতে হয়েছিল 'জীবনে বেঁচে থাকার অনেক রাস্তা খোলা আছে। কেউ তোমাকে শিক্ষকতার জগতে যাওয়ার দিব্যি দেয় নি'। আর সাহেব অধ্যাপকদের সমান বেতনের জন্য প্রেসিডেন্সি কলেজে জগদীশচন্দ্র বসুর লড়াই আজ ইতিহাসে জায়গা পেয়েছে। বলা বাহুল্য বাংলা তথা ভারতের গৌরব প্রফুল্লচন্দ্র রায় ও জগদীশচন্দ্র বসু দু'জনের কারো শিক্ষকতা জীবনে প্রবেশের লড়াই সুখকর ছিল না।১৮৮৯ সালে প্রফুল্লচন্দ্র প্রেসিডেন্সি কলেজে আড়াই-শো টাকায় চাকরি নিয়েছিলেন। ১৯১৬সাল পর্যন্ত তিনি সরকারি চাকরি করেছেন, শেষের দিকে তাঁর বেতন হয়েছিল মাসিক প্রায় এক হাজার টাকা। বিজ্ঞান কলেজে এক হাজার টাকার বেতনে চাকরিতে যোগ দিয়েছিলেন। সরকারি অবসর ভাতা পেতেন প্রতি মাসে চারশো ত্রিশ টাকা। বাইরে যখন পরীক্ষক হয়ে যেতেন যা অর্থ পেতেন প্রায় সবক্ষেত্রে কল্যাণমূলক কাজে সেই সব সব প্রতিষ্ঠানকে দিয়ে আসতেন। ১৯২০সালে প্রফুল্লচন্দ্র তাঁর শেয়ারের অর্থ দিয়ে একটি নতুন তহবিল গঠন করেছিলেন, এই অর্থ থেকে যে রোজগার হত সবটা বিধবা ও অনাথ শিশুদের জন্য খরচ করা হত। অত্যন্ত সাদামাটা আর সাধারণ জীবনধারণ ছিল, সাধারণ মিলের ধুতি পরতেন প্রথম জীবনে, পরের দিকে খাদি। শীতকালে গরম কাপড় কিনে কোট তৈরি করতেন, এমন পরিমানে কাপড় কিনতেন যাতে দুটো কোট হয়। একটি নিজে পরতেন, অন্যটি বেয়ারাকে দিয়ে দিতেন। একটু-আধটু ছিঁড়ে গেলে নিজে সেলাই করে নিয়ে পরতেন। একদম শতচ্ছিন্ন না হলে কোনও পোশাক ছাড়তে চাইতেন না। নিজের জামাকাপড় নিজেই পরিস্কার করতেন, জুতোজোড়াও নিজে সাফাই করতেন ।ছোটবেলা থেকে প্রায় নিত্যরোগী, স্বাভাবিক ভাবে খেতেন সহজ, সরল, সাধারণ খাবার। বলা বাহুল্য ছাত্রদের খাবার থেকে সব খরচ নিজে বহন করতেন। রান্না করার একজন ছিলেন, তাকে লুকিয়ে আগাম বেতন দিয়ে বাড়ি পাঠিয়েও দিতেন, তখন তিনি ও ছাত্ররা মিলে রান্না করতেন। আরও বলা যায় ছাত্ররা আর প্রফুল্লচন্দ্রের খাবারের মেনু সর্বদা থাকত একই। ১৯২৬থেকে দীর্ঘ নয় বছর প্রফুল্লচন্দ্রের সঙ্গে ছিলেন তাঁর ছাত্র নদীয়াবিহারী অধিকারী। তখন খরচের হিসেবপত্র রাখতেন তিনি। সব-মিলিয়ে প্রফুল্লচন্দ্রের সংসার চলত দু-শো টাকায় অবসর ভাতা থেকে ওই পরিমাণ টাকা তিনি সংসার খরচের জন্য দিতেন। কত মানুষ, কত প্রতিষ্ঠান কে তিনি সাহায্য করেছেন সেই হিসেব দিতে যাওয়া একপ্রকার অসাধ্য অনেকে অবগত,অনেকে হয়ত নয় ! সারা জীবন ধরে যা আয় করেছেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে দিয়ে যান।

রাজস্থানে ভূতুড়ে গ্রাম

রাজস্থানের কুলধারা গ্রামটা। ভূতের গ্রাম হিসেবে বিশ্ব বিখ্যাত। ১৮২৫ সাল থেকে এই গ্রাম পুরোপুরি পরিত্যাক্ত। কোনো এক রাতে সমস্ত গ্রামবাসীরা এই গ্রাম ছেড়ে অন্যত্র চলে যায়। তারপর থেকে অভিশপ্ত ভুতুড়ে গ্রাম হিসেবে এই গ্রামটি পর্যটকদের আকর্ষনের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠেছে। তবে সূর্যাস্তের পর এই তল্লাটে আর কাউকে ঢুকতে দেওয়া হয় না। কিন্তু প্রশ্ন হলো কেন এখানে সূর্যাস্তের পর কাউকে আসতে দেওয়া হয় না? রাতের অন্ধকারে কি রহস্য লুকিয়ে আছে এই গ্রামে? কৌতুহল বশত স্পেশাল পারমিশন বের মধ্যরাতে কুলধারা গ্রামে প্রবেশ। কুলধারা গ্রামটি পশ্চিম রাজস্থানের জয়সলমীর থেকে ১৫ কিলোমিটার পশ্চিমে অবস্থিত। গ্রামটা এখন ধ্বংসপ্রাপ্ত। এই গ্রামটা পলিওয়াল ব্রাহ্মণদের দ্বারা ১২৯১ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। সুলতানি যুগে পলিওয়ালরা ছিল রাজস্থানের খুব ধনী সম্প্রদায়। ব্যাবসায়িক দক্ষতা ছাড়াও পলিওয়ালরা কৃষিসংক্রান্ত জ্ঞানের জন্য সর্বজনবিদিত ছিল।
কিন্তু ১৮২৫ সালে কুলধারা এবং এর আশেপাশের আরও ৮৩ টি গ্রামের অধিবাসীরা এক রাতের ভিতরেই কোথায় যেন উধাও হয়ে যায়। স্রেফ উধাও। আজ পর্যন্ত এই গ্রামের উধাও হয়ে যাওয়া মানুষদের কারও কোন হদিশ খুঁজে পাওয়া যায়নি। লোকগাথা অনুযায়ী, এলাকার রাজপুত্র সেলিম/সালিম সিং, একবার গ্রাম পরিদর্শনে এসে গ্রামের সর্দারের মেয়ের প্রেমে পড়ে যান এবং বিয়ে করতে চান। যুবরাজ হুমকি দেয়, যদি তাঁর সাথে সর্দারের মেয়ের বিয়ে না দেওয়া হয়, তবে গ্রামের উপর প্রচুর কর ধার্য করা হবে। কিন্তু ভিন্ন জাতের হওয়ায় গ্রামবাসীরা কেউ এই বিয়েতে রাজি হয় না। সালিম সিংয়ের সাথে বিয়ে ঠেকাতে গ্রামের সর্দার এবং অন্য ৮৩ টা গ্রামের লোকসহ সবাই গ্রামত্যাগ করে অন্যত্র চলে যাবার সিদ্ধান্ত নেন। কিন্তু রহস্যটা হল, কেউই এতগুলো মানুষকে বাড়ি ঘর ছেড়ে চলে যেতে দেখেনি বা কোথায় তারা গিয়েছে কেউই জানে না। তারা স্রেফ হাওয়া । প্রতি বছর ললক্ষাধিক মানুষ এখানে ঘুরতে আসে। জয়শলমির থেকে মাত্র ১৫ কিমি দুরে অবস্থিত এই গ্রামে পৌছানোর জন্য রাস্তাঘাট, যানবাহনের উন্নতি হয়েছে। কুলধরা গ্রাম ভারতের সর্বসেরা ভুতুড়ে একটা গ্রাম। আসলে স্থানীয় লোকেরা বিশ্বাস করে যে মুসলিমা এই গ্রামেতে রাতারাতি আক্রমণ করে নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছিল। যদিও তার কোনও প্রমাণ নেই. তবুও রাজস্থানের উপরে একটি আক্রোশ ছিল ভারতের নবাব এবং সম্রাটদের।

শ্রীশ্রী অনুকূল ঠাকুর

শক্তি দম্ভ দেখালে হবে না। ধৈর্য ধরতে হবে। শক্তিতে দেশের কাজে ব্যবহার করতে হবে। শক্তিকে আপনার কাজে ব্যবহার করতে হবে। শক্তিকে যদি সঠিক পথে ব্যবহার না করা যায় তাহলে শক্তি ক্ষয় হতে বেশি সময় নেবে না। মন থেকে খারাপ চিন্তা দূর করো। সব সময়ে ভালো কথা ভাবো আর ভালোভাবে থাকার চেষ্টা করো। শরীরকে সুস্থ রাখার চেষ্টা করা উচিত। যদি কেউ তোমার প্রতি আগ্রহ প্রকাশ না করে তাহলে তার প্রতি কোনও রকম আগ্রহ দেখিও না। তাহলে বিপদে পড়তে হবে। বিপদ উপস্থিত হয়ে ধীর স্থির হয়ে থাকবে। দেখবে বিপদ দূর হয়ে গিয়েছে।

তারাপীঠের বামাক্ষ্যাপা

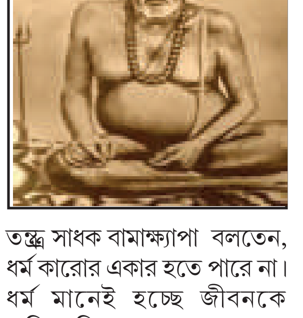

তন্ত্র সাধক বামাক্ষ্যাপা বলতেন, ধর্ম কারোর একার হতে পারে না। ধর্ম মানেই হচ্ছে জীবনকে পরিতালিত করা। সৎ পথে পরিচালিত করা। তন্ত্র সাধনা হচ্ছে মনেরএবং শারীরিক শক্তিকে জাগরিত করা। শারীরিক শক্তি জাগরিত করতে পারলে অসৎকে পরাস্ত করা সম্ভব হবে। মানব শক্তি হচ্ছে এই জগতের সবচেয়ে বড় শক্তি। এই শক্তিকে উন্নয়নের কাজে ব্যবহার করতে হবে। মানুষের বিপদের সময়ে গিয়ে পাশে দাঁড়াতে হবে। নিজের মনকে সম্পদশালী করতে হবে। পিছনে ফিরে তাকালে চলবে না। সব সময়ে সম্মুখের দিকে তাকিয়ে চলবে হবে। বিপদের সঙ্গে মোকাবিলা করতে হবে। তাদেরকে পরাস্ত করতে হবে। জয়ী হওয়ার বাসনা নিয়ে এগিয়ে যেতে হবে। মায়ের কাছ থেকে সেই শক্তি গ্রহণ করতে হবে। তন্ত্র সাধনা সেই পথ ধরে এগিয়ে চলতে থাকে। তন্ত্র সাধকেরা কোনও সময়ে লোকের ক্ষতি করে না। তারা মানব উন্নয়নের কথা চিন্তা করে থাকে। তারাপীঠের মা সকলের মঙ্গল চান। সেই কারণে তার মন্দিরের বহু ভক্তদের সমাগম হয়ে থাকে।

বারাণসীকে সদর দফতর করে ভারতীয় বিপ্লবীরা সারা দেশ জুড়ে ভারতীয় সেনাদের সঙ্গে নিয়ে সশস্ত্র অভ্যুত্থানের পরিকল্পনা রচিত করল

রবীন্দ্রকুমার শীল

(পূর্ব প্রকাশের পর)

রাসবিহারী বেনারসে এসে উপস্থিত হলেন। বসতিপূর্ণ জনবহুল এলাকা মিসির পোখরাতে বসবাস করতে শুরু করলেন রাসবিহারী। বাড়ির মালিক ছিলেন একজন সরকারী স্বাস্থ্য আধিকারিক যিনি ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের একজন সমর্থক।"At Benares Rash Behari gave a new momentum to the revolutionary forces and "practically took charge of the movememt" with Sachindra Nath Sanyal as his chief Lieutenant. The main plank of his operation was to organise an armed rising by the Bengal, Panjub and U.P. revolutionaries acting in unison with the British Indian army. Among the persons who used to frequent the Misir Pokhara residence of Rash Behari we came across Sachindra Nath Sanyal, Nalini Mohan Mykherjee, Narendra Nath Banerjee, Preo Nath Bhattacharya, Bibhuti Bhusan Halder, Ashutosh Roy, Manmatha Biswas etc." (Two Great Indian Revolutionaries -Rash Behar Bose & Jyotindra Nath Mukherjee by Uma Mukherjee. P-122-123)। রাসবিহারী যা চিন্তা করেছিলেন তাই ইউরোপে ঘটতে শুরু করলো। ১৮ জুন ১৯১৪ সালে যুগোশ্লাভের জাতীয়বাদীরা এবং 'সারবেরিয়ান ব্ল্যাক হ্যাণ্ড মিলিটারি সোসাইটি'র সদস্যরা অস্ট্রো-হ্যাঙ্গেরিয়ান প্রিন্স আর্চডিউক ফ্রাঞ্জ ফার্দিনান্দকে হত্যা করলো সারাজেভোতে। এর ফলে অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরি সারবিয়া আক্রমণ করলো ২৩ জুলাই। ১৯১৪ সালের নভেম্বর মাসে ইউরোপ দুটো ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়লো। এরা পরস্পরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে শুরু করে দিল। যার ফলে শুরু হয়ে গেল প্রথম বিশ্ব যুদ্ধ। এই যুদ্ধের সুযোগ গ্রহণ করে সম্রাজ্যবাদ বিরোধী শক্তিগুলি মাথা চাড়া দিয়ে উঠল। আমেরিকা এবং কানাডাতে 'গদর দল' মাথা চাড়া দিল। রাশিয়াতে 'বলশেভিক দল' শক্তিশালী হল। ব্রিটিশ সেনা বাহিনীতে ভারতীয় সেনাদের সংখ্যা ছিল এক মিলিয়ন। এদের মধ্যে ২৬ হাজার ভারতীয় সেনারা প্রাণ হারালো। এই সময়েই রাসবিহারী এবং যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় আলোচনায় বসলেন। সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন যে ভারতীয় জনগণ এবং ব্রিটিশ সেনা দলে ভারতীয় সেনাদের মধ্যে ভারতের স্বাধীনতা সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি করে তাদেরকে ব্রিটিশ শক্তির বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রামে অবতীর্ণ করাতে হবে। এর আগে একবার কলকাতার ফোর্ট উইলিয়ামে এক সেনা সঙ্গে কথা হয়েছিল। কিন্তু তাদের তরফ থেকে কোনও উত্তর

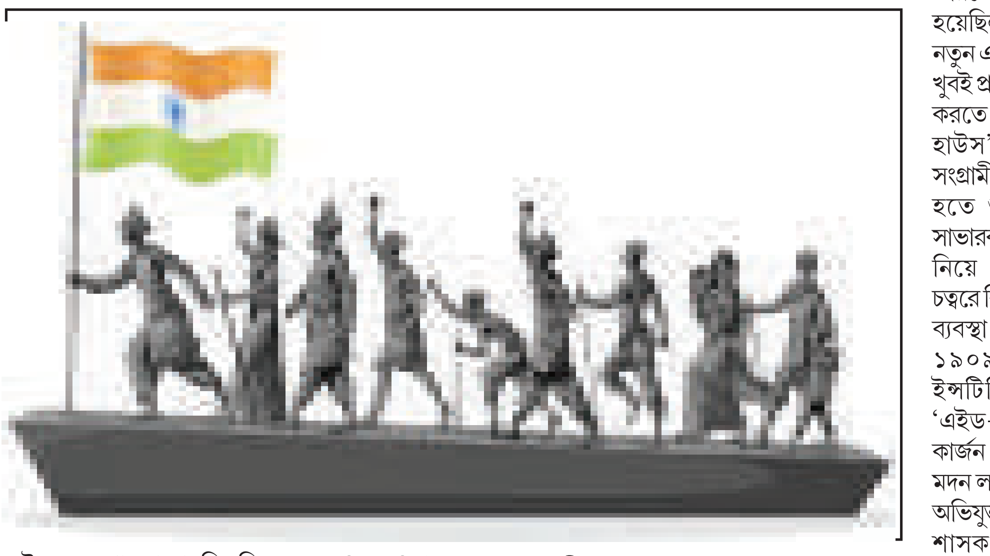

সেই সময়ে পাওয়া যায়নি। কিন্তু এখন পরিস্থিতি একেবারে ভিন্ন। বহু ভারতীয় সেনারা ঘরবাড়ি ত্যাগ করে বিদেশের মাটিতে যুদ্ধ ক্ষেত্রে মারা পড়ছে। তারা বাধ্য হচ্ছে বিদেশে মাটিতে গিয়ে যুদ্ধ করতে। সেখানে ভারতীয় সেনারা মারা গেলে তাদের উপযুক্ত পারলৌকিক কাজকর্ম হচ্ছে না। এই সময়ে ভারতীয় সেনাদের মধ্যে জাতীয় চেতনাকে বৃদ্ধি করতে পারলে তারা আর বিদেশে গিয়ে যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করতে রাজি থাকবে না। ভারতীয় সেনাদের বোঝাতে পারলে তারাই বন্দুক ঘুরিয়ে ব্রিটিশ শক্তির দিকে তাক করবে। ইউরোপের যুদ্ধের সময়টাকে ভারতের স্বাধীনতা অর্জনের কাজে লাগাতে হবে। তার জন্য দ্রুত প্রস্তুতি গ্রহণ চাই। ব্রিটিশরা ব্যস্ত থাকবে ইউরোপ নিয়ে। সেই ফাঁকে ভারতে শুরু হবে দ্বিতীয় সিপাহী বিদ্রোহ। এর সঙ্গে যুক্ত হবে ভারতের জনগণ। রাসবিহারী এবং যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় যখন ভারতে ব্রিটিশ শক্তির বিরুদ্ধে সামরিক অভ্যুত্থান করার পরিকল্পনা গ্রহণ করতে শুরু করে দিয়েছেন তার আগেই ইংল্যাণ্ডে ব্রিটিশ বিরোধী ভারতীয়রা একজোট হয়ে ভারতকে স্বাধীন রাষ্ট্রে পরিণত করার পরিকল্পনা রচিত করতে শুরু করে দিয়েছিল। শুধু ইংল্যাণ্ডেই নয়, প্যারিস এবং জার্মানির বার্লিনের ভারতীয় বিপ্লবীরা একত্র হয়ে সেখানে সমিতি গঠন করে। শ্যামজি কৃষ্ণ ভার্মা, এস. আর. রানা, মিসেস ভি. আর. কামা এবং ভি. ডি সাভারকর সবাই মিলে একটি বিপ্লবী কাজকর্ম শুরু করে ইউরোপে। কাথিয়াওয়ারের কৃষ্ণ ভার্মা প্রতিষ্ঠা করলেন একটি সমিতি'ইণ্ডিয়ান হোম রুল সোসাইটি'। তিনি এই প্রতিষ্ঠানে সভাপতি ছিলেন। এই সমিতি থেকে একটি পত্রিকা প্রকাশিত হতো নাম 'ইণ্ডিয়ান সোসিওলজিস্ট' সেখানে ভারতীয়দের সমস্যা এবং অভিযোগ নিয়ে বিস্তারিত নিবন্ধ প্রকাশিত হতো। ১৯০৫-০৬ সালে তিনি একটি ফেলোশিপ দেওয়া ব্যবস্থা করলেন এবং এই ফেলোশিপকে সমর্থন দিলেন প্যারিসের অবস্থানকারী ভারতীয় এস. আর. রানা যা সেই সময়ে ইউরোপের ছাত্রদের কাছে আকর্ষনীয় হিসাবে গণ্য হয়েছিল। কৃষ্ণ ভার্মা ' ইণ্ডিয়া হাউস' (১ জুলাই ১৯০৫) ভারতীয় ছাত্রদের বসবাস স্থান হিসাবে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। পরে দেখতে পাওয়া গেল এখানকার ছাত্ররা বিপ্লবী কাজকর্মে অংশ গ্রহণ করতে শুরু করেছে। এই ভবনে প্রতি রবিবার সভা হতো সেখানে বিপ্লবী আন্দোলন বিষয়ক আলোচনা হতো। এখানে এসে উপস্থিত হলেন শিবাজি ফেলোশিপ প্রাপক ভি ডি সাভারকর ১৯০৬ সালের জুলাই মাসে। তারপরে ব্রিটিশ সরকার কৃষ্ণ ভার্মাকে আইনী শাস্তির ভয় দেখালে তিনি বিলাত ত্যাগ করে প্যারিসে চলে যান ১৯০৭ সালে। তার ফলে ভিডি সাভারকর 'ইণ্ডিয়া হাউস'র দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তারপরে একটি শাখা প্রতিষ্ঠান তৈরি হল নাম 'অভিনব ভারত সোসাইটি'। সাম্রাজ্যবাদী শক্তির বিরুদ্ধে লড়াই করাই এই প্রতিষ্ঠানের মূল লক্ষ্য হয়ে উঠল। ১৯০৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসের বেশ কিছু সশস্ত্র সংগ্রামে বিশ্বাসী ভারতীয়রা বিলাতে উপস্থিত হয়েছিলেন তাঁরা হলেন অমরাওটির ডি এস খারপারডে, লালা লাজপত রায়, হরদয়াল এবং পাঞ্জাবের রামভুজ দত্ত এবং কলকাতার বিসি পাল। তাঁরা সেখানে উপস্থিত হলে 'ইণ্ডিয়া হাউস' সংগ্রামী স্থান হিসাবে চিহ্নিত হতে থাকলো। ১৯০৮ সালের ৮ নভেম্বর একটি আলোচনা বসল ইণ্ডিয়া হাউসে। আলোচনার বিষয় বস্তু হল 'আমরা কি সত্যিই নিরস্ত্র?'। সেখানে সাভারকর বক্তব্য রেখেছিলেন।,"In spite of the Arms Act there was plenty of war like material in India. He instanced the Native States and Native troops which, he said, wouls be sufficient to overpower and drive the British out of India. What was wanted was active work in the Native States and among the native troops, and it would be the duty of every Indian leaving the shores for India to work in that direction. The advance of bomb had terrified the British public " we must teach our people to hate the foreign oppresssor and success is sure.(Two Great Indian Revolutionaries -Rash Behar Bose & Jyotindra Nath Mukherjee by Uma Mukherjee. P-73)"। সাভারকর রচিত বই 'ইণ্ডিয়ান ওয়ার অব ইণ্ডিপেন্ডেন্স অব ১৮৫৭' সেই সময়ে লেখকের আসল নাম গোপন করে (লেখক ঃ একজন ইণ্ডিয়ান ন্যাশনালিস্ট) ১৯০৯ সালে বহু বই ভারতে পাঠানো হয়েছিল ভারতীয়দের পাঠ করানোর জন্য। ৯ মে, ১৯০৯ সালে বিলাতের ইণ্ডিয়া হাউস-এতে প্রথম সিপাহী বিদ্রোহ দিবস পালন করা হয়েছিল এবং ১০ মে, ১৯০৯ সালে সাভারকর একটি বক্তৃতা দেন সেখানে তিনি পরিস্কার করে বলে দিলেন যে ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরতে হবে। ১৮৫৭ সালে ভারতে যেমন সিপাহী বিদ্রোহ শুরু হয়েছিল ঠিক সেই রকম আবার নতুন একটি সামরিক বিদ্রোহ করার খুবই প্রয়োজন ভারতকে স্বাধীনতা করতে গেলে। বিলাতের ইণ্ডিয়ান হাউস' ক্রমশ ভারতের সশস্ত্র সংগ্রামীদের সদর দফতরে পরিণত হতে শুরু করলো। তারপরে সাভারকর বহু বাছাই করা সদস্যদের নিয়ে টোটেনহ্যাম কোর্ট রোড চত্বরে রিভালবার প্রশিক্ষণ দেওয়ার ব্যবস্থা করে দিলেন । ১ জুলাই ১৯০৯ সালে ইম্পিরিয়াল ইন্সটিটিউট ভারতীয় অফিসে 'এইড-দ্য-ক্যাম্প'তে ইউলিয়াম কার্জন উইলি হত্যার অভিযোগে মদন লাল ধিংরাকে ব্রিটিশ সরকার অভিযুক্ত করে। সেই সময়ে ইংরেজ শাসকদের এই রকম নোংরা আচরণের প্রতিবাদে সাভারকর একটি প্রচার পত্র প্রকাশ করে জনগণের মধ্যে বিতরণ করেন "I attempted to shed English blood internationally and of purpose, as an humble protest against the inhuman transportations and hanging of Indian youth.

" In this attempt I consulted none but my own consience; conspired with none by my own duty. " I believe that a nation unwillingly held down by foreign bayonate is in a perpitual state of war. Since open battle is rendered impossible. I attacked by surprise - since cannon could not be had I drew forth and fired a revolver.

"..The only lesson required in India is to learn how to die and the only way to teach it is by dying alone..."

"It is my favourite prayer, may I reborn of the same mother and may I redie in the same sacred cause, till my mission is done and she stands free for the good of humanity and to the glory of God." (Two Great Indian Revolutionaries -Rash Behar Bose & Jyotindra Nath Mukherjee by Uma Mukherjee. P-73-74)" ভারতের বিপ্লবী আন্দোলন ইংল্যাণ্ডের মাটিতে শুরু হওয়ার ফলে তার প্রভাব ভারতের ওপরে বেশি করে এসে পড়তে শুরু করে দিল। ইউরোপের অন্যান্য দেশের ভারতের বিপ্লবী আন্দোলনের রেখা দেখতে পাওয়া যায়। কিন্তু বিলাতে ভারতের যে বিপ্লবী আন্দেলনকে সমর্থন করে সেখানকার ভারতীয় উৎসাহিত হয়ে যে সব সভাসমিতি গড়তে শুরু করেছিল তা নিয়ে চিন্তিত ছিল ব্রিটিশ প্রশাসন। কারণ ভারত ছিল ইংল্যাণ্ডের একটি সেরা উপনিবেশ স্থল এবং গুরুত্বপূর্ণ ব্যবসায়িক স্থান। ইংল্যাণ্ডের সঙ্গে ভারতের যোগ খুবই নিবিড় ছিল। যার ফলে ইংল্যাণ্ডে ভারতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনকে সমর্থন করে যে সব সভাসমিতি হতে শুরু করে দিয়েছিল তার প্রভাব সরাসরি ভারতের ওপরে এসে পড়ে। বিপ্লবী সাভারকর আবার একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ করলেন। একজন মুম্বইবাসীর (বোম্বাই) হাত দিয়ে ভারতীয় বিপ্লবীদের জন্য কুড়িটি পিস্তল পাঠালেন। এই মুম্বইবাসীর নাম ছিল চতুর্ভুজ আমিন। তারা অস্ত্রগুলি কিনে ছিল এস.আর রানার মাধ্যমে প্যারিস থেকে। চতুর্ভুজ আমিন ইণ্ডিয়া হাউসের এখন পাচক ছিলেন। তিনি একটি বাক্সে কায়দা করে পিস্তলগুলি লুকিয়ে রেখে ভারতে জি.কে পটনকর এর নামে পাঠান। পটনকর ছিলেন নাসিক এর বিপ্লবী দলের সদস্য। ২১ ডিসেম্বর ১৯০৯ সালে নাসিকের বিপ্লবী দলের একজন সদস্য মারাঠা ব্রাহ্মণ অনন্ত লক্ষমন কানহার সেই পিস্তল দিয়ে নাসিকের জেলা ম্যাজিস্ট্রেট হত্যা করলেন বিজয়ানন্দ থিয়েটারে একটি বিদায়ী অনুষ্ঠানে। তার ফলে কানহার এবং তাঁর দুই সঙ্গী কারভে এবং দেশপাণ্ডে ফাঁসির দড়ির সমানে উপস্থিত হলেন। এটিও ভারতের বিপ্লবী আন্দোলনে উল্লেখযোগ্য শহিদ। বিলাতে ১৯১০ সালে ২১ ডিসেম্বর সাভারককে গ্রেফতার করা হল পলাতক অপরাধী আইনে। সেই সময় সাভারকরের দুই শিষ্য ভিভিএস আয়ার (ক্রমশ)

নয়া বাংলা গড়ার স্বপ্নে বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য

বিশেষ প্রতিবেদক

একটি ফিরে দেখা, কলকাতা র ময়দানে সেই বই মেলা -সময় তার নিজস্ব গতিতে বয়ে চলে। তার প্রবাহে মুছে যায় কত পুরোনো ছাপ। সময়ের পলিতে ঢাকা পড়ে যায় কত কিছু। তবু এমন কিছু অক্ষর থেকে যায় , সময়ের উত্তাল ঢেউ বা গতির নির্মমতাও তার কাছে পরাজিত হয়। একটি দুঃস্বপ্নের আবার সেই সঙ্গে এক পরম মমতা- ভালোবাসার রজত জয়ন্তী পূর্ণ হয়ে গেল বড় নীরবে। সময়ের ধারা আজও অনেকের মন থেকেই তা মুছে দিতে পারেনি।

পঁচিশ বছর আগের সেই দিন। ১৯৯৭ কলকাতাত্তবইমেলা। সেবার বইমেলার থিম ফ্রান্স। লুভ্যর মিউজিয়ামের অনুসরণে তৈরি হয়েছিল ফ্রান্সের মণ্ডপ। মেলার উদ্বোধন করতে এসেছিলেন ফ্রান্সের বিখ্যাত দার্শনিক জাঁক দেরিদা। শুভ উদ্বোধন হয়েছিল স্বাভাবিক ভাবেই। কিন্তু ভয়াবহ একটি মুহূর্ত জ্বলন্ত অগ্নিপিণ্ডের মতো আছড়ে পড়ল মুখর বইমেলার প্রাঙ্গণে। বইমেলার পঞ্চম অথবা ষষ্ঠ দিন। একটি খাবারের দোকানে অসাবধানতাবশত আগুন লাগল। দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়ল সে আগুন। মেলার মাঠের মধ্যে মজুত থাকা দমকল কাজ করলো না। দমকল অফিসে খবর গেলেও তা আসতে আসতে মেলার দুই-তৃতীয়াংশ পুড়ে ছাই। সর্বশান্ত হয়ে যাওয়া প্রকাশকরা বাক্যহারা, চোখে তাদের জল। সারা মাঠ ঘিরে ফেলেছে পুলিশ। ইতিমধ্যে এসেছে দমকলের কয়েকটি ইঞ্জিন। এ পর্যন্ত ছিল হাহাকার, হতাশার চিত্রনাট্য । কিন্তু এই আঁধারের গায়ে গায়ে তারার আলো ফোটা নোর জন্য পরম মমতার এক কাহিনী তৈরি হওয়া তখনও বাকি। তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতিবাবুকে মাঠ ভর্তি জল-কাদায় আসা থেকে নিরস্ত করে একাই এলেন তথ্য ত্ত সংস্কৃতিমন্ত্রী বুদ্ধদেবত্তভট্টাচার্য। এসেই তিনি গেলেন পাবলিশার্স গিল্ডের সভাপতি সবিতেন্দ্রনাথ রায়ের কাছে। সবিতেন্দ্রবাবুর লেখা থেকেই জানা যায় ,এরপর কী ঘটল ।বুদ্ধবাবু তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, 'এখন কী করবেন ,ভানুবাবু ?' সবিতেন্দ্রবাবু বললেন, 'দিন তিনেকের মধ্যে সাদামাটা করে যদি সব স্টল সাজিয়ে দেওয়া হয় তাহলে আবার মেলা চালু করা যেতে পারে।' বুদ্ধবাবু বললেন, ' কিন্তু বই পাবেন কোথায় ? বই তো সব পুড়ে গেছে।' সবিতেন্দ্রবাবু

বললেন, 'বেশিরভাগ বই থাকে দপ্তরী বাড়িতে। তিনদিন সময় পেলে সবাই কিছু কিছু বই বাঁধিয়ে নেবেন। স্টল ভাড়া না নিয়ে যদি আবার বিক্রির সুযোগ দেওয়া যায় তাহলে প্রকাশকরা কিছুটা ক্ষতি সামলাতে পারবেন।' সবিতেন্দ্র বাবুর লেখা থেকেই জানা যায়, সেখানে উপস্থিত ছিলেন আনন্দ পাবলিশার্স -এর প্রয়াত কর্মাধক্ষ্য বাদল বসু। তিনিও এই কথা সমর্থন করলেন। এরপর বুদ্ধবাবু তাঁদেরকে রাইটার্সে চলে আসতে বলেন। সরকারি নির্দেশ ও তত্ত্বাবধানে কাজ শুরু করেন ডেকোরেটরের লোকজন। বুদ্ধবাবু প্রতিদিন মেলার মাঠে এসে কাজের অগ্রগতি দেখতে শুরু করলেন। পোড়া পোড়া গন্ধ যাতে না পাওয়া যায় তার জন্য তিনি প্রচুর ফুলের টব দিতে বলেন।

তিনদিনের মধ্যে মাঠ সুন্দরভাবে প্রস্তুত হয়ে গেল। আবার স্টল সেই অর্থ দিয়ে সর্বশান্ত প্রকাশক ও বই বিক্রেতাদের জন্য একটি সাহায্য তহবিল খোলা হলো। বুদ্ধবাবুর উদ্যোগে সরকার এই সাহায্য তহবিলে অর্থ সাহায্য করল। ক্ষতিগ্রস্ত প্রকাশক ও বই বিক্রেতারা আনুপাতিক হারে সাহায্য পেলেন। বুদ্ধবাবু সেদিন এগিয়ে না এলে হতোদ্যম প্রকাশক ও বই বিক্রেতাদের কী যে হতো ,তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। প্রচারের উচ্চকিত চোখ ধাঁধাঁনো অসহ্য আলোয় নয়, ভালোবাসার অন্তরদীপনে সেদিন বুদ্ধবাবু ভস্মীভূত বইমেলাকে পুনর্জন্ম দান করেছিলেন। মুখ্যমন্ত্রী থাকাকালীন যিনি কোনোদিন বইমেলার উদ্বোধন করেননি, মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে অসাধারণ একটি বক্তৃতা করে . ছিলেন। কলকাতা বইমেলায় আজও সেই বক্তৃতার প্রতিটি শব্দ অন্তরে বাজে । শেষে রবীন্দ্রনাথকে কোট করে তিনি বলেছিলেন,

'ফুরায় যা , তা ফুরায় শুধু চোখে, অন্ধকারের পেরিয়ে দুয়ার যায় চলে আলোকে, পুরাতনের হৃদয় টুটে আপনি নূতন উঠবে ফুটে, জীবনে ফুল ফোটা হলে মরণে ফল ফলবে।'

আজ তিনি অন্তরালে । কিন্তু মুছে যায়নি সে ইতিহাস।

বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের সময়ে প্রায় দশটি এসএসসি পরীক্ষা হয়েছিল। কেন আমবাঙালির জীবনে এই পরীক্ষা গুরুত্বপূর্ণ? গ্রাম গ্রামান্তের প্রচুর সংসার এখনো স্বচ্ছল এই পরীক্ষাটির জন্য। আশি শতাংশ ছেলেমেয়েরা (বেশিরভাগ বাংলা মিডিয়ামের) আশায় বুক বেঁধে গ্রাজুয়েশন, পোস্ট গ্রাজুয়েশন করত এসএসসি 'পাবে' বলে। এখন তাকান কলেজ উনিভার্সিটির বিএড কলেজগুলির দিকে। জেনারেল আর্টস ও সায়েন্স কোর্স বহু আসন ফাঁকা। এই তো গতবছর খবরে দেখলাম প্রেসিডেন্সির কেমিস্ট্রির সিট ফাঁকা ফার্ষ্ট কাউন্সিলিং এর পর! পনের বছর আগে এটা কল্পনা করা যেত না। ফাঁকা থাকারই তো কথা। কেন পড়বে ছেলেমেয়েরা ? এসএসসি পরীক্ষাই তো বন্ধ। শেষ হয়েছিল ৯ বছর আগে!! পিএইচ ডির সিট যেহেতু অত্যন্ত কম এবং এসএসসি থমকে আছে বহু বছর তাই ছেলেমেয়েদের মধ্যে জেনেরাল কোর্সে পড়ার প্রবণতা হ্রাস পেয়েছে। আর ছেলেমেয়ে ভর্তি কম হওয়ার কারণে ইউজিসি নিয়মমতো ছাত্র-শিক্ষক এর 'অনুপাত' এর হিসেব অনুযায়ী এক ধাক্কায় কলেজে শিক্ষকদের আসন সংখ্যাও কমে গেল।

যাঁরা ডাক্তার-ইঞ্জিনিয়ার হবেন না, আইআইটি পড়বেন না, নেট দেবেন না, পিএইচডি করবেন না, সিএ হবেন না, বিজনেস করবেন না- সেই মধ্যবিত্ত/ নিম্ন-মধ্যবিত্ত 'শিক্ষিত' বাঙালিদের কাছে এসএসসি ছিল একমাত্র ভরসার জায়গা। বুদ্ধদেবের সবচেয়ে বড় অবদান ছিল এই সুস্থ শিক্ষাব্যবস্থা ও সুস্থ শিক্ষিত মধ্যবিত্ত যুবসমাজ গড়ে তোলা যারা স্বপ্ন দেখতে পারত বাংলা মিডিয়ামে পড়েও, শুধু ২০০/২৫০ টাকা দিয়ে ফর্ম তুলেই চাকরি পাওয়া যেতে পারে। শুধু লেনিন ট্রটস্কি নয়, লাতিন আমেরিকান সাহিত্য, মার্কেজ, কাফকা, রবীন্দ্রনাথ, বাংলা কবিতা-সাহিত্য ইত্যাদি নিয়ে তাঁর পান্ডিত্য ছিল অসামান্য এবং চর্চা ছিল নিরলস। সুনীল বেঁচে থাকা অবস্থায়, এখনো আবছা মনে পড়ে, বইমেলায় কৃত্তিবাসের অনুষ্ঠানে তিনি সবার মধ্যে উপস্থিত ছিলেন।

সম্পাদক সমীপেষু

গ্রাম বাংলার শিল্পী গোবর্ধন আশ

'প্রকৃতি থেকে নিজস্ব রুচি অনুযায়ী ছবির বিষয়বস্তু আহরণ করতে না শিখলে শিল্পীর ছবির দারিদ্র্য ঘুচবে না ও শিল্পীসুলভ মেজাজও তৈরী হবে না এবং স্বাধীনচেতা শিল্পী-চরিত্র গড়ে উঠবে না।' - শিল্পী গোবর্ধন আশ। ১৯০৭ সালে ৫ই আগস্ট পশ্চিমবঙ্গে হুগলী জেলার বেগমপুরের প্রখ্যাত আশ পরিবারে গৌরী দেবীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন শিল্পী গোবর্ধন আশ মহাশয়। মাত্র নয় বছর বয়স যখন, তখন শিল্পীর পিতা হরিচরণ আশ এই পৃথিবীর মায়া ত্যাগ করেন। ছোটোবেলা থেকে শিল্পীর শিল্পকলার প্রতি ঝোঁক লক্ষ্য করে নানা প্রতিকূলতার মধ্যেও গোবর্ধন আশ গর্ভমেন্ট আর্ট স্কুলে ভর্তি হলে, তাঁর পরিবার বরাবর সহযোগিতা করেছিল। শিল্পশিক্ষায় গুরু হিসাবে পেয়েছিলেন শ্রদ্ধেয় শিল্পী অতুল বসু মহাশয়কে, যার সাহচর্য্য শিল্পীকে অজেয় করেছিল। এনার কাছে শিল্পীর তেলরঙ শিক্ষা, প্রসঙ্গত জানাই সহকারী হিসাবে তৈলচিত্রে কিংবদন্তী শিল্পী অতুল বসুর সাথে কাজ করবার একমাত্র বিরল সুযোগ লাভ করেছিলেন গোবর্ধন আশ যা শিল্পীকে পরবর্তীকালে তেলরঙে দক্ষ প্রতিকৃতি শিল্পী হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে সাহায্য করেছিল। কালক্রমে তাঁর দক্ষতা এইরকম পর্যায়ে পৌঁছায় যে পৃথিবী বিখ্যাত শিল্পী টারনার, ভ্যান উইলিয়াম অরপেন, জেসাস রেনোল্ড, উইলিয়াম ড্যানিয়েল প্রমুখ শিল্পীর অঙ্কিত ছবির রেস্টোরেশন-রেনোভেশনের কাজে শিল্পীকে নিয়োজিত করা হয়েছিল। এইসব মাস্টার পেন্টারদের আঁকার বিভিন্ন ধারা ও পদ্ধতি অধ্যয়নের সম্যক জ্ঞান শিল্পীকে সমৃদ্ধ করেছিল এবং তাঁর চিত্ররচনায় তিনি উত্তমরূপে তা প্রয়োগও করেছিলেন। মাদ্রাজে শিল্পী ভাস্কর দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরীর কাছে শিল্পশিক্ষা শিল্পীর দর্শনকে উত্তরণ ঘটাতে সাহায্য করেছিল। পরবর্তীকালে বিখ্যাত শিল্পী যামিনী রায়ের সাহচর্য্য লাভ করেন তিনি, এবং তাঁর কাছেই দেশী রঙের প্রয়োগ শিখেছিলেন। শিল্পী জীবনে গোবর্ধন আশ যখনই সময় পেয়েছেন ছুটে গেছেন প্রকৃতির কাছে। অসংখ্য স্কেচ, জলরং -এ ছড়িয়ে আছে তার নিদর্শন। আর্ট স্কুলে পড়ার সময় ওখানের ছাত্রদের অঙ্কন সামগ্রী সরবরাহ করে তার লভ্যাংশ থেকে নিজের রংতুলির চাহিদা মিটিয়েছেন। পরবর্তীকালে সরাসরি অথবা ফটোগ্রাফ থেকে প্রতিকৃতি অঙ্কন এবং ছবি বিক্রি করে নিজের ও পরিবার প্রতিপালন করেছেন যা এখনো তরুণ শিল্পীদের 'চলার উপায়' হিসাবে পথপ্রদর্শকের ভূমিকা পালন করে চলেছে। ১৯৪২ এর দুর্ভিক্ষের সময় তাঁর চিত্রিত শিল্পকর্ম এখনো সেইসময়কার দলিল হিসাবে বিবেচিত হয়। পরবর্তীকালে ১৯৪৮ সালে সিঙ্গাপুরে অনুষ্ঠিত ভারতীয় চিত্রপ্রদর্শনী শিল্পী গোবর্ধন আশকে আন্তর্জাতিক খ্যাতি এনে দেয়, উল্লেখ্য সেই প্রদর্শনীতে অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, যামিনী রায় প্রমুখ শিল্পীদের ছবিও ছিল। এরপর তিনি প্রখ্যাত 'ক্যালকাটা গ্রুপ' এর সদস্য হিসাবে নির্বাচিত হন।
ইউরোপীয় রিয়ালিজমের হাত ধরে শিল্পী গোবর্ধন আশের ছবির জগত গড়ে উঠেছিল এবং প্রতিকৃতি শিল্পী হিসাবে তাঁর যথেষ্ট সুনাম ও অর্থ দুই হয়েছিল কিন্তু তিনি যদি সেইসময় থেমে যেতেন এবং নিজের শৈলীর রিপিটেশন করতেন তবে কালের গর্ভে হারিয়ে যেতেন সমসাময়িক অধিকাংশ এই ঘরানার শিল্পীদের মতন। কিন্তু সেটি না করে তিনি এই ধারাবাহিক প্রথার বিবর্তনের প্রয়োজনবোধ করেন এবং অবজেকটিভ রিয়ালিটি থেকে ধীরে ধীরে সাবজেকটিভ রিয়ালিটির দিয়ে অগ্রসর হলেন।

-কাজল চট্টোপাধ্যায়, কলকাতা।

ঝাড়গ্রামে টাইগার সাফারি চালুর ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রীর

দুরন্ত বার্তা, ঝাড়গ্রাম, ৯ আগস্ট ঃ জুড়ে গেল শিলিগুড়ি ও ঝাড়গ্রাম! 'টাইগার সাফারি'র মাধ্যমে। শিলিগুড়ির পর এবার জঙ্গলমহলেও টাইগার সাফারি। পর্যটক টানতে ঝাড়গ্রামে ৬৪ একর জমিতে টাইগার সাফারি হবে। ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রীর। এর জন্য খরচ হবে ১০ কোটি টাকা। ঝাড়গ্রাম চিড়িয়াখানার বিপরীতে হবে এই সাফারি। আজ আন্তর্জাতিক আদিবাসী দিবস। এই উপলক্ষ্যে এক বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল ঝাড়গ্রামে। সেখানেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এই ঘোষণা করেন। ঘোষণা করেন আরও কয়েকটি বিষয়। ঝাড়গ্রামে একটি শপিং মল তৈরির কথাও ঘোষণা করেন মুখ্যমন্ত্রী। স্বনির্ভর গোষ্ঠীর বিক্রিতে জোয়ার আনতে এই উদ্যোগ। খড়গপুর ঝাড়গ্রাম নিয়ে একটি ইন্ডাস্ট্রিয়াল করিডর তৈরির কথাও ঘোষণা করেন মমতা। মুখ্যমন্ত্রী এদিন এই অনুষ্ঠানে বলেন, 'ক্ষমতায় আসার পর আদিবাসী উন্নয়ন দফতর চালু করেছি। ২০১১-র তুলনায় এর বাজেট এখন সাত গুণ বৃদ্ধি হয়েছে। ট্রাইবাল অ্যাডভাইসরি কাউন্সিল গঠন করেছি। সারনা সারি ধর্মের স্বীকৃতির জন্য কেন্দ্রের কাছে আবেদন জানানো হয়েছে। রাজারহাটে আদিবাসী ভবন তৈরি হয়েছে। আগামী দিনে ঝাড়গ্রাম কালিম্পংয়েও আদিবাসী ভবন তৈরি হবে।' এই অনুষ্ঠানমঞ্চ থেকেই ঝাড়গ্রাম জেলার জন্য ১৫০ কোটি টাকার প্রকল্পের উদ্বোধন করেন মুখ্যমন্ত্রী। শিলান্যাস করেন একগুচ্ছ প্রকল্পের। এদিন মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে ছিলেন মন্ত্রী বীরবাহা হাঁসদা, স্বরাষ্ট্রসচিব নন্দিনী চক্রবর্তী-সহ প্রশাসনের আধিকারিকেরা। প্রতিবছর ৯ আগস্ট আন্তর্জাতিক আদিবাসী দিবস পালন করা হয়। এটি একটি আন্তর্জাতিক দিবস। রাষ্ট্রসংঘ ১৯৯৪ সাল থেকে বিশ্বব্যাপী পালন করে আসছে দিনটি। দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলির মধ্যে আদিবাসীর সংখ্যা কম নয়। এই নিয়ে তর্ক-বিতর্কও কম নেই। তবে, দিনটি প্রতিটি দেশের প্রতিটি রাজ্যের তরফেই যথোচিত মর্যাদায় পালিত হয়।

BIDHANNAGAR MUNICIPAL CORPORATION
POURA BHABAN, BIDHANNAGAR

NIT No. 238/PWD/ROAD/BMC(2nd Call), Dated- 09/08/2024. e-Tender has been invited for Construction of toilet block newly at borough IV behind ATM counter within obligatory open spaces under BMC. For details, please follow **[Tender Id 2024_MAD_731434_1] in www.wbtenders.gov.in,** Office Notice Board . **Last date of Bid submission- 17/08/2024 up to 3.00 p.m.**

Sd/-
Executive Engineer
Bidhannagar Municipal Corporation

বজ্রাঘাতে মৃত ব্যক্তি

দুরন্ত বার্তা, কাঁকসা, ৯ আগস্ট ঃ বজ্রাঘাতে মৃত্যু হলো এক ব্যক্তির, ঘটনাটি ঘটেছে কাঁকসার ধোবারু গ্রামে। মৃত ব্যক্তির নাম হারাধন রায়। বয়স আনুমানিক ৫০ বছর । দেহ ময়নাতদন্তের জন্য মহকুমা হাসপাতালের মর্গে পাঠায় পুলিশ। পরিবারের সদস্যরা জানিয়েছেন হারাধনবাবু মাঠে চাষ করতে গিয়েছিলেন। মাঠে ট্রাক্টরে চাষের কাজ চলাকালীন তিনি মাঠের আলে বসে ছিলেন। সেই সময় বজ্র বিদ্যুৎ সহ বৃষ্টিপাত শুরু হয়।তখনই তাকে মাঠের আলে পরে যেতে দেখে সকলে তাকে উদ্ধার করে পানাগড় ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে নিয়ে গেলে হাসপাতালের চিকিৎসকরা তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন।

ভারত ছাড়ো আন্দোলনের দিনেই অন্যান্য দল ছেড়ে কংগ্রেসে যোগদানের হিড়িক জলপাইগুড়িতে

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ৯ আগস্ট ঃ ৯ আগস্ট দিনটি সমগ্র দেশে ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের অন্যতম মাইল স্টোন বলে উল্লেখিত রয়েছে স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে, ১৪ জুলাই ১৯৪২ বর্তমান মুম্বাইতে কংগ্রেস দলের অধিবেশনে মহত্মা গান্ধীকে গন অহিংস আন্দোলনের স্বাধীনতা প্রদান করে, সেই সময় কংগ্রেস নেতা তথা তৎকালীন বম্বের মেয়র ইউসুপ মেহেরালি 'ভারত ছাড়ো' স্লোগানটি তৈরী করেন। আজ শুক্রবার ৯ আগস্ট সেই ঐতিহাসিক ভারত ছাড়ো আন্দোলনের বার্ষিকী উপলক্ষ্যে জলপাইগুড়ি জেলা কংগ্রেস সভাপতি পিনাকী সেনগুপ্তের নেতৃত্বে শ্রদ্ধার সঙ্গে পালন করা হয়, এই বিশেষ দিনে গান্ধী মূর্তিতে মাল্য দান করে শ্রদ্ধা জানান জেলা সভাপতি সহ অন্যান্য কংগ্রেস কর্মীরা। অপরদিকে এই বিশেষ দিনেই ময়নাগুড়ি বিধানসভা এলাকার দীর্ঘ সময়ের রাজনৈতিক সংগঠক একদা বিজেপি এবং কামতাপুর দলের সঙ্গে যুক্ত থাকা অধির চন্দ্র বর্মন ও তার অনুগামীরা জাতীয় কংগ্রেস দলের পতাকা তুলে নেন। এই প্রসঙ্গে জেলা কংগ্রেস সভাপতি পিনাকী সেনগুপ্ত বলেন, একদিকে আজ একটি ঐতিহাসিক দিন, ভারত ছাড়ো আন্দোলনের, এর পাশাপাশি জাতীয় কংগ্রেস দলের কর্মকান্ড দেখে আজকের এই বিশেষ দিনেই ময়নাগুড়ি অঞ্চলের দক্ষ রাজনৈতিক সংগঠক অধীর চন্দ্র বর্মন কংগ্রেস দলে যোগদান করলেন অনুগামীদের দের সঙ্গে নিয়ে। অপরদিকে কংগ্রেস দলে যোগদান প্রসঙ্গে অধীরবাবু জানান, জাতীয় কংগ্রেস দলের যুব নীতি, বেকার সমস্যা নিরসনের দাবিতে আন্দোলনের প্রতি আকৃষ্ট হয়েই আজ কংগ্রেস দলে যোগদান করেছি।

BIDHANNAGAR MUNICIPAL CORPORATION
POURA BHAVAN, BIDHANNAGAR

An e-Quotation for "**Supply, installation of CC-TV at Ward-37" is being invited by EE,(E&M)Deptt. BMC vide NIQ No.131/PHE(E&M) /BMC**" Dated: 09-08-2024 & **Tender ID: 2024_MAD_731409_1** details are available with office of Executive Engineer PHE(E&M) Bidhannagar Municipal Corporation **Corrigendum, if any will be published in office website & Notice Board only**. Please visit: https: //**wbtenders.gov.in**
Last date of Bid submission: **24-08-2024**

Sd/-
Executive Engineer (E&M)
Bidhannagar Municipal Corporation

SHRIRAM Finance

শ্রীরাম ফাইন্যান্স লিমিটেড
(পূর্বে শ্রীরাম ট্রান্সপোর্ট ফাইন্যান্স কোম্পানি লিমিটেড নামে পরিচিত)

পাবলিক নোটিশ

এটি আমাদের গ্রাহকদের এবং বৃহত্তর জনসাধারণকে অবহিত করার জন্য যে আমাদের দার্জিলিং-I শাখাটি নিচতলায় অবস্থিত, হোটেল সাই প্রশান্তি, ওয়ার্ড নং ৯, স্বামী প্রভুদানন্দ রোড, পোস্ট এবং থানা দার্জিলিং, দার্জিলিং, পশ্চিমবঙ্গ-৭৩৪১০১ থেকে ১৯ই নভেম্বর, ২০২৪ প্রথম তলা, খতিয়ান নং ১৪৯, মেরি ভিলা, মৌজা হিল, কার্ট রোড, দার্জিলিং, পশ্চিমবঙ্গ-৭৩৪১০১-এ স্থানান্তরিত হবে।
গ্রাহকদের তাদের প্রয়োজনের জন্য নতুন অফিস প্রাঙ্গনে যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

আঞ্চলিক ব্যবসা প্রধান

কবিরদাস ইনভেস্টমেন্টস লিমিটেড
CIN : L65993WB1974PLC157598
রেজি অফিসঃ আজিমগঞ্জ হাউস, ৭, ক্যামাক স্ট্রিট, ইউনিট নং ৩বি, ৫ম তলা, কলকাতা- ৭০০ ০১৭,
ফোন নম্বরঃ (০৩৩) ২২৮২-৫৫১৩, ই-মেইলঃ kilgroup2010@gmail.com, ওয়েবসাইটঃ www.kabirdasinvestmentslimited.com

৫০তম এজিএম এবং ই-ভোটিং তথ্যের বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হল যে মেসার্স কবিরদাস ইনভেস্টমেন্টস লিমিটেডের সদস্যদের ৫০তম বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম) বৃহস্পতিবার, ০৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ বিকাল ০৩.০০ টায় অনুষ্ঠিত হবে। কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রণালয় (MCA সর্বশেষ সার্কুলার নং ১০ / ২০২২ তারিখ ২৮.১২.২০২২) এবং সিকিউরিটিজ এক্সচেঞ্জ বোর্ড দ্বারা জারি করা প্রাসঙ্গিক সার্কুলার অনুসারে ভিডিও কনফারেন্সিং (ভিসি) / অন্যান্য অডিও-ভিজ্যুয়াল মাধ্যম (OAVM) এর মাধ্যমে (IST) ভারত (SEBI সর্বশেষ সার্কুলার নং. SEBI/HO/CFD/PoD-2/P/CIR/2023/4 তারিখ ০৫.০১.২০২৩) ভিডিও কনফারেন্সিং ('VC') অন্যান্য অডিও-ভিজ্যুয়াল উপায় ('OAVM') লেনদেনের মাধ্যমে ০৫-০৮-২০২৪ তারিখের সভার বিজ্ঞপ্তিতে নির্ধারিত সাধারণ এবং বিশেষ ব্যবসা।
ব্যাখ্যামূলক বিবৃতি, নিরীক্ষিত আর্থিক বিবৃতি (স্বতন্ত্র এবং একত্রিত) এবং বার্ষিক প্রতিবেদনের আকারে অন্যান্য প্রাসঙ্গিক নথি সহ সভায় লেনদেন করা হবে তা নির্ধারণ করে এজিএম আহ্বানের বিজ্ঞপ্তি ইতিমধ্যেই ০৮-০৮-২০২৪ তারিখে ইলেকট্রনিকভাবে তাদের কাছে পাঠানো হয়েছে। যে সদস্যরা RTA অর্থাৎ MCS শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট লিমিটেডের সাথে তাদের ই-মেইল ঠিকানা নিবন্ধন করেছেন। বিজ্ঞপ্তি এতদ্বারা আরও দেওয়া হল যে কোম্পানি আইন, ২০১৩-এর ধারা ৯১ অনুসারে কোম্পানি (ব্যবস্থাপনা ও প্রশাসন) বিধিমালা, ২০১৪-এর ১০ এবং SEBI-এর রেগুলেশন ৪২ (লিস্টিং বাধ্যবাধকতা এবং প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা) রেগুলেশন, ২০১৩-এর নিয়ম ১০-এর সাথে পঠিত। কোম্পানির এজিএম-এর উদ্দেশ্যে সদস্য এবং কোম্পানির শেয়ার ট্রান্সফার বই শুক্রবার, ৩০-০৮-২০২৪ থেকে বৃহস্পতিবার, ০৫-০৯-২০২৪ (উভয়দিনই অন্তর্ভুক্ত) পর্যন্ত বন্ধ থাকবে।
এজিএমের বিজ্ঞপ্তি এবং পূর্বোক্ত নথিগুলি কোম্পানির ওয়েবসাইটে (www.kabirdasinvestmentslimited.com) এবং ন্যাশনাল সিকিউরিটিজ ডিপোজিটরি লিমিটেড (এনএসডিএল) এর ওয়েবসাইটে পাওয়া যায় এবং সমস্ত কাজের ক্ষেত্রে কোম্পানির নিবন্ধিত অফিসে পরিদর্শনের জন্যও উপলব্ধ। শনিবার ছাড়া দিন, সভার তারিখ পর্যন্ত ব্যবসায়িক সময়ের মধ্যে কোম্পানি আইন, ২০১৩-এর ধারা ১০৮ অনুসারে এবং SEBI (লিস্টিং বাধ্যবাধকতা এবং প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা) প্রবিধান, ২০১৫-এর ধারা ৪৪-এর পরিপ্রেক্ষিতে, ১৪.০৯.২০২৩ তারিখ পর্যন্ত শেয়ার ধারণকারী কোম্পানির সদস্যরা ভৌত বা ডিমেটেরিয়ালাইজড আকারে সমস্ত রেজোলিউশনে এনএসডিএল ওয়েবসাইট https://eservices.nsdl.com, https://www.evoting.nsdl.com, www.evotingindia.com-এ দেওয়া ই-ভোটিং পরিষেবার মাধ্যমে ইলেকট্রনিকভাবে তাদের ভোট দেওয়ার সুবিধা প্রদান করা হয়েছে এজিএমের বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়েছে। যে বিনিয়োগকারীরা নোটিশ / ইমেল পাঠানোর পর কোম্পানির সদস্য হয়েছেন এবং কাট-অফ তারিখ অর্থাৎ ৩০-০৭-২০২৪-এ শেয়ার ধারণ করেছেন তাদের কোম্পানির কাছে একটি বিশেষ / ইমেল যোগাযোগ পাঠানোর অনুরোধ করা হচ্ছে kilgroup2010@gmail.com তাদের ফোলিও নং / ডিপি আইডি এবং ক্লায়েন্ট আইডি উল্লেখ করে ই- ভোটিংয়ের জন্য লগইন-আইডি এবং পাসওয়ার্ড পেতে। ই-ভোটিং সময়কাল সোমবার, ০২-০৯-২০২৪ এ সকাল ৯.০০ টা (IST) শুরু হবে এবং বিকাল ৫.০০ টায় শেষ হবে। (IST) বুধবার, ০৪-০৯-২০২৪, এর পরে ভোট দেওয়ার অনুমতি দেওয়া হবে না। যে সদস্যরা এজিএমের আগে দূরবর্তী ই-ভোটিং দ্বারা তাদের ভোট দিয়েছেন তারাও এজিএম-এ উপস্থিত থাকতে পারেন তবে তাদের ভোট আবার দেওয়ার অধিকারী হবেন না। তাদের ভোট ৩০ আগস্ট ২০২৪ এবং তার আগে স্পিকার হিসাবে নিজেকে নিবন্ধিত করে কেবল এজেন্ডা আইটেমে নিয়ে আলোচনা করতে পারবেন। OAVM-এর মাধ্যমে এজিএম-এ উপস্থিত সদস্যরা এবং যারা দূরবর্তী ই-ভোটিং-এর মাধ্যমে রেজুলেশনগুলিতে তাদের ভোট দেননি এবং অন্যথায় তা করতে বাধা দেওয়া হয়নি, তারা এজিএম চলাকালীন ই-ভোটিং সিস্টেমের মাধ্যমে ভোট দেওয়ার যোগ্য হবেন।
যেহেতু এজিএম OAVM-এর মাধ্যমে সার্কুলার অনুযায়ী অনুষ্ঠিত হচ্ছে, তাই সদস্যদের দ্বারা প্রক্সি নিয়োগের সুবিধা প্রদান করা যাবে না। মি. প্রবীণ কুমার ঝোলিয়া, মেসার্স ঝোলিয়া অ্যান্ড কোং-এর প্র্যাকটিসিং কোম্পানি সেক্রেটারি, কোম্পানি সেক্রেটারি, কলকাতাকে একটি সুষ্ঠু ও স্বচ্ছভাবে এজিএম-এ ই-ভোটিং এবং রিমোট ই-ভোটিং প্রক্রিয়া পরিচালনা করার জন্য স্ক্রুটিনাইজার নিয়োগ করা হয়েছে। ই-ভোটিং সংক্রান্ত কোনো প্রশ্ন / অভিযোগের ক্ষেত্রে, আপনি 'হেল্প'-এর অধীনে 'শেয়ারহোল্ডারদের ভোট দেওয়ার জন্য ব্যবহারকারীর ম্যানুয়াল' দেখতে পারেন। কোম্পানি বা রেজিস্ট্রার এবং শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট অথবা evoting@nsdl.comor mcssta@rediffmail.com -এ ইমেল পাঠান।

কবিরদাস ইনভেস্টমেন্টস লিমিটেডের পক্ষে,
বিশাল শাহ
কোম্পানি সচিব ও কমপ্লায়েন্স অফিসার
স্থানঃ কলকাতা
তারিখঃ ০৯ই আগস্ট, ২০২৪

Office of The Mandaran Gram Panchayat
(under Goghat-II Panchayat Samity)
Vill-Mandaran, PO-Sinrapur, Dist-Hoogly, Pin-712614
NOTICE INVITING e-TENDER

e-Tender Notice are invited vide NIT No.: 5/MGP/XVFC/2024 (1 nos Installation of Pipeline with Pump) Dated 08.08.2024. Bid Submission Start Date (Online) 09.08.2024 (09.00 hrs), Closing Date (Online): 17.08.2024 (13.00 hrs). Bid Opening Date (Online): 19.08.2023 (13.00 hrs). Please look for details on www.wbtenders.gov.in & undersigned GP Office.

Sd/- Pradhan
Mandaran Gram Panchayat

শ্রী কৃষ্ণ জুট প্রোডাক্টস লিমিটেড
CIN L17232WB1981PLCO34372
রেজি. অফিসঃ ৪০বি, তৃতীয় তলা, প্রিন্সেপ স্ট্রিট, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ-৭০০০৭২
ইমেল আইডিঃ skjp11981@gmail.com, ওয়েবসাইটঃ www.skjpl.in
ফোন নং ৯০৭৩৯৬৫৫০৩
৩০ জুন, ২০২৪-এ শেষ হওয়া ত্রৈমাসিকের জন্য অ-নিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের বিবৃতি

পার্ট-১ (লক্ষ)

বিবরণ	৩ মাস শেষে ৩০।৬।২৪ অনিরীক্ষিত	পূর্ব ৩ মাস শেষে ৩১।৩।২৪ পরীক্ষিত	সমতুল্য ৩ মাস শেষে ৩০।৬।২৩ অনিরীক্ষিত
১. কারবার থেকে মোট আয়	-	৪.৮৫	-
২. সময়ের জন্য নিট লাভ / (ক্ষতি) (করের আগে, ব্যতিক্রমী এবং/ অথবা অতিরিক্ত সাধারণ আইটেম)	-৭.৯৩	১.৫১	-
৩. করের পূর্ববর্তী সময়ের জন্য নিট লাভ / (ক্ষতি)(অসাধারণ এবং / অথবা অতিরিক্ত সাধারণ আইটেমগুলির পরে)	-৮.০৩	১.৫১	-
৪. করের পরে সময়ের জন্য নিট লাভ/ (ক্ষতি) (অসাধারণ এবং / অথবা অতিরিক্ত সাধারণ আইটেমগুলির পরে)	-৮.০৩	১.৫১	-
৫. মেয়াদের জন্য মোট বিস্তৃত আয় যার মধ্যে করের পরবর্তী সময়ের জন্য লাভ / (ক্ষতি) এবং অন্যান্য ব্যাপক আয় (কর পরে)	-৮.০৩	১.৫১	-
৬. ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন	২৪.৭৫	২৪.৭৫	২৪.৭৫
৭. সংরক্ষণ (পুনর্মূল্যায়ন রিজার্ভ ব্যতীত) হিসাবে দেখানো হয়েছে আগের বছরের নিরীক্ষিত ব্যালেন্স শীট	-	-	-
৮. শেয়ার প্রতি আয় (১০- টাকা প্রতিটি) (চলমান এবং বন্ধ অপারেশনের জন্য) ক. মূল খ. মিশ্র	-৩.২৫	০.৬১	-

নোট
১. উপরোক্ত ফলাফলগুলি অডিট কমিটি দ্বারা পর্যালোচনা করা হয়েছে এবং ০৮ আগস্ট ২০২৪ তারিখে অনুষ্ঠিত তাদের সভাগুলিতে পরিচালনা পর্ষদ দ্বারা অনুমোদিত হয়েছে এবং কোম্পানির সংবিধিবদ্ধ নিরীক্ষকরা ত্রৈমাসিকের জন্য উপরের আর্থিক ফলাফলগুলির একটি "সীমিত পর্যালোচনা প্রতিবেদন" পরিচালনা করেছেন ৩০ জুন, ২০২৪ শেষ হয়েছে।
২. এই বিবৃতিটি কোম্পানি আইন, ২০১৩ এর ধারা ১৩৩ এর অধীনে নির্ধারিত কোম্পানি (ভারতীয় অ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ড) নিয়ম, ২০১৫ এবং প্রযোজ্য পরিমাণে অন্যান্য স্বীকৃত অ্যাকাউন্টিং অনুশীলন এবং নীতি অনুসারে প্রস্তুত করা হয়েছে।
৩. কোম্পানির IND AS ১০৮ "অপারেটিং সেগমেন্ট" অনুযায়ী শুধুমাত্র একটি রিপোর্টযোগ্য সেগমেন্ট রয়েছে।
৪. পরিশোধিত মূলধন ২,৪৭,৫০০ শেয়ার নিয়ে গঠিত টাকা ১০ /- প্রতিটি টাকা ২৪,৭৫,০০০/- ।
৫. যেখানে প্রয়োজন সেখানে পূর্ববর্তী সময়কাল এবং বছরের পরিসংখ্যানগুলি পুনরায় গোষ্ঠীবদ্ধ / পুনঃশ্রেণীবদ্ধ করা হয়েছে।
৬. শেয়ারগুলি CSE এবং MSEI-এ তালিকাভুক্ত।

শ্রী কৃষ্ণ জুট প্রোডাক্টস লিমিটেডের জন্য
স্বা /-
নামঃ সুরজ কুমার ঝা
পদঃ ব্যবস্থাপনা পরিচালক
DIN: 10197854
তারিখঃ ০৮.০৮.২০২৪

দুর্গম মনিরাং শৃঙ্গ জয়ের পথে জলপাইগুড়ির দুই মহিলা সহ ৯ দামাল

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ৯ আগস্ট ঃ মনিরাং পর্বত শৃঙ্গের লক্ষে নেচার অ্যান্ড ট্রেকার্স ক্লাব অফ জলপাইগুড়ি অভিযাত্রীরা এদিন ৯ আগস্ট মানালি থেকে 'মানে' গ্রামের উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করলো। ৫ আগস্ট দলটি জলপাইগুড়ি থেকে দিল্লির উদ্দেশ্যে রওনা দিয়ে ৬ তারিখ দিল্লি পৌঁছে ওই দিনই মানালির উদ্দেশ্যে রওনা দেয়। ৭ আগস্ট অভিযাত্রী দলটি মানালি পৌছায়। মানালিতে দলটি দুইদিন অভিযানের প্রয়োজনীয় কেনাকাটা সারে। সেখানে অভিযানের অন্যতম গাইড হর্ষ ঠাকুর দলের সঙ্গে যোগ দেয়। অভিযানের প্রয়োজনীয় টেকনিক্যাল একুপমেন্ট ও এখানে যোগার করা হয়। মানালির বিখ্যাত হিড়িম্বা মন্দিরে মনিরাং অভিযাত্রীরা অভিযানের সাফল্য কামনায় পুজো ও সেরে নেয়। উল্লেখ্য, মনিরাং পর্বতশৃঙ্গ হিমাচল প্রদেশের লাহুল স্পিতি জেলার কাজা অঞ্চলে অবস্থিত। ২১,৬২৫ ফুট উচ্চতা বিশিষ্ট এই শৃঙ্গের উদ্দেশ্যে জলপাইগুড়ির অভিযাত্রীরা এদিন ৯ আগস্ট মানে গ্রামে পৌঁছে সেখানে দুইদিন থেকে ১১ আগস্ট বেস ক্যাম্প বা মুল শিবিরের উদ্দেশ্যে হাঁটা শুরু করবে। মানে গ্রামে দলের সঙ্গে 'কুক' সহ অন্যান্য সহযোগীরা যোগ দেবেন। ১২ আগস্ট প্রায় পনেরো হাজার ফুট উচ্চতায় মুল শিবির স্থাপন হবে। মুল শিবিরের উপরে বিভিন্ন উচ্চতাতে স্থাপিত হবে আরও তিনটি শিবির। আবহাওয়া ও বাকী সব কিছু ঠিকঠাক থাকলে আগামী ২০ বা ২১ আগস্ট, ২১৬২৫ ফুট উচ্চতা বিশিষ্ট এই দুর্গম শৃঙ্গ আরোহণের চেষ্টা করা হবে বলে জানিয়েছেন অভিযাত্রী দলের নেতা ভাস্কর দাস। ভারতীয় পর্বতারোহণ সংগঠন অনুমদিত, নেচার অ্যান্ড ট্রেকার্স ক্লাব অফ জলপাইগুড়ি আয়োজিত দুর্গম এই অভিযানের জন্য দুই জন মহিলা সদস্য সহ নয় জনের পর্বতারোহী দলের নেতৃত্ব দিচ্ছেন অভিজ্ঞ পর্বতারোহী ভাস্কর দাস। অন্যান্য সদস্যরা হলেন-আমিত দাস, জনক কোচ, সুজয় বনিক, পার্থ সারথী রায়, সৌম্যদীপ দাস, বিজয় চক্রবর্তী, বিশাখা শর্মা ও শম্পা সাহা।

PRODHAN, AMARPUR GRAM PANCHAYAT , POST :MOUKHIRA, DIST : PURBA BARDHAMAN UNDER AUSGRAM II DEVELOPMENT BLOCK, INVITES E –TENDER VIDE MEMO NO:397/AGP DATED :09/08/2024 FOR 1 NOS. SCHEMES FROM 15 TH CFCG FUND FOR THE YEAR 2024-25.DATE OF DOWN LOADING DOCUMENTS FROM 09/08/2024 AT 16.30 HOURS , DATE OF CLOSING OF DOWNLOADING DOCUMENTS 16/08/2024 AT 14.30 HOURS. DATE OF OPENING OF TECHNICAL BID AT THE OFFICE OF PRODHAN , AMARPUR GRAM PANCHAYAT ON 19/08/24 AT 14.30 HOURS. DETAILS INFORMATION WILL BE AVAILABLE AT THE OFFICE OF PRODHAN , AMARPUR GRAM PANCHAYAT.

NOTICE INVITING E-TENDER

e-Tender is hereby invited on behalf of Chairman, Habra Municipality for works within Habra Municipality.

Sl. No.	Ref. e-Tender No.	Last Date of submission of e-Tender
1	WBMAD/HM/PWD/NIT e-593/2024-25 (Sl No. 1-6)	19/08/2024 up to 5.00 PM
2	WBMAD/HM/PWD/NIT e-594/ 2024-25	26/08/2024 up to 5.00 PM
3	WBMAD/HM/PWD/NIT e-595/ 2024-25 (Sl No. 1-3)	26/08/2024 up to 5.00 PM

For details please see at the website www.wbtenders.gov.in
Sd/- Finance Officer, Habra Municipality

শতাধিক মোবাইল ফোন ফিরিয়ে প্রাপ্তি কর্মসূচি পূর্ব বর্ধমান জেলা পুলিশের

দুরন্ত বার্তা, বর্ধমান, ৯ আগস্ট ঃ চুরি যাওয়া কিম্বা হারিয়ে যাওয়া ১৩৭ টি অ্যান্ড্রয়েড মোবাইল ফোন উদ্ধার করে তাদের প্রকৃত মালিকদের তা ফিরিয়ে দিল পূর্ব বর্ধমান জেলা পুলিশ। জেলা পুলিশের তরফ থেকে প্রাপ্তি কর্মসূচির মধ্যে দিয়ে চুরি বা হারিয়ে যাওয়া মোবাইল গুলো উদ্ধার করা হয়েছিল। শুক্রবার জেলা পুলিশ-লাইনের অডিটোরিয়াম থেকে ফোন গুলো মালিকদের হাতে তুলে দেওয়া হল। জেলা পুলিশের পক্ষ থেকে মোবাইল গুলি তুলে দেন পুলিশ সুপার আমনদীপ, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার অর্ক ব্যানার্জী সহ জেলা পুলিশের অন্যান্য আধিকারিকরা। হারিয়ে যাওয়া মোবাইল ফিরে পেয়ে স্বাভাবিকভাবে খুশি মোবাইল মালিকরা। চুরি যাওয়া মোবাইল খুঁজে বের করে ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য পূর্ব বর্ধমান জেলা পুলিশকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন সকলে। পুলিশ সুপার আমনদীপ সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বলেন, চুরি যাওয়া মোবাইলের অভিযোগ বিভিন্ন জায়গায় থানায় দায়ের হয়েছিলো। আমাদের জেলা পুলিশের বিশেষ টিম রয়েছে, যারা চুরি বা খোয়া যাওয়া মোবাইল খুঁজে বার করার কাজে পারদর্শী। বিভিন্ন সময় জেলার থানা গুলিতে অভিযোগ হওয়া মোবাইলের মধ্যে প্রায় ৫০০টি অ্যান্ড্রয়েড মোবাইল উদ্ধার করে এই বিশেষ টিম। তার মধ্যে বিভিন্ন থানা থেকে বেশীর ভাগ মোবাইল ফিরিয়ে দেওয়া হয়। ১৩৭টি মোবাইল শুক্রবার মোবাইলের সঠিক মালিকদের হাতে তা তুলে দেওয়া হল পুলিশ অডিটোরিয়াম থেকে। বাস্তবে ভাবতেই পারেননি প্রায় এক বছর আগে চুরি হয়ে যাওয়া মোবাইল ফোন ফের ফিরে পাওয়া যেতে পারে। কিন্তু আচমকাই পুলিশের কাছ থেকে চুরি হয়ে যাওয়া মোবাইল ফোন সংগ্রহ করার ফোন পেয়ে অবাক হয়ে যাই। হাতে মোবাইল ফিরে পেয়ে খুশি অঞ্জলি বাগ,বাপ্পা বৈদ্য, শেখ আরিফরা।

অবৈধ নির্মাণের বিরুদ্ধে লাগাতার অভিযান চালাচ্ছে পুরনিগম

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ৯ আগস্ট ঃ অবৈধ নির্মাণের বিরুদ্ধে লাগাতার অভিযান চালাচ্ছে শিলিগুড়ি পুরনিগম। ফুটপাত দখলমুক্ত করার পাশাপাশি শহরের অবৈধ নির্মাণ নির্মূলে দিনরাত কাজ করে চলেছে পুরনিগম। শুক্রবার সেবক রোডের একটি শপিংমলের ওপরে নির্মিত অবৈধ নির্মাণ ভেঙে দেয় পুরনিগম। জানা গেছে, শপিংমলের ওপরে কোনোরকম বৈধ প্ল্যান ছাড়াই তৈরি করা হয়েছিল ওই ঘরটি। এরপরই পুরনিগমের তরফে নোটিশ জারি করে ভেঙে দেওয়া হয় অবৈধ নির্মাণ। অবৈধ নির্মাণের বিরুদ্ধে লাগাতার অভিযান চলবে বলে জানিয়েছেন পুরনিগমের আধিকারিকেরা।

PWD (GOVT. OF WB) TENDER NOTICE

Executive Engineer, PWD, Howrah Division invites on line item rate Tender for the works : Emergent repair and renovation of offices at District Collectorate building premises, Howrah during the year 2024-25. Estimated Amount put to Tender : **Rs.3,08,616/-**.
N.I.e.T. No. : WBPWD/EE/HD/NIeT_37(2ndCall)/2024-2025. Tender ID : **2024_WBPWD_731679_1**. Bid Submission Start Date (online) : **10.08.2024** up to **10:00 A.M**. Bid Submission End Date (online) : **17.08.2024** up to **13.00 P.M**.
Corrigendum if any will be published in website only. Details of NIT and Tender documents may be downloaded from : **https://wbtenders.gov.in**

Sd/-
Executive Engineer, Howrah Division, PWD

সংশোধনী

পূর্ববর্তী সার্কুলেশন অনুযায়ী ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. ডিসিবিএল/০৭/২০২৪/এমএলজি, তারিখ: ০২-০৮-২০২৪ দ্বারা ডেপুটি চিফ ইঞ্জিনিয়ার/ব্রিজ-লাইন, মালিগাঁও -এর ই-টেন্ডার নং. ডিসিবিএল০৪২০২৪এমএলজি -এর টেন্ডার নথিতে উপকরণের নির্দিষ্টকরণ সংযুক্ত করার জন্য টেন্ডার নথিতে এতদ্বারা নিম্নলিখিত পরিবর্তনগুলি করা হয়েছে।

বিদ্যমান টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. এবং ই-টেন্ডার নং. ডিসিবিএল/০৭/২০২৪/এমএলজি (ই-টেন্ডার নং. ডিসিবিএল০৪২০২৪ এমএলজি)	**এখন** টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. এবং ই-টেন্ডার নং. ডিসিবিএল/০৭/২০২৪/এমএলজি (ই-টেন্ডার নং. ডিসিবিএল০৪২০২৪ এমএলজি) **পড়তে হবে।**
শূন্য	উপকরণের নির্দিষ্টকরণ

টেন্ডারে বর্ণিত অন্যান্য সমস্ত শর্তাবলী অপরিবর্তিত থাকবে এবং জিসিসি-২০২২ অনুযায়ী অনুসরণ করা হবে।

ডেপুটি সিই/ব্রিজ-লাইন, মালিগাঁও
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

পূর্ব রেলওয়ে

ওপেন টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং : কম/পিআরএস/ইউটিএস/এএমসি/এএসএন, তারিখ ০৭.০৮.২০২৪। ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, আসানসোল, স্টেশন রোড, আসানসোল, পিন - ৭১৩৩০১ নিম্নলিখিত কাজের জন্য ওপেন টেন্ডার আহ্বান করছেন : **কাজের নাম/স্থান** : ওপেন টেন্ডারের ভিত্তিতে ২ বছর মেয়াদের জন্য আসানসোল ডিভিসনে সকল এসএমসি পেরিফেরাল (থিন ক্লায়েন্ট টার্মিনাল, আরএফআইডি কার্ড রিডার ও ডট ম্যাট্রিক্স প্রিন্টার) সম্বলিত সংশ্লিষ্ট উপকরণ এবং এটিভিএম-এর অন-সাইট সামগ্রিক ওয়ারেন্টি পরবর্তী এএমসি। **টেন্ডার মূল্য :** ৩০,১৪,৯৮৪.৯৪ টাকা, ১৮ শতাংশ জিএসটি সহ। **বায়নামূল্য জমা করতে হবে :** ৬০,৩০০ টাকা, আইআরইপিএস-এ উল্লিখিতমতো নেট ব্যাঙ্কিং অথবা পেমেন্ট গেটওয়ের মাধ্যমে জমা করতে হবে। **টেন্ডার নথির মূল্য : শূন্য। কাজের মেয়াদ :** দুই বছর। **যেখান থেকে টেন্ডার নথি ক্রয় করা যাবে** : অনলাইনে কেবলমাত্র www.ireps.gov.in থেকে। **টেন্ডার জমা ও খোলার তারিখ ও সময় :** এনআইটি-তে (টেন্ডার আহ্বায়ক বিজ্ঞপ্তি) উল্লিখিতমতো টেন্ডার বন্ধের তারিখ/সময়ের পূর্বে ওয়েবসাইট www.ireps.gov.in-এর মাধ্যমে ই-টেন্ডারিং প্রক্রিয়া দ্বারা সকল নথি সহ যথাযথভাবে পূরণ করা টেন্ডার অফার অনলাইনে জমা করতে হবে। টেন্ডার বন্ধের তারিখ/সময় অবধি টেন্ডারদাতারা যতবার ইচ্ছা দর সংশোধন করতে পারবেন। কোনও ম্যানুয়াল অফার গৃহীত হবে না এবং ওয়েবসাইট www.ireps.gov.in-এর মাধ্যমে টেন্ডার খোলা হবে। **ওয়েবসাইট বিবরণ** : www.ireps.gov.in **বি.দ্র. :** (১) টেন্ডারদাতারা এই টেন্ডারের ক্ষেত্রে টেন্ডার নথির মূল্য এবং বায়নামূল্য জমা কেবলমাত্র আইআরইপিএস পোর্টালে উল্লিখিত অনলাইন পেমেন্ট গেটওয়ে/মডিউল যেমন, নেট ব্যাঙ্কিং, ডেবিট কার্ড, ক্রেডিট কার্ড ইত্যাদির মাধ্যমেই করতে পারবেন। ডিমান্ড ড্রাফট, ব্যাঙ্কার'স চেক, ডিপোজিট রিসিট, এফডিআর ইত্যাদি ম্যানুয়াল পেমেন্ট স্বীকৃত নয়। চুক্তির বিস্তারিত নিয়ম ও শর্তাবলী তৎসহ টেন্ডার নথি ওয়েবসাইটেও পাওয়া যাবে। (২) যে কোনও সময় কোন কারণ না দেখিয়ে যে কোনও টেন্ডার/সকল টেন্ডার বাতিল করার অধিকার রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সংরক্ষিত। (ASN-142/2024-25)

ওয়েবসাইট : www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এ টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে
আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER

ABRIDGED NIT

The Executive Engineer (Civil), BR-IV, KMC invites E-tender online percentage rate two bid system for the following works:
(1) NIT No. : KMC/EE(C)/Br-IV/023/09/24-25/B
Name of the work: **Relaying of kerb and channel at 16, Shibtala Street, 14/1, Sir Hariram Goenka Street and other places in Ward No.-23 under BR-IV.** Estimated cost (including GST and CESS): ₹ **1,98,447.06.** Earnest money: ₹ **4,000.00.** Period of completion: **45 days.**
(2) NIT No. : KMC/EE(C)/Br-IV/028/009/2024-2025/R
Name of the work: **Repairs to footpath of R.D. Street, Bipradas Street, C.W. Road, Vivekananda Road, A.P.C. Road etc. in Ward No.-28.** Estimated cost (including GST and CESS): ₹ **3,67,490.42.** Earnest money: ₹ **7,400.00.** Period of completion: **45 days.**
(3) NIT No. : KMC/EE(C)/Br-IV/038/BUSTEE-3/2024-2025/R
Name of the work: **Repairs to bustee sewer line, inspection pits, catch pits etc. at 18/H/12, 18/H/14, Girish Baidya Ratan Lane, 19, Bechu Chatterjee Street and others in Ward No.-038.** Estimated cost (including GST and CESS): ₹ **2,35,655.47.** Earnest money: ₹ **4,750.00.** Period of completion: **30 days.**
(4) NIT No. : KMC/EE(C)/Br-IV/028/001/2024-2025/R
Name of the work: **Repairs to collapsed sewer lines, pits with allied works at 3A/H/27, Dr. M.N.C. Sarani, 9A, J.D. Lane, 17/H/10, C.W. Road and other bustee area in Ward No.-28.** Estimated cost (including GST and CESS): ₹ **3,96,124.37.** Earnest money: ₹ **7,950.00.** Period of completion: **90 days.**
(5) NIT No. : KMC/EE(C)/Br-IV/025/11/24-25/R
Name of the work: **Construction of new catch pit, SIP, S.W. pipe line at Balaram Dey Street, Madan Chatterjee Street and other places in Ward No.-25 under BR-IV.** Estimated cost (including GST and CESS): ₹ **2,91,896.88.** Earnest money: ₹ **5,850.00.** Period of completion: **40 days.**
(6) NIT No. : KMC/EE(C)/Br-IV/025/12/24-25/R
Name of the work: **Installation and repairing of railing at Vivekananda Road and C.R. Avenue in Ward No.-25 under BR-IV.** Estimated cost (including GST and CESS): ₹ **1,89,339.53.** Earnest money: ₹ **3,800.00.** Period of completion: **30 days.** Last date and time of submission of bid: **21.08.2024 - 11 am (For Sl. No. 1 to 6).** The tender will be opened on: **23.08.2024 - 11 am (For Sl. No. 1 to 6).** The bid forms and other details are available on and from **09.08.2024 (5 pm) (For Sl. No. 1 to 6).** The website: **https://etender.wb.nic.in (For Sl. No. 1 to 6).**

The Executive Engineer (Civil), BR-XV, KMC invites e-tender online percentage rate two bid system for the following works:
(1) NIT No. : KMC/XV/133/021/2024-2025/R/BUSTEE (1st Call)
Name of the work: **Construction of 3 nos. sanitary latrine with septic tank at different slum area in Ward No.-133, BR-XV (Phase-II).** Estimated cost (including GST and CESS): ₹ **2,83,935.62.** Earnest money: ₹ **5,700.00.** Period of completion: **90 days.**
(2) NIT No. : KMC/XV/134/031/2024-2025/R/BUSTEE (1st Call)
Name of the work: **Repairing of sanitary latrine with septic tank at different slum area in Ward No.-134, BR-XV.** Estimated cost (including GST and CESS): ₹ **2,99,181.83.** Earnest money: ₹ **6,000.00.** Period of completion: **60 days.**
(3) NIT No. : KMC/XV/133/016/2024-2025/R/BUSTEE (1st Call)
Name of the work: **Construction of 3 nos. sanitary latrine with septic tank at different slum area in Ward No.-133, BR-XV (Phase-I).** Estimated cost (including GST and CESS): ₹ **2,80,805.15.** Earnest money: ₹ **5,700.00.** Period of completion: **90 days.**
(4) NIT No. : KMC/XV/140/012/2024-2025/R/BUSTEE (1st Call)
Name of the work: **Repairing of sanitary latrine with septic tank (Phase-I) at different slum area in Ward No.-140, BR-XV.** Estimated cost (including GST and CESS): ₹ **2,99,752.97.** Earnest money: ₹ **6,000.00.** Period of completion: **90 days.**
(5) NIT No. : KMC/XV/140/013/2024-2025/R/BUSTEE (1st Call)
Name of the work: **Construction of sanitary latrine (3 nos.) with septic tank at different slum area in Ward No.-140, BR-XV.** Estimated cost (including GST and CESS): ₹ **2,98,137.46.** Earnest money: ₹ **6,000.00.** Period of completion: **90 days.**
(6) NIT No. : KMC/XV/140/016/2024-2025/R/BUSTEE (1st Call)
Name of the work: **Repairing of surface drain on K.B. Lane, Bye Lane and Sathghara Bye Lane slum area in Ward No.-140, BR-XV.** Estimated cost (including GST and CESS): ₹ **2,99,623.75.** Earnest money: ₹ **6,000.00.** Period of completion: **90 days.**
(7) NIT No. : KMC/XV/140/018/2024-2025/R/BUSTEE (1st Call)
Name of the work: **Improvement of passage with allied works near Premises No. X-30, Khaldhari Bye Lane slum area in Ward No.-140, BR-XV.** Estimated cost (including GST and CESS): ₹ **2,79,093.95.** Earnest money: ₹ **5,600.00.** Period of completion: **90 days.**
(8) NIT No. : KMC/XV/140/017/2024-2025/R/BUSTEE (1st Call)
Name of the work: **Maintenance of passage (I.P./C.Con) at Khaldhari Lane, Kanthalberia Lane, Bye Lane slum area in Ward No.-140, BR-XV.** Estimated cost (including GST and CESS): ₹ **2,99,269.22.** Earnest money: ₹ **6,000.00.** Period of completion: **90 days.**
(9) NIT No. : KMC/XV/138/012/2024-2025/R/BUSTEE (1st Call)
Name of the work: **Renovation of drainage system with allied works at Panchpara Road N/H/No. T-325, Y-24 etc. in Ward No.-138, BR-XV under slum area.** Estimated cost (including GST and CESS): ₹ **4,76,111.04.** Earnest money: ₹ **9,600.00.** Period of completion: **120 days.** Date of uploading of N.I.T. & other documents (online): **13.08.2024 - 12.00 noon (For Sl. No. 1 to 9).** Documents download/sell start date (online): **13.08.2024 - 4 pm (For Sl. No. 1 to 9).** Documents download/sell end date (online): **24.08.2024 - 4 pm (For Sl. No. 1 to 9).** Bid submission start date (online): **13.08.2024 - 4 pm (For Sl. No. 1 to 9).** Bid submission closing date (online): **24.08.2024 - 4 pm (For Sl. No. 1 to 9).** Bid opening date for technical proposals (online): **27.08.2024 - 4 pm (For Sl. No. 1 to 9).** The bid forms and other details are available from the website **https://etender.wb.nic.in (For Sl. No. 1 to 9).**

The Executive Engineer (Civil), BR-I, KMC invites e-tender online percentage rate two bid system for the following works:
(1) NIT No. : KMC/EEC/I/006/12/2024-2025/BS
Name of the work: **Repairing of bustee sewer at 1/H/50, 3H/4, Ghoshbagan Lane and other places in Ward No.-006.** Estimated cost (including GST & CESS): ₹ **2,99,591.00.** Earnest money: ₹ **6,000.00.** Period of completion: **21 days.**
(2) NIT No. : KMC/EEC/I/007/10/2024-2025/BS
Name of the work: **Repairing of collapsed sewerage system at 14/3, Galif Street Bustee and other Bustee areas in Ward No.-007.** Estimated cost (including GST & CESS): ₹ **1,99,604.00.** Earnest money: ₹ **4,000.00.** Period of completion: **30 days.**
(3) NIT No. : KMC/EEC/I/007/16/2024-2025
Name of the work: **Restoration of paver block and IPS pavements at 25/1F, 27 etc. K.V.V. Avenue and other palces in Ward No.-007.** Estimated cost (including GST & CESS): ₹ **4,78,193.00.** Earnest money: ₹ **10,000.00.** Period of completion: **30 days.**
(4) NIT No. : KMC/EEC/I/009/05/2024-2025/BS
Name of the work: **Replacement of broken door of bustee privies with ancillary works at 2, 3, Kripanath Lane, 6A, K.K. Sur Street and different places in Ward No.-009.** Estimated cost (including GST & CESS): ₹ **1,99,828.00.** Earnest money: ₹ **4,000.00.** Period of completion: **21 days.**
(5) NIT No. : KMC/EEC/I/009/06/2024-2025/BS
Name of the work: **Repairing of bustee IPS passages at 2, Kripanath Lane, 7, 13, Raja Nabakrishna Street and other places in Ward No.-009.** Estimated cost (including GST & CESS): ₹ **1,98,743.00.** Earnest money: ₹ **4,000.00.** Period of completion: **21 days.** Last date and time of submission of bid: **27.08.2024 - 09 am (For Sl. No. 1 to 5).** Tender will be opened on: **29.08.2024 - 09 am (For Sl. No. 1 to 5).** The bid forms and other details are available on and from **13.08.2024 (6 pm) (For Sl. No. 1 to 5).** The website: **https://etender.wb.nic.in (For Sl. No. 1 to 5).**

The Executive Engineer (Civil), BR-VIII, KMC invites e-tender online percentage rate two bid system for the following works:
(1) NIT No. : KMC/EE(C)/BR-VIII/084/06/2024-2025/D
Name of the work: **Restoration of paver block & IPS footpath/passages near 8, 19A S.P. Mukherjee Road, 101/C, 114/11 Hazra Raod etc. in Ward No.-84 disturbed by CESC & Natural Wear and Tear.** Estimated cost (including GST and CESS): ₹ **4,75,938.88.** Earnest money: ₹ **9,600.00.** Period of completion: **60 days.**
(2) NIT No. : KMC/EE(C)/BR-VIII/087/12/2024-2025/D
Name of the work: **Restoration of paver block & IPS footpath near 41, 2A Parashar Road, 58, 35 Lake Avenue etc. in Ward No.-87 disturbed by CESC & Natural Wear and Tear.** Estimated cost (including GST and CESS): ₹ **4,72,327.92.** Earnest money: ₹ **9,500.00.** Period of completion: **60 days.**
(3) NIT No. : KMC/EE(C)/BR-VIII/083/10/2024-2025/BUSTEE
Name of the work: **Repairing of bustee passages at 2, 4, Hume Road, 165, 166, 170, 174 Kalighat Road etc. in Ward No.-083 under BR-VIII.** Estimated cost (including GST and CESS): ₹ **3,49,993.13.** Earnest money: ₹ **7,000.00.** Period of completion: **120 days.**
(4) NIT No. : KMC/EE(C)/BR-VIII/070/14/2024-2025/R
Name of the work: **Washing and painting of road side kerb stones along Chakraberia Road (North), Allenby Road, JCM Road, Rammohan Dutta Road, Aston Road, Paddapukur Road etc. in Ward No.-70.** Estimated cost (including GST and CESS): ₹ **1,99,597.21.** Earnest money: ₹ **4,000.00.** Period of completion: **90 days.**
(5) NIT No. : KMC/EE(C)/BR-VIII/070/13/2024-2025/R
Name of the work: **Relaying of kerb & channel near 9 Dr. Rajendra Road, 7 Sarat Bose Road & other different locations in Ward No.-70.** Estimated cost (including GST and CESS): ₹ **1,67,661.02.** Earnest money: ₹ **3,400.00.** Period of completion: **90 days.** Last date and time of submission of bid: **24.08.2024 - 12 noon (For Sl. No. 1 to 5).** Date of opening of tender: **28.08.2024 - 12 noon (For Sl. No. 1 to 5).** The bid forms and other details are available on and from **13.08.2024 (5 pm) (For Sl. No. 1 to 5).** The website: **https://etender.wb.nic.in (For Sl. No. 1 to 5).**
(382/24-25)

চাষবাস

আমন চাষের দুশ্চিন্তা দূর হয়েছে, দাম বাড়বে না কমবে চালের

শুরুতে জেলায় বৃষ্টিপাতের পরিমাণ অনেকটাই কম ছিল। অন্যান্য বছরের তুলনায় এবছর পূর্ব বর্ধমান জেলায় এখনও পর্যন্ত ৫০ শতাংশেরও কম বৃষ্টিপাত হয়েছে বলে মনে করা হচ্ছিল। এই পরিস্থিতিতে আমন ধানের চাষ নিয়ে দুশ্চিন্তায় পড়েছিলেন চাষিরা। জেলার অনেক এলাকাতে জলের অভাবে চাষিরা এখনও বীজতলা তৈরি করতে পারেননি বলে জানিয়েছেন। জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে ক্যানেলগুলিতে জল ছাড়া নিয়ে ২৩ জুলাই বৈঠক হয়েছিল। ডিভিসির জলাধার গুলিতে কি পরিমাণে জল রয়েছে তার উপরেই নির্ভর করছিল এবছর চাষের জন্য কতটা জল দেওয়া হবে। কিন্তু বৃষ্টি এবারে ভালোই হয়েছে। তাই সেই চিন্তা ার নেই বললেই চলে। শুধুমাত্র ক্যানেলের জলের ভরসায় চাষ হয় না বলে মনে করছেন চাষীরা।

বীজতলা তৈরি করা থেকে ধান রোয়া পর্যন্ত সমস্ত কাজই এগিয়ে গিয়েছে যাবে বলে মনে করছেন চাষিরা। পূর্ব বর্ধমানের শক্তিগর এলাকার এক চাষি বলেন,বৃষ্টি হওয়ার ফলে ামদের সেই চিন্তা দূর হয়েছে। চাষিরা বীজতলা তৈরি কাজ ভালো ভাবেই করতে পেরেছেন। কারণ বীজতলার একটি নির্দিষ্ট সময়ের পর ধানের চারা রোপন করতে হবে। নাহলে চারা বড় হয়ে যাবে। এই পরিস্থিতিতে বৃষ্টি যদি না হত তবে মুশকিলে পরতে হতো। বৃষ্টি হওয়ায় জমিতে এখনও পর্যন্ত চাষ রমরমিয়ে হচ্ছে। অন্যদিকে বর্ধমানের রায়না এলাকার এক চাষি জানান, স্বাভাবিকের তুলনায় এবছর অনেকটাই বৃষ্টি বেশি হয়েছে। তাই চাষিরা ভরসা পেয়েছেন। বীজতলা তৈরি করার কাজ করেছেন। আমন চাষের উপর নির্ভর করেন অধিকাংশ চাষি।

জেলা প্রশাসন জানিয়েছে, পূর্ব বর্ধমান জেলায.৩ লক্ষ ৭৭ হাজার হেক্টর জমিতে আমন ধান চাষ হয়ে থাকে। এরমধ্যে ২ লক্ষ ৩১ হাজার একর জমিতে সেচের জল পাওয়া যায়। এছাড়া, গভীর নলকূপ বা সাবমার্শিবেল জলের মাধ্যমে প্রায় ৩ লক্ষ ৬২ হাজার জমিতে চাষ হতে পারে। কৃষি দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে,.ৃষ্টিপাতের পরিমাণ দেখেই আমন দানের চাষ শুরু হয়। বৃষ্টিপাতের পরিমাণ কম হলে চাষিদের ক্যানেল এর জলের মাধ্যমে চাষের উপরেই ভরসা করতে হয়। এছাড়া চাষিদের বিকল্প ব্যবস্থার সহায়তা নিতে হয়। এক্ষেত্রে দ্রুত ফলনশীল ধান বীজের চারা রোপণ করতে হয়ে থাকে। জেলা কৃষি উপাধিকর্তা জানান, ডিভিসি কর্তৃপক্ষের সঙ্গে বৈঠকের পরেই সেচের জন্য কি পরিমান জল দেওয়া হবে তা জানা গিয়েছে। দ্রুত সেচের জল দেওয়ার ব্যবস্থা করে জেলা প্রশাসন। এই সেচের জলে বীজতলা তৈরি করেন চাষিরা। এদিকে অসাধ্যসাধন করেছে 'ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট বায়োডাইভার্সিটি বোর্ড'। পরীক্ষামূলকভাবে দুই থেকে তিন বিঘে জমিতে শুরু হয় নোনা সহনশীল ধানের জৈব চাষ। সাফল্যআসতে জমির পরিমাণ বাড়তে থাকে। এ বছর ৮ হেক্টর জমিতে অর্গানিক ধানের চাষ হয়েছে। যার মধ্যে অনেকগুলি চাল সুগন্ধী। বেগুনি, লালচে, কালো সেই সব চাল ভালো দাম পেয়েছে। জানা গিয়েছে, কেজি প্রতি ১১০ টাকা থেকে ২৫০ টাকা মিলেছে। তাতেই চওড়া হাসি ফুটেছে চাষিদের মুখে। এখনও পর্যন্ত গোসাবার টিটলিঘেরা, শান্তিগাছি ও কুলতলির মইপীঠ গ্রামে অর্গানিক চাষ হয়েছে। এবার গোসাবা-কুলতলির অন্য গ্রামগুলিও আগ্রহ প্রকাশ করেছে। 'ওয়েস্ট ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট বায়োডাইভার্সিটি বোর্ড'-এর চেয়ারম্যান ড. হিমাদ্রিশেখর দেবনাথ জানিয়েছেন, সুন্দরবনে অর্গানিক ধান চাষ নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা সফল হয়েছে। গোসাবার মন্মথনগর সিড ফার্ম থেকে চাষিরা বীজ নিয়ে গিয়ে ধান চাষ করছে। উপকূলবর্তী অঞ্চলে ভালোই ফলন দিচ্ছে গোবিন্দভোগ। অর্গানিক চাষের পরিধি বাড়ছে।

জেনে নিন আনারস গাছের পরিচর্যা কি ভাবে করতে হয়

দেশের মধ্যে এই রাজ্যে আনারস চাষে অগ্রণী রাজ্য। এই রাজ্যের উত্তরের জেলাগুলিতেই মূলত এই ফসলের চাষ জনপ্রিয়তা বেড়েছে। উত্তরের জেলাগুলির মধ্যে, দার্জিলিং, উত্তর দিনাজপুর, জলপাইগুড়ি এবং কোচবিহারেই মূলত আনারস চাষ হয়। রাজ্যে আনারস চাষ হয় প্রায.১০ হাজার হেক্টর জমিতে।

এই ফসলের পরিচর্যা কি বাবে করতে হবে-

মাটি চাপানো-আনারসের শিক। মাটির খুব গভীরে যায় না-ফল ধরার পর, গাছ অনেক সময়ই মাটিতে ঢলে পড়ে। এর ফলে, ফল তার স্বাভাবিক আকৃতি পায় না, বৃদ্ধিও আটকে যায়। জমিতে আনারস রিজ অ্যান্ড ফারো (আল এবং খাড়ি) পদ্ধতিতে লাগানো হয়। গাছ ঢলে পড়া আটকাতে, ফল ধরার পর, আলে গাছগুলির গোড়ায় আবার মাটি চাপিয়ে বেঁধে দেওয়া প্রয়োজন।

ফুল ফোটানো নিয়ন্ত্রণ-উত্তরবঙ্গে, জুলাই মাসের মাঝামাঝি থেকে শেষ সপ্তাহের মধ্যে সব আনারস পেকে যায়। এর ফলে, সেই সময়টায় বাজারে আনারসের ঢল নামে। ফলে, কৃষক আনারসের যথাযথ দাম পান না। জুলাই থেকে অক্টোবর পর্যন্ত, বিভিন্ন সময়ে চারা রোপণ করা, ফুল ফোটা এগিয়ে পিছিয়ে ফল আসাটাকেও খানিকটা নিয়ন্ত্রণ করতে পারলে, ফলের বাড়তি দাম পাওয়া যেতে পারে। চারা লাগানোর ৩৩৫-৩৬৫ দিন পর ০.২৫ মিলি ইথরেল প্রতিলিটার জলে মিশিয়ে বা ২০ গ্রাম ক্যালসিয়াম কার্বাইড প্রতি লিটার জলে মিশিয়ে, গাছ প্রতি ৫০ মিলি করে প্রয়োগ করলে অথবা ২ গ্রাম করে ক্যালসিয়াম কার্বাইড গাছের মাঝখানে প্রয়োগ করলে সেসব গাছে ফেব্রুয়ারি থেকে জুন মাস পর্যন্ত ফল পাওয়া সম্ভব। এই সময়ে বাজারে অন্য ফল কম থাকায় আনারসের বাড়তি দাম পাওয়া যাবে। গাছে ফুল আসার ১২০ দিন পর ০.২৫ মিলি ইথরেল প্রতি লিটার জলে গুলে প্রয়োগ করলে ফলের মিষ্টতা বৃদ্ধি পায়। ১০-২০ দিন আগে ফল ও তোলার উপযুক্ত হয়ে যায়। ফলন্ত আনারস গাছে কীটপতঙ্গ, ছত্রাক, ব্যাকটেরিয়ার সংক্রমণ তেমন একটা হয় না ঠিকই, তবে মিলিবাগ বা দয়ে পোকা, মাকড়, আঁশ পোকা, থ্রিপ্স ইত্যাদির উপদ্রবে ফসলের ক্ষতি হতে পারে। একই গাছ বছরের পর বছর লাগানো থাকলে এই সব কীট-পতঙ্গের সমস্যা বাড়ে। জমি আগাছা মুক্ত রাখা, ফসল তেলার পর ভাল করে চাষ দিয়ে মাটিতে থাকা পতঙ্গের পুত্তলি নষ্ট করা, জমি আচ্ছাদনে রিফলেক্টিভ মাল্চ ব্যবহার, জৈব নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতির অঙ্গ হিসেবে বন্ধু পোকা, ক্রাইসোপারলার ডিম বা কীড়া গাছ প্রতি একটা দুটো করে ছাড়তে পারলে ক্ষতিকারক পোকাগুলো নিয়ন্ত্রণ করা যায়। ফল ভাঙা ও পরবর্তী পরিচর্যা-গাছ থেকে সংগ্রহ করার পর, আনারসের গুণগত মানের খুব একটা পরিবর্তন হয় না। সুতরাং পরিণত না হওয়া পর্যন্ত আনারস গাছ থেকে তোলা উচি নয়।

ফল পরিণত হলে কি বাবে বুধবেন-১) ফলের খোসা হলুদ বা কমলা হলুদ এবং গায়ের চোখ গুলি অপেক্ষাকৃত মসৃণ হয়ে আসবে। ২) আনারসের চোখের গায়ের পাতলা আঁশ শুকিয়ে বাদামী রঙের হয়ে যাবে। মনে রাখা প্রয়োজন, একদিকে যেমন অপরিণত ফলের স্বাদ ও গন্ধ নিম্নমানের হয়, পরিপক্ক ফলও কিন্তু বাজারে নিয়ে যাওয়ার সময় নষ্ট হয়ে যেতে পারে। ফলে ফল ভাঙার উপযুক্ত সময় সঠিক ভাবে নির্বাচন দরকার। কখন তুলবেন দেখে নিন

ক) ওজনঃ জাত অনুযায়ী ফলের ওজন যথাযথ হবে। খ) রঙ-বাজারে পৌঁছনোর সময়, ফলের রঙ অর্ধেকের বেশি হলদে বা কমলা হয়ে যাবে।

গ) মিষ্টত্ব- কিউ জাতের- ১২ও ব্রিক্স। কুইন জাতের-১৩ও ব্রিক্স।

গ) ক্রাউন বা মুকুট ঃ সবুজ, সতেজ এবং অটুট থাকতে হবে।

ঘ) মুকুট ও ফলের দৈর্ঘের অনুপাতঃ ১ঃ১.৫-২.০ হতে হবে। আনারসের ক্ষেত্রে, মুকুটের দৈর্ঘ একটি উল্লেখ্য মান হিসেবে গণ্য করা হয়। ফল সংগ্রহ- গাছ থেকে সংগ্রহ করার সময়, ২ সেমি গোড়া সহ ফলগুলি কাটতে হবে। মোচ। দিয়ে ফল ভাঙলে, মোচনানো অংশ থেকে পচন শুরু হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। গাছ থেকে ফল তোলার পর, গাছের ক্ষতস্থানে ছত্রাক নাশক প্রয়োগ করলে পচন আটকানো যায়।

ফল তোলার পর পরিচর্যা- ফল ঝাড়াই বাছাইয়ের সময় পচা, দাগী, ছোট, অপরিণত ফলগুলিকে বাদ দিতে হবে। ' গ্রেডের আনারসের ওজন ১.৫ কেজি এবং সঠিক মাপের মুকুট অবশ্যই থাকতে হবে। অন্যান্য গ্রেডের ফলেও ন্যূনতম এক চতুর্থাংশ মাপের মুকুট থাকা আবশ্যিক।

হাসিনা সরতেই বাংলাদেশের পাশে আমেরিকা

গণ আন্দোলনের জেরে বাংলাদেশে পতন ঘটেছে শেখ হাসিনা সরকারের। পদত্যাগ করে দেশ ছাড়তে বাধ্য হয়েছেন তিনি। কিন্তু অশান্তি থামেনি সেদেশে। জায়গায় জায়গায় হামলা, ভাঙচুরের ঘটনা ঘটেছে। এই টালমাটাল পরিস্থিতিতেই নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ ড. মহম্মদ ইউনুসের নেতৃত্বে শপথ নেয় অন্তর্বর্তীকালীন সরকার। আর এই সরকারের সঙ্গে কাজ করতে আগ্রহ প্রকাশ করেছে আমেরিকা। ওয়াশিংটনের সঙ্গে সম্পর্কের শীতলতার কথা কখনই চেপে রাখেননি মুজিবকন্যা। ফলে কূটনীতিকদের ধারণা, হাসিনা গদিচ্যুত হতেই ঢাকার দিকে বন্ধুত্বের হাত বাড়িয়েছে আমেরিকা। হাসিনা ক্ষমতা হারানোর পর বাংলাদেশের রাশ কার হাতে থাকবে তা নিয়ে নানা জল্পনা-কল্পনা চলেছে। অবশেষে আন্দোলনকারী ছাত্রদের দাবি মেনে অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান হিসাবে ইউনুসের নাম ঘোষণা করা হয়। তাঁর নেতৃত্বেই এই সরকার বাংলাদেশের পরিস্থিতি স্বাভাবিক করার লক্ষ্যে কাজ করবে। এনিয়ে মার্কিন বিদেশ দপ্তরের মুখপাত্র ম্যাথিউ মিলার বলেন, বাংলাদেশের পরিস্থিতির উপর আমরা প্রতিনিয়ত নজর রাখছি। মহম্মদ ইউনুসের নেতৃত্বে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার কীভাবে কাজ করে সেটাও আমরা পর্যবেক্ষণ করব। আমরা এই সরকারের সঙ্গে কাজ করতে আগ্রহী। আমরা চাই বাংলাদেশের মানুষের গণতান্ত্রিক ভবিষ্য উন্নত হোক। বলে রাখা ভালো, নোবেলজয়ী ইউনুসকে সবসময়ই সমর্থন জানিয়েছে আমেরিকা। চলতি বছরেই এই অর্থনীতিবিদ-সহ চারজনকে শ্রম আইন লঙ্ঘনের মামলায় ছমাস কারাদণ্ড দেওয়া হয়। কিন্তু জামিন পেয়ে যাওয়ায় তাঁদের হাজতবাস হয়নি। তবে ইউনুসের কারাদণ্ডের নির্দেশের পর তৎকালীন হাসিনা সরকারের তীব্র বিরোধিতা করেছিল আমেরিকা। আন্তর্জাতিক মহলে ব্যাপক সমালোচনার আহ্বান জানিয়েছিল তারা।

হাসিনার সঙ্গে আমেরিকার আদায়-কাঁচকলায় সম্পর্কের কথা বিশ্বের অজানা নয়। বাংলাদেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী বহুবার অভিযোগ জানিয়েছিলেন যে, তাঁকে গদিচ্যুত করতে চায় আমেরিকা। চলতি বছরের ৭ জানুয়ারি বাংলাদেশের সাধারণ নির্বাচনের সময় গণতন্ত্র ও মানবাধিকার লঙ্ঘন নিয়ে ঢাকাকে তোপ দেগেছিল ওয়াশিংটন। ফলে এবার হাসিনা চলে যাওয়ার পর বাংলাদেশে কতটা প্রভাব বিস্তার করতে পারে সেদিকেই নজর আন্তর্জাতিক মহলের।

সিকিমের সোরেং-এ মৃদু তীব্রতার ভূমিকম্প কম্পাঙ্ক ৪.৪

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৯ আগস্ট ঃ হালকা তীব্রতার ভূমিকম্পে কেঁপে উঠলো সিকিমের সোরেং। শুক্রবার সকালে এই ভূমিকম্প অনুভূত হয়, রিখটার স্কেলে ভূমিকম্পের তীব্রতা ছিল ৪.৪। সিকিমে অনুভূত হওয়া এই ভূকম্পন টের পাওয়া যায় উত্তরবঙ্গেও। পশ্চিমবঙ্গের জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার-সহ উত্তরবঙ্গের বিস্তীর্ণ অংশে ভূকম্পন টের পাওয়া যায়। বৃহস্পতিবার সকাল ৬টা ৫৭ মিনিটে কম্পন অনুভূত হয়। রিখটার স্কেলে কম্পনের তীব্রতা ছিল ৪.৪। প্রাথমিক ভাবে জানা গিয়েছে, ভূমিকম্পটির উসস্থল সিকিমের নামচি থেকে ৯ কিলোমিটার দূরে। কম্পন টের পাওয়া গিয়েছে পড়শি দেশ ভুটানেও। তবে এখনও পর্যন্ত ভূমিকম্পের জেরে কোনও ক্ষয়ক্ষতির খবর পাওয়া যায়নি। ভূপৃষ্ঠ থেকে ১০ কিলোমিটার নীচে ভূমিকম্পের উপকেন্দ্র ছিল। কম্পনের উসস্থলটির অবস্থান দার্জিলিং থেকে ২২ কিলোমিটার দূরে, উত্তর সিকিমের রাবাংলার কাছে। সকালে যখন কম্পন অনুভূত হয়, তখন অনেকেই ঘুমিয়েছিলেন। আতঙ্কে বাড়ির বাইরে বেরিয়ে আসেন ভূমিকম্প টের পাওয়া কিছু মানুষ।

উত্তর পূর্ব রেলের স্টেশনে জনঔষধ কেন্দ্র স্থাপন করছে

গোরখপুর, ৯ আগস্ট ঃ ভারতীয় রেলওয়ে স্টেশনে এবং স্টেশন থেকে যাতায়াতকারী যাত্রীদের সুবিধার্থে এবং স্বল্প মূল্যে মানসম্পন্ন ওষুধ সরবরাহ করার জন্য স্টেশনগুলির প্রচলনকারী এলাকা এবং কনকোর্সে প্রধানমন্ত্রী ভারতীয় জনঔষধ কেন্দ্র স্থাপন করছে। একই ধারাবাহিকতায়, উত্তর-পূর্ব রেলওয়ের গোরখপুর, লখনউ, বেনারস এবং কাশিপুর স্টেশনেও প্রধানমন্ত্রী ভারতীয় জনঔষধ কেন্দ্রগুলি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

প্রতিদিন সাশ্রয়ী মূল্যে মানসম্পন্ন ওষুধ এবং ভোগ্যপণ্য (জনৌষধী পণ্য) ক্রয.করে উত্তর-পূর্ব রেলওয়ের গোরখপুর, লখনউ, বেনারস এবং কাশিপুর স্টেশনে প্রতিষ্ঠিত প্রধানমন্ত্রী ভারতীয় জনঔষধী কেন্দ্র থেকে রেল যাত্রীরা উপকৃত হচ্ছেন। যাত্রীদের কাছ থেকে প্রাপ্ত ইতিবাচক প্রতিক্রিযার ফলে, এই স্কিমটি উত্তর-পূর্ব রেলওয়ের ফারুখাবাদ, কাসগঞ্জ, বেরেলি সিটি, আইশবাগ, গোন্ডা, বাস্তি, বাদশানগর, দেওরিয়া সদর, বালিয়া, ছাপরা এবং বারাণসী সিটি স্টেশনগুলিতে খোলার জন্য চিহ্নিত করা হয়েছে। এবং এই স্টেশনগুলি কিন্তু প্রধানমন্ত্রী ভারতীয় জনঔষধ কেন্দ্রের নির্মাণ কাজ চলছে। রেলওয়ে স্টেশনগুলিতে প্রধানমন্ত্রী ভারতীয় জনঔষধী কেন্দ্র স্থাপনের মূল উদ্দেশ্য হল যাত্রীদের সাশ্রয়ী মূল্যে মানসম্পন্ন ওষুধ এবং ভোগ্য সামগ্রী (জনঔষধী পণ্য) সরবরাহ করা, রেলওযে.স্টেশনগুলিতে যাত্রীদর্শনার্থীদের সহজে জনঔষধী পণ্যের অ্যাক্সেস প্রদান করা, সাশ্রয়ী মূল্যে। কিন্তু ওষুধ সরবরাহের মাধ্যমে সমাজের সকল শ্রেণীর কল্যাণ বৃদ্ধি করা, নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করে উদ্যোক্তাদের প্রস্তুত করা এবং ভারত সরকার পরিচালিত এই মিশনকে উন্নীত করা। এই স্কিমের মাধ্যমে, স্টেশনগুলিতে সাশ্রয়ী মূল্যে যাত্রীদের কাছে মানসম্পন্ন ওষুধগুলি সহজেই পাওয়া যায়, যা ভারত সরকার দ্বারা পরিচালিত এই মিশনে উৎসাহিত করছে।

ডিমা হাসাওয়ের পূর্ব ও পশ্চিম মাইবাঙে বেশ কয়েকটি প্রকল্পের উদ্বোধন সিইএম দেবোলালের

হাফলং (অসম), ৯ আগস্ট ঃ ডিমা হাসাও জেলার অন্তর্গত মহকুমা সদর পূর্ব ও পশ্চিম মাইবাঙে শুক্রবার বেশ কিছু প্রকল্পের উদ্বোধন করেছেন উত্তর কাছা। পার্বত্য স্বশাসিত পরিষদের মুখ্য কার্যনির্ব্বাহী সদস্য দেবোলাল গার্লোসা। তাছাড়া আরও কয়েকটি প্রকল্পের শিলান্যাস করেছেন তিনি। আজ শুক্রবার পূর্ব ও পশ্চিম মাইবাঙে সিডিসি কার্যালয় ভবনের উদ্বোধন করার পাশাপাশি

সেঙ্গিয়া শম্ভুধন ইলেকট্রিক্যাল ও টেইলারিং দোকান, প্রথম পর্যায়ে মাইবাং ডিগ্রি কলেজের নতুন বিজ্ঞান ব্লক ও মাইবাং রাজস্ব চক্রের নতুন কার্যালয়ের উদ্বোধন করেন দেবোলাল গার্লোসা। তাছাড়া মাইবাং উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রাবাসের শিলান্যাস সহ রাজা হরিশচন্দ্রপুর মাডাইকো দ্বিতীয় পর্যায়ের মাইবাং ডিগ্রি কলেজের নতুন বিজ্ঞান ব্লকের শিলান্যাস করেছেন দেবোলাল। আজকের এ সব অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন উত্তর কাছা। পার্বত্য স্বশাসিত পরিষদের অধ্যক্ষ মোহিত হোজাই, পারিষদ ধৃতি থাওসেন, মনঞ্জয় লাংথাসা প্রমুখ বহুজন। মাইবাঙে বিভিন্ন প্রকল্পের উদ্বোধন করে উত্তর কাছা। পার্বত্য স্বশাসিত পরিষদের মুখ্য কার্যনির্বাহী সদস্য দেবোলাল গার্লোসা বলেন, পূর্ব ও পশ্চিম মাইবাঙে মানুষের কাছে আজ একটি তাপর্যপূর্ণ দিন হিসেবে চিহ্নিত হবে। আজকের দিনে মাইবাঙে বিভিন্ন প্রকল্পের উদ্বোধন করা হয়েছে। আগামী দিনে এ ধরনের উন্নয়নমূলক কাজের ধারা অব্যাহত থাকবে বলে মন্তব্য করেন দেবোলাল গার্লোসা।

সিঁধ কেটে মোবাইলের দোকানে দুঃসাহসিক চুরির ঘটনা ঘটল হুগলি মোড়ের কাছে

দুরন্ত বার্তা, হুগলি, ৯ আগস্ট ঃ পুজোর আগে দোকানে মাল তুলেছিলেন। মাঝরাতে দোকানে ঢুকল সিঁধেল চোর। সিঁধ কেটে মোবাইলের দোকানে দুঃসাহসিক চুরির ঘটনা ঘটল হুগলি মোড়ের কাছে। এই ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়। পুজো আসতে এখনও মাস দু'য়েক বাকি। তবে দোকানিরা তাঁদের মাল তুলতে শুরু করে দিয়েছেন। এই অবস্থায় এমন ঘটনা। দোকানের মালিক স্বরাজ সাহা বলেন, আমি সকাল ১০টায় দোকান খুলি শুক্রবারও এসেছি। এসে দেখি চারদিক পুরো ফাঁকা। সাত পিসের মতো ছোট ফোন তুলেছিলাম। প্রচুর ব্লু টুথ বক্স, হেডফোন, ইয়ার বাডস, নেকব্যান্ড

ছিল। সব নিয়ে চলে গিয়েছে। স্মার্ট ওয়াচ ছিল সেসবও নিয়ে গিয়েছে। এখানে পাহারার কোনও ব্যবস্থা নেই। অভিযোগ, দোকানের মালিক এসে দেখেন দোকানের উপরে টিনের ছাউনি, গ্রিল, দোকানের ভিতরের ফলস সিলিং কেটে চোর ভিতরে ঢুকে দোকান ফাঁকা করে দিয়েছে। স্থানীয় এক ব্যবসায়ী সুজয় চন্দ বলেন, অনেক টাকার লোকসান হয়েছে। দামি ফোন, স্মার্ট ওয়াচ, ফোনের জিনিস সবই চুরি গিয়েছে। সবে মাল তুলেছে। এমন ঘটনায় তো কপালে হাত। একটাই পুলিশের কাছে অনুরোধ আমাদের বিবেকানন্দ রোডের উপর নজরদারি বাড়ানো হোক। অতীতেও চুরি হয়েছে। পুজোর আগে এরকম চুরির ঘটনা, পুলিশকে দেখতে হবে।

প্যান্টোগ্রাফ ভেঙে ডাউন ব্যান্ডেল লোকালে বিপত্তি, শেওড়াফুলি স্টেশনের কাছে দাঁড়িয়ে পড়ল ট্রেন

দুরন্ত বার্তা, হুগলি, ৯ আগস্ট ঃ শুক্রবার বিকেল চারটে নাগাদ ডাউন ব্যান্ডেল লোকাল বৈদ্যবাটি ছেড়ে হাওড়ার দিকে যাত্রা করে শেও।ফুলি স্টেশনে ঢোকার আগে হঠা প্যান্টে।গ্রাফ ভেঙে যায় অফিস ফেরত টাইমে ট্রেনের সমস্যার জন্য দুর্ভোগের মধ্যে পড়তে হয় নিত্য যাত্রীদের। লোকাল ট্রেনে একের পর এক বিপত্তির ঘটনা। ডাউন ব্যান্ডেল লোকালে বিপত্তি। শেওড়াফুলি স্টেশনের কাছে দাঁড়িয়ে পড়ল ট্রেন। প্যান্টোগ্রাফ ভেঙে এই বিপত্তি ঘটেছে বলে জানা গিয়েছে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, শুক্রবার বিকেল চারটে নাগাদ ডাউন ব্যান্ডেল লোকাল বৈদ্যবাটি ছেড়ে হাওড়ার দিকে যাত্রা করে। শেওড়াফুলি স্টেশনে ঢোকার আগে হঠা প্যান্টোগ্রাফ ভেঙে যায়। প্যান্টোগ্রাফ ভেঙে ওভারহেড তার ছিঁড়ে যায়। এরপরেই শেওড়াফুলি স্টেশনে ঢোকার আগে ট্রেনটিকে দাঁড় করিয়ে দেওয়া হয়। খবর দেওয়া হয় রেল কর্মীদের। ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন রেলের ইঞ্জিনিয়াররা। দ্রুত ট্রেনটিকে সচল করার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। তবে, ট্রেনটি দাঁড়িয়ে যাওয়ার ফলে ব্যান্ডেল-হাওড়া শাখার ডাউন লাইনে

ট্রেন দাঁড়িয়ে পড়ায় ট্রেন চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। তবে রিভার্স লাইন দিয়ে ট্রেন চলছে ডাউনে। রেলকর্মীরা কাজ শুরু করে। আপ লাইনে ট্রেন চলাচলে বিঘ্ন ঘটেনি বলে রেলের তরফে দাবি করা হয়েছে। রেলের এক যাত্রী বলেন, ' তার ছিঁড়ে গিয়েছে বলে জানতে পেরেছি। প্রায় ঘণ্টা খানেক ধরে ট্রেনটি দাঁড়িয়ে রয়েছে হিন্দমোটরে যাব, ট্রেন দাঁড়িয়ে পড়ায় অনেকটাই সমস্যায় পড়ে গেলাম।' ছয়টা নাগাদ ফের ট্রেন চলাচল শুরু হয় বলে খবর। প্রসঙ্গত, হাওড়া- ব্যান্ডেল শাখায় লোকাল ট্রেন বিপত্তির ঘটনা নতুন নয়। কয়েকদিন আগেই বৈদ্যবাটিতে ব্যান্ডেল লোকালের প্যান্টোগ্রাফে আগুনের ফুলকি দেখা যায়। যে কারণে ট্রেন চলাচল ব্যাহত হয়েছিল। ডাউন লাইনে ট্রেন প্রায় ৩৫ মিনিট বন্ধ ছিল ট্রেন চলাচল। ডাউন ব্যান্ডেল লোকাল ৩৭২৪৮ বৈদ্যবাটি স্টেশনের এক নম্বর প্লাটফর্মে ঢোকার পরেই বিষয়টি লক্ষ্য করা যায়। যাত্রীদের জন্য অন্য ট্রেনের ব্যবস্থা করে ট্রেনটিকে খালি করে দেওয়া হয়েছিল।

মেয়েদের বিয়ের বয়স কমিয়ে ৯ বছর! ইরাকের পার্লামেন্টের এই প্রস্তাব নিয়ে বিতর্ক, বিক্ষোভ

৯ আগস্ট ঃ মাত্র ৯ বছর বয়সেই মেয়েদের বিয়ে দেওয়া যাবে! এমন আইন পাশ করতে প্রস্তাব আনল ইরাক সরকার। বর্তমানে সেদেশে মহিলাদের মেয়েদের বিয়ের নূন্যতম বয়স এবার থেকে ৯ বছর হবে। কমিয়ে দেওয়া হবে ছেলেদের বিয়ের বয়সও। ১৫ বছর বয়স হলেই আইনিভাবে বিয়ে

বিয়ের আইনি বয়স ১৮ বছর। কিন্তু এবার সেই আইন বদল করতে উদ্যোগী হয়েছে ইরাকের ন্যায় মন্ত্রক। এমন প্রস্তাব প্রকাশ্যে আসার পরেই ইরাকজুড়ে বিক্ষোভের ছায় দেখা গিয়েছে। সরকারের সিদ্ধান্তে বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন সাধারণ মহিলারা।

বিশেষ সূত্রে জানা গিয়েছে, বিয়ের আইনি বয়স কমানো নিয়ে একটি প্রস্তাব পেশ হয়েছে ইরাকের পার্লামেন্টে। সেখানে বলা হয়েছে, করতে পারবে ছেলেরা। ইরাক সরকারের মতে, অনৈতিক সম্পর্কে জড়িয়ে পড়া আটকানোর জন্যই এই প্রস্তাব আনা হয়েছে। জুলাই মাসের শেষদিকে এই প্রস্তাব পেশ হয় পার্লামেন্টে। তবে সেবার সাংসদদের প্রবল আপত্তিতে এই প্রস্তাব প্রত্যাহার করে নিতে বাধ্য হয় ইরাক সরকার। তবে বিতর্কিত এই প্রস্তাবে সমর্থন জানান দেশের প্রভাবশালী শিয়া ধর্মগুরুরা। দেশের পার্লামেন্টে ও যথেষ্ট প্রভাব রয়েছে তাঁদের। এই ধর্মগুরুদের সমর্থন নিয়েই আবারও পার্লামেন্টে পেশ হয়েছে বিতর্কিত প্রস্তাব। এছাড়াও এই প্রস্তাবে বলা হয়েছে, ইরাকি জনতার কাছে বিকল্প রাখা হবে যেন পারিবারিক বিবাদের ক্ষেত্রে ইসলামি আইন অনুযায়ী তাঁরা সমাধান করতে পারেন। উল্লেখ্য, ইসলামি আইন বিলুপ্ত করা হয় ১৯৫৯ সালে। কিন্তু নতুন প্রস্তাব অনুযায়ী ইরাকে আবার ফিরতে চলেছে ইসলামি আইনের শাসন। নতুন প্রস্তাব পেশ হতেই ইরাকজুড়ে শুরু হয়েছে প্রতিবাদ। ইউনিসেফের মতে, আইন থাকা সত্ত্বেও ইরাকের ২৮ শতাংশ মেয়ের বিয়ে হয়ে যায় ১৮ বছরের আগেই। এহেন পরিস্থিতিতে যদি নতুন করে আইন পাশ হয় তাহলে মহিলাদের অবস্থা আরও শোচনীয় হয়ে উঠবে। নারীমৃত্যু, গার্হস্থ্য হিংসার মতো সমস্যাও আরও বাড়বে। প্রতিবাদীদের দাবি, শিশুকন্যাদের স্কুলের মাঠে মানায়, বিয়ের পোশাকে নয়। শেষ পর্যন্ত এই আইন পাশ হবে কিনা, নজর রাখছেন প্রতিবাদীরা।

দুই প্রতিবন্ধী হুইলচেয়ার আর ক্রাচে ভর করেই পুজো দিলেন তারকেশ্বরে

দুরন্ত বার্তা, তারকেশ্বর, ৯ আগস্ট ঃ শারীরিক প্রতিবন্ধকতা রয়েছে ঠিকই। তবে সেসবকে উপেক্ষা করেই ভোলেবাবার চরণে দুই যুবক। হাওড়া ও উত্তর ২৪ পরগনা থেকে হুইলচেয়ারে শৈবতীর্থ তারকেশ্বরে এসেছেন তাঁরা। শ্রাবণ মাসে শিবলিঙ্গে জল ঢালতে প্রতিবন্ধকতাকে জয় করেই হাজির হয়েছেন কুশল মণ্ডল ও প্রীতম মিদ্যা। শ্রাবণ মাস মানেই বাবার মাস। মাসজুড়ে ভক্তের ভিড় উপচে পড়ে এখানে। গোটা রাজ্য তো বটেই, দেশের বিভিন্ন রাজ্য থেকে ভক্তরা আসেন। আর পাঁচজনের মতোই শ্রাবণে তারকেশ্বরে পুজো দেওয়ার বহুদিনের ইচ্ছা ছিল কুশল ও প্রীতমের। দু'জনেরই পায়ের সমস্যা। একজন হুইলচেয়ারে চলাফেরা করেন। অন্যজনের সঙ্গী ট্রাইসাইকেল, কখনও ক্রাচ। তাতে ভর করেই পুজো দিয়ে গেলেন তারকেশ্বরে। উত্তর ২৪ পরগনার হাবড়ায় কুশল মণ্ডলের বাড়ি। গৃহ শিক্ষক তিনি। হাওড়ার ডোমজুড়ের দফরপুর বেলেপাড়ায় থাকেন প্রীতম মিদ্যা। তিনি আবার হুইল চেয়ার খেলোয়াড়। মনের জোরেই তাঁরা শেওড়াফুলি নিমাই তীর্থ ঘাট থেকে গঙ্গাজল নিয়ে ৪০ কিমি হুইলচেয়ার চালিয়ে শুক্রবার সকালে তারকেশ্বর মন্দির এসে পৌঁছন। জল ঢালেন শিবলিঙ্গে। কুশল মণ্ডল বলেন, এই নিয়ে দ্বিতীয় বছর এলাম আমি। শেওড়াফুলি ঘাট থেকে জল নিয়ে এলাম বাবার কাছে। বাবাকে বলেছি, আমরা যেন সুস্থ স্বাভাবিক জীবনযাপন করতে পারি। আর আমাদের মতো অনেকেই আছেন, যাঁরা এভাবে বাড়ির বাইরে বেরোনোর হয়ত সাহস পান না। আমরা চাই তাঁরা আমাদের দেখে অনুপ্রাণিত হোন। কুশলের দ্বিতীয়বার হলেও বন্ধু প্রীতম এই প্রথমবারই এলেন। প্রায় ৩৭ কিলোমিটার পথ এসেছেন ট্রাই সাইকেলে। দারুণ খুশি তিনিও।

Name Change

I, DEWO NARAYAN RAI S/O JIB NARAYAN RAI Resident of 18C/13, U-10, S.E.R.N.C, B.N.R, South Eastern Railway, Kolkata-700043 WEST BENGAL, India do hereby solemnly affirm & declaring my actual name DEWO NARAYAN RAI instead of DEO NARAYAN RAI and my father's actual name JIB NARAYAN RAI instead of J RAI, vide an affidavit sworn before the Ld. 1st Class Judicial Magistrate at Alipore on 01/08/2024. DEWO NARAYAN RAI S/O JIB NARAYAN RAI and DEO NARAYAN RAI S/o J RAI all are same and one identical person.

Name Change

I, Selima Begum W/o. Sk Sanowar Ali R/o. Vill.- Gurguripota, P.O.- Krishnarampur, P.S- Chanditala, Dist.- Hooghly Rural, Pin-712705 shall henceforth be known as Sekh Selima. I declare Sekh Selima and Selima Begum is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 09-08-2024.

নাম পরিবর্তন

আমি Sayani Ghosh (পুরাতন নাম) স্বামী Sunny Ghosh ঠিকানা 55/1, Purba Sinthee Road, Fakir Ghosh Lane, Dum Dum, 24 Pgs. (N), Pin-700030, কলকাতায় নোটারি পাবলিক Dated 09-08-2024 এর Affidavit দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Sayani Ghosh Majumder (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Sayani Ghosh Majumder (নতুন নাম) ও Sayani Ghosh (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

NAME CHANGE

I, Amritansu Dutta, S/o Late Sitansu Kumar Datta, R/o 83,Tushu Apartment, 226, Sotindra Palli,Brahmapur Place, PO:Brahmapur, PS:Bansdroni, Kolkata-700096,W.B.shall henceforth be known as Amritangshu Datta as declared before 1st Class Judicial Magistrate, Alipore Court vide affidavit no.50268 Dated 07.08.24. Amritansu Dutta & Amritangshu Datta is same & identical person.

বড়সড় গরু পাচার রুখে দিল পুলিশ, ঘটনায় ধৃত ৩

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ৯ আগস্ট ঃ আবার একবার বড়সড় গরু পাচারের চক্রান্ত বানচাল করলো নিউ জলপাইগুড়ি থানার পুলিশ। পুলিশ প্রশাসনের যতই কড়া নজর থাক না কেনো, পাচারকারীরা যে তাতে একেবারেই দমবার নয় সেটা আরো একবার প্রমাণ করলো গরু পাচারকারীরা। তবে পুলিশও যে কিছু কম যায় না। প্রতিবারই গরু পাচারকারীদের ছক বানচাল করে পুলিশ। ঘটনা সূত্রে প্রকাশিত, গতকাল রাতে গোপন সূত্রে পুলিশ খবর পায়, একটি মারুতি ভ্যানে করে ফুলবাড়ি সংলগ্ন আমাইদিঘী এলাকা দিয়ে হতে চলেছে গরু পাচার। খবর পাওয়া মাত্রই উক্ত এলাকায় ফাঁদ পাতে পুলিশ। এরপর গরু পাচারকারীরা গরু পাচারের উদ্দেশ্যে উক্ত এলাকায় আসলেই পুলিশ তাদের আটক করে। অভিযানে ৫ টি গরু সহ ৩ জনকে হাতেনাতে গ্রেফতার করে পুলিশ। জানা যায়, গরুগুলি বিহার থেকে আসামে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। ধৃত ব্যক্তিদের নাম মুক্তার আলী, রিজওয়ান করিম এবং মোহাম্মদ সামার। ধৃত ব্যক্তিদের এদিন জলপাইগুড়ি আদালতে পেশ করে পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানা যায় ধৃতদের জিজ্ঞাসাবাদ করার জন্য ৫ দিনের পুলিশি রিমান্ডের আবেদন জানাবে পুলিশ।

ভূমিকম্পে কেঁপে উঠলো উত্তরের জলপাইগুড়ি সহ সিকিম

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি , ৯ আগস্ট ঃ সিকিমে ভূমিকম্প। প্রভাব উত্তরবঙ্গ সহ উত্তর পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলিতে। প্রভাব নেপালে। ভুটান এবং উত্তর বাংলাদেশেও কম্পন অনুভূত। সাত সকালে ভূমিকম্প সিকিমে। সিকিমের সোরেঙ্গ ভূমিকম্পের তীব্রতা ৪.৫ রিখটার স্কেল। ভূপৃষ্ঠ থেকে ১০ কিলোমিটার নিচে ভূমিকম্প হয়েছে বলে অনুমান আবহাওয়াবিদদের। এটি দার্জিলিং থেকে ২২ কিলোমিটার উত্তরে সিকিমের রাভাংলা কাছে। রাভাংলা থেকে ১০ কিলোমিটার দক্ষিণ ও দক্ষিণ পশ্চিম দিকে অবস্থান। গ্যাংটক থেকে ৩০ কিলোমিটার পশ্চিম ও দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থান। সকাল ৬.৫৭ মিনিটে এই ভূমিকম্প হয় বলে অনুমান আবহাওয়াবিদদের। ভারতের ন্যাশনাল সেন্টার ফর সিসমোলজির পক্ষ থেকে প্রথম এই ভূমিকম্পের রিপোর্ট করা হয়। পরে ইউনাইটেড স্টেটস জিওলজিক্যাল সার্ভে, ইউরোপীয়- ভূমধ্যসাগরীয় সিসমোলজিক্যাল সেন্টার এবং জার্মান রিসার্চ সেন্টার ফর জিওসায়েন্সেসও এই ভূমিকম্পের কথা জানিয়েছে। শুক্রবার সকালে জলপাইগুড়ি জেলায় ভূমিকম্প অনুভূত হল । সকাল ৬টা ৫৮ মিনিটে জলপাইগুড়ি শহর-সহ ডুয়ার্সের বিভিন্ন এলাকায় প্রায় দু'সেকেন্ডের জন্য কম্পন অনুভূত হয়। ভূমিকম্পের উৎসস্থল পশ্চিম সিকিমের সোরেন। রিখটার স্কেলে কম্পনের তীব্রতা ৪.৪ এবং গভীরতা ১০ কিলোমিটার। জানা গেছে, উৎসস্থল সিকিম হওয়ায় পাহাড়ি রাজ্যটির পাশাপাশি কম্পন অনুভূত হয়েছে উত্তরবঙ্গ, ভুটান ও বাংলাদেশের একাংশে।

বিশ্ব আদিবাসী দিবস পালন জামালপুরে

দুরন্ত বার্তা, বর্ধমান, ৯ আগস্ট ঃ জামালপুর ব্লক প্রশাসনের পক্ষ থেকে আজ বিশ্ব আদিবাসী দিবস পালন করা হলো। জামালপুর বাসস্ট্যান্ডের কাছে সিধু কানুর মূর্তিতে মাল্যদান করেন বিডিও পার্থ সারথী দে ও পূর্ত

কর্মাধ্যক্ষ তথা তৃণমূলের ব্লক সভাপতি মেহেমুদ খান। মেহেমুদ খান বলেন, রাজ্য সরকার সকল সম্প্রদাযকে সমান গুরুত্ব দেন। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার পর এই রীতিই চালু করেছেন। তার অনুগত হিসাবে তারাও এই দিনে আদিবাসী সম্প্রদায়ের এই দুই মহান মনিষীকে মাল্যদান করেন। এরই সঙ্গে এদিন ব্লক অফিস থেকে ৮ জন কে ধামসা, মাদল, ঘণ্টা, বাঁশি তুলে দেওয়া হয়। উপস্থিত ছিলেন বিডিও পার্থ সারথী দে, পঞ্চায়েত সমিতির সহ সভাপতি ভূতনাথ মালিক, পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ মেহেমুদ খান, জেলা পরিষদ সদস্য কল্পনা সাঁতরা সহ পঞ্চায়েত সমিতির বিভিন্ন কর্মাধ্যক্ষরা। অন্যদিকে, গোটা রাজ্যের বিভিন্ন জেলার মত দার্জিলিং জেলার নকশালবাড়িতে বিশ্ব আদিবাসী দিবস পালন করল জেলা প্রশাসন। ঝাড়গ্রামে বিশ্ব আদিবাসী দিবসের রাজ্যস্তরীয় অনুষ্ঠানের সূচনা করেন মুখ্যমন্ত্রী। আদিবাসী বেশভূষায় সজ্জিত ঢোল ও মাদলের তালে নিজেও পা মেলান মুখ্যমন্ত্রী। ঝাড়গ্রাম থেকে বিভিন্ন জেলায় ভার্চুয়ালি সম্প্রসারিত হয়। এদিন নকশালবাড়ির কমিউনিটি হলে বিশ্ব আদিবাসী দিবস উপলক্ষ্যে ঢাক-ঢোল, তপশীলি উপজাতি সার্টিফিকেট, চারাগাছ বিতরণ করা হয়। উপস্থিত ছিলেন জেলাশাসক প্রীতি গোয়েল, শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের সভাধিপতি অরুণ ঘোষ, মহকুমাশাসক অবধ সিঙ্ঘল, সহকারী সভাধিপতি রোমা রেশমি এক্কা সহ অন্যান্যরা। আদিবাসীদের জন্য মহকুমার বিভিন্ন চা বাগানে কমিউনিটি হল যেমন হচ্ছে তেমনি আদিবাসী অধ্যুষিত এলাকার উন্নয়ন কাজ নিয়ে ১৩ কোটি মহকুমা পরিষদ পেয়েছে তার কাজ দ্রুত শুরু হবে। এদিন মঞ্চে আদিবাসী নাচে তাল মেলান শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের সহকারী সভাধিপতিও।

বন্যার ভ্রুকুটি! ভারী বৃষ্টিপাতের সতর্কতা আবহাওয়া ভবনের

দুরন্ত বার্তা, দুর্গাপুর, ৯ আগস্ট ঃ আবারও বন্যার ভ্রুকুটি। রাজ্যের উত্তর ও দক্ষিনবঙ্গের জেলাগুলিতে ভারী বৃষ্টিপাতের সতর্কতা জারি করল আবহাওয়া ভবন। এবার জল সঙ্কট কাটাতে দুর্গাপুর ব্যারেজ সংলগ্ন বন্যার জল ধরে রাখতে নতুন ভাঁড়ারের তোড়জোড় শুরু করে ডিভিসি ও রাজ্য সেচ দফতর। প্রসঙ্গত, গত কয়েকদিন ধরে দেশের বিভিন্ন রাজ্যে নিম্নচাপের দরুন প্রবল বৃষ্টি শুরু হয়েছে। বেশকিছু রাজ্যে ভুমি ধসও হয়েছে। গত সপ্তাহে বৃহস্পতিবার রাত থেকে পশ্চিমবঙ্গ, ঝাড়খন্ড, ছত্রিশগড়ে বৃষ্টিপাত শুরু হয়েছে। তার দরুন পশ্চিমবঙ্গে বৃষ্টি না হলেও দামোদর উপত্যকায় জারি হয় হলুদ সতর্কতা। ডিভিআর আরসি সূত্রে জানা গেছে, শুক্রবার মাইথন জলাধার থেকে ২৪ হাজার ও পাঞ্চেত জলাধার থেকে ২৯ হাজার কিউসেক জল ছাড়া হয়েছে। এদিকে মাইথন পাঞ্চেত থেকে ছাড়া জল দুর্গাপুর ব্যারেজে ঢুকতে শুরু করে। যদিও সকাল থেকে দুর্গাপুর ব্যারেজে ৫৩ হাজার কিউসেক জল ছাড়া শুরু করে দেয়। আবারও নিম্নচাপে ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির সতর্কতা জারি করেছে কেন্দ্রীয় আবহাওয়া ভবন। আবহাওয়া ভবনের সতর্কবার্তা অনুযায়ী, আগামী ১০ থেকে ১৩ আগস্ট-এর মধ্যে বেশিরভাগ জায়গায় দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতে ভারী বৃষ্টিপাত (০৭-১০ সেমি) হতে পারে এক দুই জায়গায়। যার মধ্যে ভারী বৃষ্টিপাতের সম্ভবনা রয়েছে পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, পুরুলিয়া জেলা উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা। তার সঙ্গে পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, পুরুলিযা, বাঁকুড়া, পূর্ব ও পশ্চিম বর্ধমানে এক বা দুই জায়গায় বজ্রবিদ্যুৎ সহ বৃষ্টিপাত হতে পারে। ১০ তারিখে পুরুলিযা, পশ্চিম বর্ধমান, বীরভূম জেলার এক বা দুই জায়গায় ভারী বৃষ্টিপাত (০৭-১০ সেমি) হতে পারে। ১১ আগস্ট উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলায় ভারী বৃষ্টিপাত হতে পারে। নীচু এলাকা জলমগ্ন হতে পারে। প্রশ্ন তাহলে কি আবারও বন্যার ভ্রুকুটি? দামোদর উপত্যকা পশ্চিম বর্ধমানে বৃষ্টিপাত হলে প্রভাব পড়বে দুর্গাপুর ব্যারেজের ওপর। জলস্তর বৃদ্ধি পায় ব্যারেজের। বলা বাহুল্য, স্বাভাবিক ভাবেই ওই জল ধরে রাখার বিকল্প কোন ব্যাবস্থা নেই দুর্গাপুর ব্যারেজের। ভারী বর্ষনের বন্যার জল ধরে রাখা নিয়ে তোড়জোড় শুরু করেছে ডিভিসি ও রাজ্য সেচ দফতর। প্রশ্ন, ওই জল ধরে রাখার ভাঁড়ার কোথায়? বিশ্বব্যাঙ্কের আর্থিক সহায়তায় লক গেটের পাশাপাশি দুর্গাপুর ব্যারেজের নিম্ন দামোদরের সেচ ক্যানেলগুলি সংস্কার করার কাজ শুরু হয়েছে। কিন্তু, দামোদর নদের ওপর দুর্গাপুর ব্যারেজ ও রনডিহা জলাধারে পলি পড়ে নাবত্যা কমেছে। দুর্গাপুর (ডিভিশনের) রাজ্য সেচ দফতরের আধিকারিক সঞ্জয় মজুমদার বলেন, মাইথন ও পাঞ্চেতে ছাড়া জল ব্যারেজে ঢুকতে শুরু করেছে। আবহাওয়া দফতরের সতর্কতা রয়েছে। এখন ব্যারেজ থেকে ৫৩ হাজার কিউসেক জল ছাড়া হচ্ছে। সেরকম বৃষ্টিপাত হলে ততক্ষনে অনেকটাই খালি হবে ব্যারেজ। গোটা পরিস্থিতির ওপর নজর রাখা হয়েছে।

শীতলকুচি সীমান্তে জমায়েত প্রচুর বাংলাদেশী মানুষ, প্রবেশে বাধা দিয়ে আটকালো বিএসএফ

দুরন্ত বার্তা, কোচবিহার, ৯ আগস্ট ঃ শীতলকুচি সীমান্তে জমায়েত প্রচুর বাংলাদেশী মানুষ। প্রবেশে বাধা দিয়ে আটকালো বিএসএফ। শুক্রবার সকাল থেকেই ভারত - বাংলাদেশ সীমান্ত ভারতের কোচবিহার শীতলকুচি এলাকায় বাংলাদেশী প্রচুর মানুষের জমায়েত হতে দেখা যায়। বেলা বাড়ার সাথে সাথে জমায়েত বাড়তে থাকে। তাদের দাবি, তাদেরকে ভারতে প্রবেশ করতে দেওয়া হোক। কিন্তু সুরক্ষার কথা মাথায় রেখে এবং কড়া সুরক্ষা থাকার কারণে, তাদেরকে বাংলাদেশ সীমান্তেই আটকে দেয় সীমান্ত সুরক্ষা বাহিনীর জওয়ানরা। তাতেই অস্থির পরিস্থিতি তৈরি হয় শীতলকুচি বাংলাদেশ সীমান্তে। অস্থির অবস্থায় রয়েছে বাংলাদেশ, এখান থেকে দলে দলে মানুষ ভারতে আসতে শুরু করেছে। যার মধ্যে বেশিরভাগ মানুষ ঢুকছেন চ্যাংড়াবান্ধা ইমিগ্রেশন চেকপোস্ট দিয়ে। কিন্তু আজ দেখা গেল অন্য চিত্র। তারা বৈধ কাগজপত্র ছাড়াই হয়তো ভারতে প্রবেশ করতে চেয়েছিল শীতলকুচি সীমান্ত হয়ে, কিন্তু সেখানেই বাধা দেয় বিএসএফ। শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত জমায়েতকারী বাংলাদেশী নাগরিকদের অধিকাংশই ফিরে গেছেন তাদের নিজেদের গ্রামে। এর থেকে আরও একটি বিষয় পরিষ্কার বাংলাদেশের অস্থির পরিস্থিতি তে পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্র হিসেবে ভারতের উপরে যথেষ্ট চাপ পড়তে চলেছে। ইতিমধ্যেই সীমান্ত সুরক্ষা বাহিনীর তরফ থেকে বিভিন্ন সীমান্তে এবং সীমান্তবর্তী এলাকা গুলিতে সুরক্ষা বাড়ানো হয়েছে। চ্যাংড়াবান্ধা সহ ভারতে প্রবেশের যতগুলো প্রবেশ মাধ্যম রয়েছে সবগুলোতেই বাড়ানো হয়েছে সুরক্ষা। কোচবিহার জেলা পুলিশ প্রশাসন সূত্রে জানানো হয়েছে, যারা জমায়েত করেছিলেন তাদের বিএসএফ আটকে দিয়েছে। সীমান্ত সুরক্ষা দায়িত্ব রয়েছে সীমান্ত সুরক্ষা বাহিনীর উপর। কোন কারনে আইনি জটিলতা সৃষ্টি হলে অবশ্যই পুলিশ তা দেখে নেবে। কিন্তু বর্তমানে কোন আইনি জটিলতা নেই। যারা জমায়েত হয়েছিল তারা ফিরে যাচ্ছে নিজেদের গ্রামে।

অবশেষে বেহাল মেজিয়া সেতুর সংস্কার শুরু

দুরন্ত বার্তা, বাঁকুড়া, ৯ আগস্ট ঃ দামোদর নদের উপর নির্মিত বাঁকুড়ার মেজিয়া সেতু দীর্ঘদিন অবহেলায় পড়ে ক্রমশঃ ব্যবহারের অযোগ্য হয়ে উঠেছে কিন্তু সংস্কার করা নিয়ে রাজ্য সরকার, রাজ্য সড়ক কর্তৃপক্ষ, সেতুর নির্মাতা ডিভিসির টালবাহানা চলছিল। অবশেষে শুক্রবার থেকে সংস্কারের কাজ শুরু করলো মেজিয়া তাপবিদ্যুৎ কর্তৃপক্ষ। তাপ বিদ্যুৎ প্রকল্পের কয়লা পরিবহণের জন্য রেল সেতু নির্মাণ করছিল ডিভিসি। প্রতিদিন বাঁকুড়া ও বর্ধমান জেলার কয়েক হাজার লোক খেয়া পারাপার করে যাতায়াত করতেন। ডিভিসি কর্তৃপক্ষকে পাশেই সড়ক সেতু নির্মাণের আবেদন জানায় তৎকালীন রাজ্য সরকার। তারপর ডিভিসি তাদের নিজস্ব অর্থে রেল সেতুর পাশে সড়ক সেতু নির্মাণ করে। পাশাপাশি দামোদরের দুই পাশের রাস্তার জন্য জমি কিনে বাইপাস রাস্তা করে সেতুটিকে জাতীয় সড়কের সঙ্গে সংযোগ করে ২০০২ সালে তা জনগনের উদ্দেশ্যে খুলে দেওয়া হয়। সেই সেতু ও রাস্তা জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষ ব্যবহার করলেও সংস্কারের ব্যাপারে উদাসীন। দামোদরের উপর নির্মিত ৮০০ মিটার দৈর্ঘ্যের এই সেতুর বেশ কয়েকটি জায়গায় কংক্রিটের ঢালাই ভেঙে রড বেরিয়ে বিপজ্জনক অবস্থায় । কিন্তু সংস্কার কে করবে তা নিয়ে চলছিল টালবাহানা। জাতীয় সড়ক হিসেবে খাতায় কলমে ব্যবহার হলেও বাইপাস রাস্তা সহ সেতুটি এখনও পুরোপুরি জাতীয় সড়কের সম্পত্তি হিসেবে স্বীকৃত নয়। অন্যদিকে ডিভিসি সেতু নির্মাণ করলেও তা সর্বসাধারণের ব্যবহারের জন্য ছেড়ে দিয়েছে। অপরদিকে রাজ্য সরকারেরও সংস্কারের এক্তিয়ারে নেই। এই অবস্থায় সেতু সংস্কারে উদ্যোগ নিয়ে মেজিয়া ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে ডিভিসিকে সেতু সংস্কারের অনুরোধ জানালে ডিভিসি প্রকল্পের মেসার্স এস এন কনস্ট্রাকশনের মাধ্যমে সেতু সংস্কারের উদ্যোগ নেয়। সংস্থার সাইট ইনচার্জ বান্টি ঢাং বলেন, কয়েক জায়গায় মরণফাঁদ হয়েছিল। বিদ্যুৎ প্রকল্পের চিফ ইঞ্জিনিয়ার তাদের অনুরোধ করেন সেতুটির খানাখন্দে কংক্রিটের ঢালাই দিয়ে মেরামত করে দিতে। মেজিয়া ব্লক তৃণমূলের সভাপতি ইন্দ্রজিত রায় বলেন, বাঁকুড়া- রানীগঞ্জ ৬০ নম্বর জাতীয় সড়কের মেজিয়া সেতু মেদিনীপুরের ৬ নং জাতীয় সড়ক থেকে বাঁকুড়া এবং পশ্চিম বর্ধমান জেলা হয়ে উত্তরবঙ্গের সংযোগকারী একটি গুরুত্বপূর্ণ সড়ক পথ । সেতুর বিভিন্ন জায়গায় গর্ত হয়ে বেহাল হয়ে পড়েছিল। এই সেতুর উপরের রাস্তা সংস্কারের জন্য উদ্যোগী ডিভিসি কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ জানান তিনি।

হড়পা বান, প্রাণে বাঁচলো পড়ুয়ারা

দুরন্ত বার্তা, আলিপুরদুয়ার, ৯ আগস্ট ঃ আলিপুরদুয়ারে হরপা বান , নদীতে ভেসে যাওয়ার হাত থেকে বেঁচে গেল ছাত্রছাত্রীরা। আলিপুরদুয়ারের জয়বীরপাড়া চা বাগান এলাকায় এদিন সকালে এক ভয়াবহ দুর্ঘটনা ঘটেছে। স্কুল থেকে ফেরার পথে নদী পার হওয়ার সময় হঠাৎ বৃষ্টির জলে নদীতে হঠাৎ বন্যা পরিস্থিতি সৃষ্টি হলে পাঁচজন ছাত্রছাত্রী এবং দুজন অভিভাবক হড়পা বানে ভেসে যাওয়ার আশঙ্কায় পড়ে যায়। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, সকাল থেকেই এলাকায় বিক্ষিপ্ত বৃষ্টি হচ্ছিল। তবুও স্কুল যাওয়ার পথে ছাত্রছাত্রীরা নদীর এই বিপজ্জনক অবস্থার কথা ভাবতে পারেনি। নদী পার হওয়ার সময় হঠাৎ জলস্তর বেড়ে যাওয়ায় তারা হড়পা বানে ভেসে যাওয়ার উপক্রম হয়। অবশ্য স্থানীয়দের সাহায্যে তারা কোনও মতে নিরাপদে ডাঙায় উঠতে পারে। এলাকায় তীব্র আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে।

শাসক দলে যোগদান

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ৯ আগস্ট ঃ শুক্রবার মালদার গাজোল ব্লকের পান্ডুয়া অঞ্চলের আদিনাতে তৃণমূল যুব কংগ্রেসের কনভেনর রাজকুমার ঘোষের নেতৃত্বে ১০ টি পরিবার বিজেপি দল ছেড়ে শাসক দলে যোগদান করেন। যোগদানকারীরা জানিয়েছেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী যে উন্নয়নের ধারা আদর্শ অনুপ্রেরণা দেখে তারা তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করেন। এই যোগদান কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন গাজোল ব্লকের তৃণমূল যুব কংগ্রেসের কনভেনর মলয় সরকার, রাজকুমার ঘোষ, গাজোল পঞ্চায়েতে সমিতি প্রাক্তন সহ সভাপতি জয়ন্ত কুমার ঘোষ, কৃষ্ণ সিংহ সহ অন্যান্যরা। জানা গেছে, দুবছর পর বিধানসভা ভোট রয়েছে।

NOTICE

I, Anindya Kumar Bhattacharya, S/o Late N.N. Bhattacharya, age 64 years, residing at 15/1/1, Chowdhury Para 2nd Bye Lane, Ramrajatala, Howrah-711104, Dag No. 92 (Part), RS Dag No. 83, Mouza Shibpur, Sheet No. 1, Applied for mutation of my residential property at LR Khatian No. 60 of Tulsi Das Lahiri at above mentioned address. If any objection to be raised by the allocated owners within 15 days, please contact the Officer In Charge, Howrah Town Survey, 3 Kartik Dutta Road, Howrah-711101 with relevent documents.

CENTURY EXTRUSIONS LIMITED

Regd. Office :
113 Park Street, N Block, 2nd Floor, Kolkata - 700016
Email: century@centuryextrusions.com
Website: www.centuryextrusions.com
Tel: +91(033) 2229 1012/1291; Telefax: +91(033) 2249 5656
CIN: L27203WB1988PLC043705

STATEMENT OF UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED JUNE, 2024

(Rs. in lacs Except EPS)

	PARTICULARS	Quarter Ended 30.6.2024 Un-Audited	31.3.2024 Audited	30.6.2023 Un-Audited	Twelve Months Ended 31.3.2024 Audited
	PART-I				
1.	Revenue from operation	10142	9230	9169	37510
2.	Other Income	8	19	21	55
3.	Total Income from operation (1+2)	10150	9249	9190	37565
4.	Expenses				
	a) Cost of materials consumed	7495	6479	7245	29410
	b) Changes in Inventories of finished goods, work in progress and stock in trade	436	485	(12)	(625)
	c) Employee benefits expense	438	592	372	1776
	d) Finance Cost	225	255	207	936
	e) Depreciation and amortisation expense	87	119	73	335
	f) Other expenses	1142	1108	1028	4676
	Total Expenses	9823	9038	8913	36508
5.	Profit(+)/ Loss(-) before exceptional items (3-4)	327	211	277	1057
6.	Exceptional Items	—	(32)	—	(32)
7.	Profit(+)/ Loss(-) before tax (5-6)	327	243	277	1089
8.	Tax Expenses				
	(1) Current tax	83	155	74	370
	(2) Deferred tax	1	(27)	—	(26)
9.	Net Profit(+)/ Loss(-) after Tax (7-8)	243	115	203	745
10.	Other Comprehensive Income / (Loss)	1	50	(2)	45
11.	Total Comprehensive Income for the period (IX+X)	244	165	201	790
12.	Paid-up equity share capital (Face Value of Rs 1/- each)	800	800	800	800
13.	Reserves excluding revaluation reserves as per Balance Sheet of previous accounting year	—	—	—	—
14.	EPS for the period (Rs.) (not annualised)				
	a) Basic	0.30	0.14	0.25	0.93
	b) Diluted	0.30	0.14	0.25	0.93

Notes :
1. The above results have been reviewed by the Audit Committee at their meeting held on 9th August, 2024 for the quarter ended 30th June 2024 and thereafter were approved by the Board of Directors at their meeting held on 9th August, 2024. The Statutory Auditors of the Company have carried out limited review of the aforesaid results.
2. These financial results have been prepared in accordance with the recognition and measurement principles of Indian Accounting Standards("IND AS") prescribed under Section 133 of the Companies Act,2013 read with the relevant rules issued thereunder and the other accounting principles generally accepted in India.
3. The Company has two business segments i.e. manufacturing of Aluminium Extruded Products and manufacturing Transmission and Distribution Line Hardware. However, the Company does not fall under any of the criteria laid down under Ind AS - 108 and hence segment Reporting not applicable.
4. The above is an extract of the detailed fromat of quarterly results filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the quarterly results are available on the Stock Exchange of BSE at www.bseindia.com, NSE at www.nseindia.com and on Company's website at www.centuryextrusions.com
5. Ind AS 115, Revenue from Contracts with Customers, mandatory for reporting periods beginning on or after April 1, 2018, replaces the existing revenue recognition requirements. As per the assessment of the Company, on adoption of Ind AS 115, there is an increase in the profit of the Company by Rs. 0.58 lakhs for the quarter ended 30th June, 2024.

For Century Extrusions Ltd.
Sd/-
Vikram Jhunjhunwala
Chairman and Managing Director
DIN :- 00169833

Place : Kolkata
Date : 09.08.2024

মৃত্যু শিক্ষকের

দুরন্ত বার্তা, আলিপুরদুয়ার, ৯ আগস্ট ঃ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল বারবিশা এলাকার বাসিন্দা স্কুল শিক্ষক ভজন সাহার শুক্রবার সাড়ে দশটা নাগাদ। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে প্রতিদিনের ন্যায় এদিন তিনি বারবিশা থেকে আলিপুরদুয়ার ঘরঘরিয়া হাই স্কুলে যাচ্ছিলেন শিক্ষকতার কাজের যোগ দিতে। আলিপুরদুয়ার থেকে আসা একটি উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহন সংস্থার বাসের সামনের দিকে নীচে ঢুকে যান তিনি। হতচকিত হয়ে বাস চালক গাড়িটি থামিয়ে দেন। ঘটনাস্থলে পুলিশ এসে তাকে হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন।

লামডিং ডিভিশনে ট্র্যাক রক্ষণাবেক্ষণের কাজ

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং ঃ এলএমজি/ইএনজিজি/১২৯ অফ ২০২৪, তারিখ ঃ ০৬-০৮-২০২৪; [illegible] টেন্ডার মূল্য ঃ ২,৪৮,৭৫৯.১৬/- টাকা; বায়না মূল্য ঃ ২,৭৪,০০০/- টাকা; [illegible] ০২-০৯-২০২৪ তারিখে ১৫:০০ ঘণ্টা পর্যন্ত www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

ডিআরএম (ডব্লিউ), লামডিং

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

DEHIBATPUR GRAM PANCHAYET
VILL –DEHIBATPUR, P.O.-ALATI
P.S.-PURSURAH, HOOGHLY.
Notice Inviting e-Tender

e-NIT vide NIT No: 5, 6/DGP/24-25, Fund : SFC ,15 th FC, Dated 09/08/2024 are invited by the Prodhan Dehibatpur Gram Panchayat, from reliable and bonafied Tenderer for work. Tender fees & EMD by bank NEFT/RTGS from any working day on and from 12/08/2024 to 20/08/2024 (12:00 Noon to 4:00 PM), Bid submission closing online on 20/08/2024 at 4:00 PM. Date of Opening 23.08.2024 (12:00 Noon).For details contact the above office or visit https://wbtenders.gov.in

Sd/-
Prodhan, Dehibatpur Gram Panchayat

OFFICE OF THE UDAYNARAYANPUR PANCHAYAT SAMITY
Udaynarayanpur, Howrah
PRESS NOTICE

E-Tender No.- WB/HWH/UNPUR/NIET-06 (Second Call)/EO/24-25 Dt. 15/07/2024 for 01 no. of schemes (Tender ID-2024_ZPHD_731464_1) within the jurisdiction of Udaynarayanpur Panchayat Samity. Detail information will be available from the website https://wbtenders.gov.in

Sd/- Executive Officer
Udaynarayanpur Panchayat Samity

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER

ABRIDGED NIT

The Executive Engineer (Water Supply)/West, KMC invites e-tender online percentage rate two bid system for the following work:

NIT No.: KMC/WS/W/T015/2024-25

Name of the Work: **Laying of 100 mm dia filtered water pipeline for water connection at newly constructed training centre at 22, Sabji Bagan Lane in Ward No.-82**. Estimated Amount: **Rs. 3,57,360.00**. Earnest Money: **Rs. 7,200.00**. Period of Completion: **21 days**. Last date of receipt/ opening of tender (online): **29.08.2024 at 1 p.m./ 31.08.2024 at 1 p.m.** The bid forms and other details are available from the website **https:// wbtenders.gov.in**

The Executive Engineer (Water Supply)/North, KMC invites e-tender online percentage rate two bid system for the following work:

NIT No.: KMC/WS/N/24-25/19/3

Name of the Work: **Development of F.W. supply at Nather Bagan Street and surrounding areas in Ward No.-19.** Estimated Amount: **Rs. 2,53,022.00**. Earnest Money: **Rs. 5,200.00**. Period of Completion: **5 days**. Last date and time of submission of bid: **27.08.2024 up to 2 p.m.** The tender will be opened on: **27.08.2024 at 2 p.m.** The bid forms and other details will be available on and from **14.08.2024** after **5 p.m.** from the website **https://wbtenders.gov.in**

The Executive Engineer (Water Supply)/MGPS & WPS, KMC invites e-tender online percentage rate two bid system for the following work:

NIT No.: KMC/WS/MGPS/03/2024-25

Name of the Work: **Renovation of both the SUMP Pump (No. 1 & 2) under Mullick Ghat Pumping Station**. Estimated Amount: **Rs. 2,33,354.44**. Earnest Money: **Rs. 4,670.00**. Period of Completion: **30 days**. Last date and time for bid submission (online): **28.08.2024 at 2 p.m.** The bid forms and other details will be available shortly from the website **https://etender.wb.nic.in**

The Executive Engineer (WS/BDT), KMC invites e-tender online percentage rate two bid system for the following work: (Submission of Bid through online):

NIT No.: WS/SINK/XI/110/24-25/01

Name of the Work: **Installation of 1 no. power driven deep tubewell of size (200x150) mm dia at Pranabananda Road near Shakti Sangha Club in Ward No.-110, Br.-XI.** Estimated Amount (including GST & CESS): **Rs. 4,86,140.00**. Earnest Money: **Rs. 9,800.00**. Period of Completion: **15 days**. Tender closing and opening date & time: **03.09.2024 up to 5 p.m. and 06.09.2024 at 2 p.m. respectively**. For full and further details, please visit the website **https://www.wbtenders.gov.in**. Please keep watching on the above website for further addendum/corrigendum, pre-bid clarifications, if any which will be published in above website only. KMC reserves the right to accept/reject any/all tenders without showing any reason.

The Executive Engineer (Water Supply)/Central, KMC invites e-tender online percentage rate two bid system for the following works:

1) NIT No.: KMC/WS/C/BR-V/SEC-E/05/24-25

Name of the Work: **Laying of 100 mm dia service main for improvement of filtered water supply at Kanai Seal Street in Ward No.-44.** Estimated Amount: **Rs. 2,25,713.00**. Earnest Money: **Rs. 4,514.00**. Period of Completion: **15 days**. Last date and time of submission of bid: **29.08.2024 at 12 noon.** Date and time of opening of tender: **31.08.2024 at 12 noon**. The bid forms and other details shall be available on the website **http:www.etender.wb.nic.in**

2) NIT No.: KMC/WS/C/24-25/46/MAN/1

Name of the Work: **Improvement of filter water supply by changing 100 mm dia D.I. Pipe at Bareto Lane in Ward No.-46.** Estimated Amount: **Rs. 2,08,720.00**. Earnest Money: **Rs. 4,500.00**. Last date and time of submission of bid: **27.08.2024 up to 2 p.m.** The tender will be opened on: **29.08.2024 at 2 p.m.** The bid forms and other details will be available on and from **16.08.2024** after **2 p.m.** from the website **https://wbtenders.gov.in**

The Executive Engineer (Water Supply)/BPS, KMC invites e-tender online percentage rate two bid system for the following works:

1) NIT No.: KMC/WS/PPBPS/24-25/04/1st Call

Name of the Work: **Supply and installation of 10 HP submersible slurry pump for dewatering from inlet valve chamber at Prafulla Park BPS.** Estimated Amount: **Rs. 2,95,700.73**. Earnest Money: **Rs. 6,000.00**. Period of Completion: **7 days**.

2) NIT No.: KMC/WS/KBPS/24-25/12/1st Call

Name of the Work: **Renovation of front and south west side drainage system inside the campus at Kalighat BPS.** Estimated Amount: **Rs. 1,80,149.88**. Earnest Money: **Rs. 4,000.00**.

3) NIT No.: KMC/WS/BNSBPS/24-25/06/1st Call

Name of the Work: **Renewal of gearboxes of butterfly valves at all delivery pipelines with necessary supply at Bansdroni BPS.** Estimated Amount: **Rs. 2,55,301.74**. Earnest Money: **Rs. 5,500.00**.

4) NIT No.: KMC/WS/KSBPS/24-25/06/1st Call

Name of the Work: **Restoration of pumping service by placement of submersible pump no. 3 & 4 for city supply line at Kasba BPS.** Estimated Amount: **Rs. 1,90,505.19**. Earnest Money: **Rs. 4,000.00**. Period of Completion: **10 days [For Sl. No. 2 to 4]**. Last date and time of submission of bid: **28.08.2024 at 2 p.m. [For Sl. No. 1 to 4]**. Tender will be opened on: **30.08.2024 at 2 p.m. [For Sl. No. 1 to 4]**. The bid forms and other details will be available on and from **14.08.2024, 2 p.m.** from the website **https://etender.wb.nic.in [For Sl. No. 1 to 4]**.

The Executive Engineer (Water Supply)/Jadavpur Unit, Br.-XII, KMC invites e-tender online percentage rate two bid system for the following works:

1) NIT No.: KMC/WS/BR-XII/108/24-25/01/1st Call

Name of the Work: **Improvement of water supply by laying of 100 mm dia D.I. Pipeline from H/O A Golder to H/O K Paramanik at Chowbhaga Golderpara in Ward No.-108, Br.-XII.** Estimated Amount: **Rs. 2,18,572.37**. Earnest Money: **Rs. 4,500.00**.

2) NIT No.: KMC/WS/BR-XII/108/24-25/02/1st Call

Name of the Work: **Improvement of water supply by laying of 100 mm dia D.I. Pipeline from H/O T Mondal to H/O J Paramanik and from H/O D Mondal to H/O S Mondal at Chowbhaga Dakshinpara in Ward No.-108, Br.-XII.** Estimated Amount: **Rs. 2,45,633,22**. Earnest Money: **Rs. 5,000.00**. Period of Completion: **15 days [For Sl. No. 1 & 2]**. Last date of receipt/opening of tender (online): **24.08.2024 at 1 p.m./27.08.2024 at 1 p.m. [For Sl. No. 1 & 2]**. The bid forms and other details are available from the website **https:// etender.wb.nic.in and https://wbtenders.gov.in [For Sl. No. 1 & 2]**.

The Dy. C.E. (Parks & Squares), KMC invites quotation e-tender online percentage rate two bid system for the following work:

NIT No.: KMC/DCE_PS/VII/ELIOT/03/24-25 (1st Call)

Name of the Work: **Painting & repairing works at Elliot Park along Jawaharlal Nehru Road in Ward No. 63, BR-VII.** Estimated Amount: **Rs. 4,98,465.24**. Earnest Money: **Rs. 10,000.00**. Period of Completion: **60 days**. Last date and time of submission of bid: **17.08.2024** at **1 p.m.** The bid forms and other details shall be available on and from **10.08.2024 (10 a.m.)** from the website **https://etender.wb.nic.in**

The Executive Engineer (Parks & Squares), KMC invites quotation e-tender online percentage rate two bid system for the following work:

NIT No.: KMC/EE_PS/VII/57/9/24-25 (1st Call)

Name of the Work: **Repairing and painting of Park at 6/C Rani Rashmoni Garden Lane, Gol Pukur, 12 No. Beliaghata Road, 4/1 Mathur Babu Lane etc. in Ward No. 57, BR-VII.** Estimated Amount: **Rs. 4,88,315.37**. Earnest Money: **Rs. 9,800.00**. Period of Completion: **60 days**. Last date and time of submission of bid: **17.08.2024** at **1 p.m.** The bid forms and other details shall be available on and from **10.08.2024 (10 a.m.)** from the website **https://etender.wb.nic.in**

The Dy. C.E. (M)/Sewer cleansing wing under S&D, KMC invites e-tender online quotation rate two bid system for the following work:

NIT No.: KMC/S_D/SCD(S)/2024-2025/07

Name of the Work: **Repairing, fitting fixing with replacement of various accessories of diesel de-watering pump 3", 4" & 6" dia and electrical pump 6" dia (18.5 km motor & SP6L pump) under M.S.C.D. (South).** Estimated Amount: **Not applicable**. Earnest Money: **Rs. 5,500.00**. Period of Completion: **7 days**. Last date and time of submission of bid: **21.08.2024** at **1.30 p.m.** Bid opening date and time for technical proposal : **23.08.2024 at 2 p.m.** The bid forms and other details shall be available on and from **12.08.2024 (9 a.m.)** from the website **https://wbtenders.gov.in**

The Director General (S&D), KMC invites e-tender online percentage rate two bid system for the following works:

(1) NIT No.: KMC/BDPS/JDPS-04/24-25 (1st Call)

Name of the Work: **Repairing of pump Unit No. 4 at Jodhpur Park Drainage Pumping Station under BDPS.** Estimated Amount: **Rate to be quoted**. Earnest Money: **Rs. 10,000.00**. Period of Completion: **20 days**. Last date and time of submission of bid: **22.08.2024** up to **5 p.m.** The bid forms and other details shall be available on and from **10.08.2024 (5 p.m.)** from the website **https:// wbtenders.gov.in**

(2) NIT No.: S_D/SI-I/XV/138/38/24-25

Name of the Work: **Construction of covered slab over Boro Bagan Nikashi Drain in Ward No. 138 under BR-XV.** Estimated Amount (Including GST): **Rs. 4,51,004.33**. Earnest Money: **Rs. 9,500.00**. Period of Completion: **30 days**. Last date and time of submission of bid (online): **16.08.2024** up to **2 p.m.** Bid submission start date and time online: **09.08.2024 at 2 p.m.** The bid forms and other details will be available on and from **09.08.2024** at **2 p.m.** from the website **https://etender.wb.nic.in**

The Executive Engineer (Water Supply)/ARSM. SQ.BPS, KMC invites e-tender online percentage rate two bid system for the following works:

(1) NIT No.: KMC/WS/ARSM/29/2024-25

Name of the Work: **Restoration of dilapidated Beams, Columns, First Stage Chajja and window supporting structure of Pump House at RSM Sq. BPS.** Estimated Amount: **Rs. 2,78,540.00**. Earnest Money: **Rs. 5,600.00**.

(2) NIT No.: KMC/WS/ARSM/30/2024-25

Name of the Work: **Restoration of damaged chemical store room at RSM Sq. BPS.** Estimated Amount: **Rs. 2,80,100.00**. Earnest Money: **Rs. 5,650.00**.Period of Completion: **21 days [For Sl. No. 1 & 2]**. Last date and time of submission of bid: **17.08.2024** up to **5 p.m. [For Sl. No. 1 & 2]**. For detailed information please visit website **https:// wbtenders.gov.in [For Sl. No. 1 & 2]**.

380/24-25

বিস্ফোরক সচিন

কেড়ে নেওয়া হয়েছে ভিনেশের পদক!

মুম্বই, ৯ আগস্টঃ তিনদিন বাদে ভিনেশ ফোগত নিয়ে মুখ খুললেন সচিন তেন্ডুলকার। তিনি সোশ্যাল মিডিয়ায় লিখেছেন, ভিনেশের ক্ষেত্রে অলিম্পিক্স পদক কেড়ে নেওয়া হয়েছে, এটা কখনই যুক্তিযুক্ত নয়। ভারতীয় ক্রীড়ার কোহিনুর আরও বলেছেন, ''প্রতিটি প্রতিযোগিতার আলাদা নিয়ম থাকে,

সেটি সকলের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। কোনও অ্যাথলিট ডোপ করে স্থান পেলে তাঁর পদক কেড়ে নেওয়া যেতেই পারে। কিন্তু ভিনেশের ক্ষেত্রে পুরো বিষয়টি পৃথক। তিনি যথেষ্ট দক্ষতা দেখিয়েই কুস্তি ইভেন্টের প্রথম দুটি স্থানে নিজেকে জায়গা করে নিয়েছিলেন, তারপরেও তাঁর ক্ষেত্রে যেটি হয়েছে, তা ঠিক নয়। ভিনেশ অবশ্যই ন্যায়বিচার পাবেন।'' ভিনেশ ওই হতাশায় অবসরই নিয়ে ফেলেছেন। তিনি জানিয়েছেন, ''আমার কোনও শক্তি ও উৎসাহ অবশিষ্ট নেই।'' ভিনেশের বিষয়ে বজরং পুনিয়া, বিজেন্দর সিং ও সাক্ষী মালিকরা মুখ খুললেও ক্রিকেট কিংবা ফুটবলের কেউ কোনও মন্তব্য করেননি। সেদিক থেকে দেরিতে হলেও সেই নিয়ে মন্তব্য করে শিরোনামে সচিন। তাও এমন একটা সময় মাস্টার কথা বলেছেন, যেদিন প্যারিসের ক্রীড় আদালতে ভিনেশের হয়ে সওয়াল করছেন নামী আইনজীবী হরিশ সালভের। সচিনের এই বক্তব্য যে সেই পরিস্থিতিও যথেষ্ট প্রাসঙ্গিক হবে, সেটি নাও বললেও চলে।

মত্ত অবস্থায় শ্লীলতাহানির অভিযোগ, প্যারিসে গ্রেফতার অলিম্পিয়ান

প্যারিস, ৯ আগস্টঃ অস্ট্রেলিয়ার হকি খেলোয়াড়ের পর আরও এক অলিম্পিয়ান গ্রেফতার হলেন প্যারিসে। মিশরের কুস্তিগিরকে গ্রেফতার করা হয়েছে এক মহিলার শ্লীলতাহানি করার অভিযোগে। অভিযুক্তের নাম প্রকাশ করেননি প্যারিস পুলিশ কর্তৃপক্ষ। অলিম্পিক্সে অংশ নেওয়া দ্বিতীয় খেলোয়াড়কে গ্রেফতার করল প্যারিস পুলিশ। শুক্রবার ভোর সাড়ে চারটের সময় গ্রেফতার করা হয়েছে মিশরের এক কুস্তিগিরকে। রাস্তায় এক মহিলাকে শক্তি প্রয়োগ করে জড়িয়ে ধরেন তিনি। নিগৃহীত মহিলা পুলিশের কাছে শ্লীলতাহানির অভিযোগ দায়ের করার পর

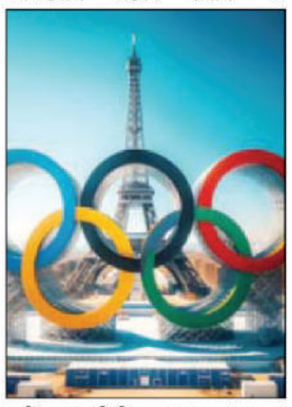

অভিযুক্ত কুস্তিগিরকে গ্রেফতার করা হয়েছে। প্যারিস পুলিশের হেফাজতে রয়েছেন তিনি। পুলিশ কর্তৃপক্ষ জানিয়েছেন, ধৃত কুস্তিগির মত্ত ছিলেন। স্যেন নদীর ধারে এক জায়গায় হঠাৎ জড়িয়ে ধরেন স্থানীয় এক মহিলাকে। তিনি বাধা দেওয়ার চেষ্টা করলেও লাভ হয়নি। ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে। দোষ প্রমাণ হলে ফ্রান্সের আইন অনুযায়ী শাস্তি হবে অভিযুক্ত কুস্তিগিরের। খবরের সত্যতা স্বীকার করেছে মিশরের অলিম্পিক্স দলও। তারাও অভিযুক্তের নাম প্রকাশ করেনি। এর আগে নিষিদ্ধ মাদক কোকেন কিনতে গিয়ে হাতেনাতে ধরা পড়েছিলেন অস্ট্রেলিয়ার হকি খেলোয়াড় টম ক্রেগ। তাঁকেও গ্রেফতার করেছিল প্যারিস পুলিশ।

শীঘ্র অস্ত্রোপচার হবে নীরজের!

চোট না প্রত্যাশা, কী কারণে সোনা হাতছাড়া তারকার

প্যারিস, ৯ আগস্টঃ প্যারিসে পাকিস্তানের আর্শাদ নাদিমের কাছে হারের পরে ভেঙে পড়েননি নীরজ চোপড়া। তিনি বাস্তবের মাটিতে দাঁড়িয়ে বলেছেন, ''আমি চেষ্টা করলেও পারিনি। তবে আমাকে দীর্ঘদিনের চোট লড়াই থেকে পিছিয়ে দিতে পারে।'' গতবছর বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে জ্যাভলিনে সোনা পাওয়ার পরে নীরজ বুঝতে পারেন তাঁর হাঁটুতে বড় চোট রয়েছে। তিনি এই নিয়ে কোচের সঙ্গে কথাও জানতে চান। নীরজের যে প্যারিসে নামা নিয়ে চাপ ছিল, সেটিও বোঝা গিয়েছে। মোট ছয়টি থ্রোয়ের মধ্যে ৫টি ফাউল হয়েছে, সেই নিয়ে ভারতের রত্ন জানান, চোট তার একটা কারণ হতে পারে। কারণ জ্যাভলিন থ্রোয়ারদের ক্ষেত্রে প্রায় ১০০ মিটার দৌড়ে এসে থেমে বর্শা ছুড়তে হয়, সেটি করতে গেলে শরীরের যা স্ট্যামিনা ও ভারসাম্য বজায় রাখতে হয়, সেটাই ট্রেনিংয়ের বড় বিষয়। নীরজ এও

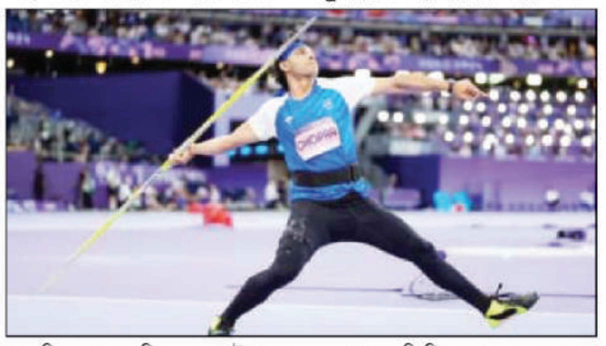

বলেছিলেন। কিন্তু সেইসময় অস্ত্রোপচার করানোর ঝুঁকি নেওয়া যায়নি। সেই কথা মানছেন ভারতের রুপো জয়ী জ্যাভলিন থ্রোয়ার। যিনি টোকিও অলিম্পিক্সে সোনা পেয়ে দেশের মানুষের প্রত্যাশা বাড়িয়েছিলেন। ফাইনাল ইভেন্ট শেষে নীরজ বলেছেন, ''চোট নিয়ে আমার অনেকদিনের সমস্যা।'' এমন বড় ইভেন্টে প্রতিযোগিতা চলার সময় চোটের কথা মাথায় চলে আসে, তার সম্ভাবনা থাকে ৬০ ভাগ। নীরজ মনে করছেন, ফাইনালে তাঁর ক্ষেত্রেও সেই সমস্যা হয়েছে। তিনি ভয় পাচ্ছিলেন ফের বড় কোনও চোট না লেগে যায়। প্যারিসের সময় রাত একটার সময় ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ফোন করে কথা বলেন নীরজের সঙ্গে। তাঁর চোটের বিষয় নিয়ে বলেছেন, তিনি এবার বড় কোনও সিদ্ধান্ত নেবেন, সেই সিদ্ধান্ত যে চোটের স্থানে অস্ত্রোপচার, সেটিও বলে দিয়েছেন ২৪ বছরের তরুণ। নীরজ পরিস্কার করে দিয়েছেন, ''বেশকিছু ক্ষেত্রে ইচ্ছে থাকলেও পরিস্থিতি মেনে অনেক কাজ করতে হয়, আমাকেও তাই করতে হয়েছে। প্যারিসের ইভেন্টে আমাকে নামতেই হতো।'' প্রত্যাশার চাপও যে তাঁর পারফরম্যান্সে প্রভাব ফেলেছে, সেটিও প্রায় স্বীকার করেছেন নীরজ। মিডিয়া প্রতিনিধিদের বলেন, ''সারা দেশ আমার দিকে তাকিয়ে ছিল। এত বড় দেশ, তার একটা চাপ থাকবেই। তবে এতে আমার অভ্যাস হয়ে গিয়েছে। পাশাপাশি বিপক্ষ থ্রোয়াররাও চেষ্টা করেছেন ভাল করার।''

মনু ভাকেরকে ৩০ লাখ ক্রীড়ামন্ত্রীর

নয়াদিল্লি, ৯ আগস্টঃ ভারতের প্রথম খেলোয়াড় হিসাবে একই অলিম্পিক্সে একাধিক পদক জিতেছেন মনু ভাকের। তৃতীয় পদক অল্পের জন্য হাতছাড়া হলেও জোড়া সাফল্যেই ক্রীড়াপ্রেমীদের মন জিতে নিয়েছেন ২২ বছরের শুটার। তাঁকে ঘিরে বিজ্ঞাপনের বাজারেও তুঙ্গে আগ্রহ। মহিলাদের ১০ মিটার এয়ার পিস্তল এবং ১০ মিটার এয়ার পিস্তলের মিক্সড ইভেন্টে ব্রোঞ্জ পেয়েছেন মনু। মহিলাদের ২৫ মিটার পিস্তল ইভেন্টে শেষ করেন চতুর্থ স্থানে। ভারতের ক্রীড়া ইতিহাসে তাঁর নজির বিহীন সাফল্য পাওয়ায় তাঁকে দেওয়া হয়েছে বিশেষ সম্মান। প্যারিস অলিম্পিক্সের সমাপ্তি অনুষ্ঠানে তিনি ভারতের অন্যতম পতাকা বাহক হিসাবে মনোনিত হয়েছেন। প্যারিস থেকে কয়েক দিন আগে কোচ যশপাল রানার সঙ্গে দেশে ফিরেছেন মনু। দেশে ফেরার পর কেন্দ্রীয় ক্রীড়ামন্ত্রী মনসুখ মাণ্ডবীয়র সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন মনু। নিজের দফতরে জোড়া পদকজয়ী শুটারকে সংবর্ধনা দিয়েছেন মাণ্ডবীয়। দিয়েছেন ৩০ লাখ টাকার চেকও। ক্রীড়ামন্ত্রকের পুরস্কারেই শেষ নয়। অন্তত ৪০টি বাণিজ্যিক সংস্থা তাদের বিজ্ঞাপনের মুখ হিসাবে পেতে চায় মনুকে। কয়েকটি সংস্থা প্রথমিক কথাও বলেছে তাঁর সঙ্গে। কয়েকটি সংস্থা কোটি টাকার বেশি দেওয়ার প্রস্তাব দিয়েছে। কিছু সংস্থা আবার যে কোনও মূল্যে বিজ্ঞাপনের মুখ হিসাবে মনুকে পেতে চায়। মনু আবার প্যারিস যাবেন অলিম্পিক্সের সমাপ্তি অনুষ্ঠানে যোগ দিতে। তার পর দেশে ফিরে আগ্রহী সংস্থাগুলির সঙ্গে চুক্তি চূড়ান্ত করতে পারেন। সূত্রের খবর, বিজ্ঞাপনের চুক্তি থেকে বেশ কয়েক কোটি টাকা পেতে পারেন মনু।

রেলকে বেলাইন করল ইস্টবেঙ্গল

ইস্টবেঙ্গল-৩ ইস্টার্ন রেল-০
(মুশারফ, আমন সিকে, জেসিন)

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৯ আগস্টঃ দুরন্ত ইস্টবেঙ্গল। কলকাতা লিগে লাল-হলুদ শিবির ৩-০ গোলে হারাল ইস্টার্ন রেলকে। সেই সঙ্গে লিগে এখনও অপরাজিত ইস্টবেঙ্গল। এই ম্যাচ জেতার ফলে ৭ ম্যাচে ১৯ পয়েন্ট লাল-হলুদের। তিনটি গোলই খুব সুন্দর। এমন গোল দেখার জন্যই তো একশো মাইল হাঁটা যায়। ইস্টার্ন রেল ৩৩ মিনিট পর্যন্ত আটকে রেখেছিল লাল হলুদ শিবিরকে। কিন্তু তার পরই যাবতীয় প্রতিরোধ ভেঙে যায়। ইস্টবেঙ্গলকে এগিয়ে দেন মুশারফ। নিজেদের মধ্যে পাস খেলে খেলে আক্রমণ তৈরি করে লাল-হলুদ ইস্টার্ন রেলের পেনাল্টি বক্সের সামনে মুশারফ বল ধরে ইস্টার্ন রেলের ডিফেন্ডারকে বোকা বানিয়ে দুর্দান্ত গোল করেন মুশারফ। দ্বিতীয় গোলটিও দেখার মতো। আমন সিকে ওয়ানটু খেলে ইস্টার্ন রেলের জাল কাঁপিয়ে দেন। ইস্টবেঙ্গল পজেশনাল ফুটবল খেলে। নিজেদের মধ্যে একাধিক পাস খেলে বল নিজেদের নিয়ন্ত্রণেই রেখে দেয়। দ্বিতীয়ার্ধে একাধিক গোলের সুযোগ তৈরি করলেও গোল হয় মাত্র একটি। গোলটি

করেন জেসিন। তবে লাল-হলুদের এই দলে মশলা অনেক বেশি। আক্রমণে বৈচিত্র্য রয়েছে। জেসিন, আমন, আজাদ, তন্ময় সবাই দারুণ দক্ষতাসম্পন্ন খেলোয়াড়। তাঁদের দাপটেই হারিয়ে গেল ইস্টার্ন রেল। ইস্টবেঙ্গলের পেনাল্টি বক্সে আক্রমণ তুলে নিয়ে যেতে ব্যর্থ ইস্টার্ন রেল। অথচ এই ইস্টার্ন রেল থেকেই অতীতে উঠে এসেছেন একাধিক অলিম্পিয়ান। এই ইস্টার্ন রেল দল অবনমনের আওতায় রয়েছে। ইস্টবেঙ্গলের বিরুদ্ধে কোনও প্রতিবাদই গড়ে তুলতে পারেনি।

গুজরাট টাইটানস-এ আশিস নেহরার ভবিষ্যত অনিশ্চিত! কোথায় যাবেন দ্রাবিড় ও সাঙ্গাকারা

গান্ধিনগর, ৯ আগস্টঃ ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগ ২০২৫ এর ঠিক আগে অনেক দলেই বড় বড় পরিবর্তন হতে পারে বলে পাওয়া যাচ্ছে। গুজরাট টাইটানস নিয়ে একটি বড় খবর সামনে আসছে। জানা যাচ্ছে নতুন মরশুমে নতুন প্রধান কোচকে দেখা যেতে পারে। গুজরাট থেকে বরখাস্ত হতে পারেন আশিস নেহরা। একটি রিপোর্ট অনুযায়ী, গুজরাট আশিস নেহরার চুক্তি বাড়ানোর কোনও কিছুই ভাবছে না। যেখানে শোনা যাচ্ছে রাজস্থান রয়্যালস ছাড়তে পারেন কুমার সাঙ্গাকারা। জানা যাচ্ছে সাঙ্গাকারার হাতে বড় দায়িত্ব তুলে দিতে পারে ইংল্যান্ড ক্রিকেট বোর্ড। ক্রিকবাজ-এর একটি খবর অনুযায়ী, গুজরাট দল কোচিং স্টাফের মধ্যে অনেক নতুন পরিবর্তন করতে পারে। এ ব্যাপারে তারা আশিস নেহরার চুক্তির মেয়াদ বাড়াতে চান না। এমনটা হলে গুজরাট থেকে সরে যেতে পারেন আশিস নেহরা। গত মরশুমে দলটির পারফরম্যান্স ছিল হতাশাজনক। দল ছেড়েছিলেন হার্দিক পান্ডিয়াও। তার অনুপস্থিতিতে শুভমন গিলকে অধিনায়ক করা হয়েছিল। কিন্তু এসব কিছুতেই কোনও লাভ হয়নি। সূত্রের খবর, দলের ফল ভালো করতে নাকি তাই কোচই বদলে ফেলতে চায় গুজরাট টাইটানস। আশিস নেহরার উপস্থিতিতেই শিরোপা জিতেছিল গুজরাট। দলটি ২০২২ সালে চ্যাম্পিয়ন

হয়েছিল। এর পরে, এটি ২০২৩ সালে দ্বিতীয় স্থানে ছিল। চেন্নাই সুপার কিংসের বিরুদ্ধে ফাইনাল খেলেছিল আশিস নেহরার ছেলেরা। কিন্তু তারপরও নেহরাকে বাইরের পথ দেখাতে পারে গুজরাটের ফ্র্যাঞ্চাইজি। রাজস্থান রয়্যালস ছাড়তে পারেন কুমার সাঙ্গাকারা। আসলে, ইংল্যান্ড ও ওয়েলস ক্রিকেট বোর্ড সাঙ্গাকারার হাতে একটি বড় দাযিত্ব তুলে দেওয়ার মুডে রয়েছে। সাদা বলের কোচ করা হতে পারে কুমার সাঙ্গাকারাকে। এমনটা হলে রাজস্থান রয়্যালসের থেকে আলাদা হয়ে যাবে তারা। কুমার সাঙ্গাকারা যদি চলে যান, তাহলে ভারতের প্রাক্তন প্রধান কোচ রাহুল দ্রাবিড়ের পথ তৈরি হতে পারে। রাহুল দ্রাবিড় রাজস্থানের হয়েও খেলেছেন এবং তার কোচিং কেরিয়ার এখন পর্যন্ত চমৎকার। রাহুল দ্রাবিড়ের কোচিংয়ে টিম ইন্ডিয়া ২০২ সালের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের শিরোপা জিতেছিল।

ঝুলে রইল বিনেশের আবেদনের রায়

প্যারিস, ৯ আগস্টঃ ঝুলে রইল বিনেশ ফোগাটের আবেদন। ক্রীড়াক্ষেত্রের সর্বোচ্চ আদালত কোর্ট অফ আরবিট্রেশন ফর স্পোর্টসে (ক্যাস) আবেদন করে বিনেশ বলেছিলেন, ৫০ কেজি ফ্রিস্টাইলে তাঁকে যুগ্ম ভাবে রুপো দেওয়া হোক। সেই আবেদনের প্রাথমিক শুনানির পর এক বিবৃতিতে ক্যাস জানিয়েছে, এত দ্রুত সিদ্ধান্ত নেওয়া সম্ভব নয়। শুক্রবার এক বিবৃতিতে ক্যাস জানিয়েছে, বিনেশ আবেদন করলেও দ্রুত তাঁর শুনানি করতে হবে এমন কথা বলেননি। ক্যাসের অ্যাড হক বিভাগের প্রক্রিয়া দ্রুততার সঙ্গে করা হলেও মাত্র এক ঘণ্টার মধ্যে কোনও সিদ্ধান্ত নেওয়া সম্ভব নয়। কারণ, যাদের বিরুদ্ধে আবেদন, সেই বিশ্ব কুস্তি সংস্থার বক্তব্য জানতে হবে তাদের। পুরো বিষয়টি পাঠানো হয়েছে ডক্টর অ্যানাবেল বেনেটের কাছে। তিনিই এই মামলার একমাত্র বিচারক। বিনেশের বক্তব্য শোনার পাশাপাশি বিশ্ব কুস্তি সংস্থার বক্তব্যও শোনা হবে। সেখানে ওই সংস্থার প্রতিনিধিরা বিনেশকে বাতিল করার কারণ জানাবেন। দু'পক্ষের বক্তব্য খতিয়ে দেখার পর বিচারক সিদ্ধান্ত নেবেন।

শ্রীজেশ পেলেন নতুন দায়িত্ব, অবসর নিয়ে হকির কিংবদন্তি আবেগে ভাসছেন

নয়াদিল্লি, ৯ আগস্টঃ ভারতীয় হকির নামী গোলরক্ষক পিআর শ্রীজেশ ব্রোঞ্জ জিতেই অবসর নিয়ে নিয়েছেন। তিনি আগেই জানিয়েছিলেন, প্যারিস অলিম্পিক্সই শেষ। দীর্ঘ ১৪ বছরের জাতীয় দলের কেরিয়ার শেষ হয়ে গেল। তিনি ২০১১ সালের পর থেকে ভারতীয় দলের সঙ্গে নিয়মিতভাবে যুক্ত হন। বৃহস্পতিবার ব্রোঞ্জ জয়ের পরে শ্রীজেশকে কাঁধে তুলে নেন সতীর্থরা। সকলেই আবেগে ভাসছিলেন। শ্রীজেশেরও চোখের কোন চিকচিক করছিল। তাঁর সঙ্গে ছিল পুরো পরিবার, স্ত্রী ও দুই সন্তান। তাঁদের নিয়ে এদিন সকালে প্যারিসে বেড়িয়েছেন তিনি। শ্রীজেশ গোলের নিচে থাকা মানে জাতীয় হকি দলের কাছে বড় নির্ভরতা। তিনি প্যারিসেও একাধিক ম্যাচে পরিত্রাতার ভূমিকায় হাজির হন। হকি ইন্ডিয়ার পক্ষ থেকে ৩৬ বছরের অভিজ্ঞ তারকাকে জুনিয়র দলের কোচের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। শ্রীজেশ যে হকির প্রেরণা, সেটি উল্লেখ করে কর্তারা বলেছেন, শ্রীজেশ এই দায়িত্ব পাওয়ার যোগ্য। একটা সময় অ্যাথলেটিক্স দিয়ে শুরু করেছিলেন কেরলের এই ক্রীড়াবিদ। তারপর ফুটবলের গোলকিপিং করেন, সেই থেকেই হকি কোচের নজরে পড়ে যান। তাঁকে পরামর্শ দেওয়া হয় হকি দলের শেষ দূর্গ সামলানোর জন্য। তারপর থেকেই তিনি হকির নায়ক হয়ে গিয়েছেন। ইতিহাসে স্নাতক এই তারকা চান হকির সঙ্গে যুক্ত থাকতে। তাই কর্তাদের প্রস্তাবে দ্রুত সায় দিয়েছেন। এবার নতুন ইনিংস দু'বারের ব্রোঞ্জজয়ী ভারতীয় হকি দলের মহানক্ষত্রের।

অস্ট্রেলিয়ায় গোলাপি বলে দু'টো দিন-রাতের ম্যাচ খেলবেন রোহিতরা

মুম্বই, ৯ আগস্টঃ চলতি বছরের শেষটা দেশের বাইরে কাটাতে চলেছেন ভারতীয় ক্রিকেটাররা। বর্ডার গাভাসকর ট্রফি খেলতে অস্ট্রেলিয়ায় যাবে রোহিত শর্মার দল। এ বার ৪টি নয়, বর্ডার গাভাসকর ট্রফিতে ভারত ও অস্ট্রেলিয়া ৫টি টেস্ট ম্যাচ খেলবে। এই সিরিজে একটি দিন-রাতের টেস্টও রয়েছে। তার আগে ভারতীয় ক্রিকেটাররা সুযোগ পাবেন গোলাপি বলের টেস্টে নিজেদের খেলার জন্য তৈরি করে নেওয়ার। বিষয়টা ঠিক কী? আসলে অস্ট্রেলিয়া সফরে গিয়ে একটা দিন-রাতের প্রস্তুতি ম্যাচ খেলার সুযোগ পাচ্ছে ভারতীয় ক্রিকেট টিম। ২০২০ সালে অস্ট্রেলিয়া সফরে গিয়ে ভারতীয় টিমকে প্রথম টেস্টেই গোলাপি বলে খেলতে হয়েছিল। ফলে ভারতের কাছে প্রস্তুতির সুযোগ সেই মতো ছিল না। এমনিতেও ভারত বেশি পিঙ্ক বল টেস্ট খেলে না। এখনও অবধি তিনটে গোলাপি বলের টেস্ট ম্যাচ খেলেছে টিম ইন্ডিয়া। বাংলাদেশ, অস্ট্রেলিয়া ও ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে। অস্ট্রেলিয়া সফরে যাওয়ার আগে দেশের মাটিতে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে একটাই পিঙ্ক বল টেস্ট খেলেছিল টিম ইন্ডিয়া। ইডেনে সেই ম্যাচ জিতেছিল ভারত। এরপর অস্ট্রেলিয়ায় গিয়ে অ্যাডিলেডে গোলাপি বল টেস্টে ৩৬ রানে অলআউট হয়েছিল ভারত। এরপর ২০২১ সালে ঘরের মাঠে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে পিঙ্ক বল টেস্টে জেতে ভারত। এ বার বর্ডার গাভাসকর ট্রফি খেলতে গিয়ে সেই অ্যাডিলেডেই অজিদের বিরুদ্ধে নামবে টিম ইন্ডিয়া। গত বারের অস্ট্রেলিয়া সফরে গিয়ে টিম ইন্ডিয়া প্রথমেই গোলাপি বলের টেস্টে খেলে চাপে পড়ে গিয়েছিল। এ বার প্রথমে একটা অনুশীলন ম্যাচ খেলবে ভারত। ১ ডিসেম্বর ক্যানবেরায় প্রাইম মিনিস্টার একাদশ-এর বিরুদ্ধে ওয়ার্ম আপ ম্যাচ খেলবে ভারত। যার ফলে পারফরম্যান্স ভালো করার সুযোগও থাকছে টিম ইন্ডিয়ার। শুধু তাই নয়, এ বার সিরিজের দ্বিতীয় টেস্টে রাখা হয়েছে পিঙ্ক বলে খেলা। তাই ভারতীয় টিমের কাছে কিছুদিন অনুশীলন করারও অপশনও রয়েছে। **ভারত-অস্ট্রেলিয়া টেস্ট সিরিজের সূচি**-প্রথম টেস্ট-নভেম্বর ২২-২৬, পার্থ। দ্বিতীয় টেস্ট-ডিসেম্বর ৬-১০, অ্যাডিলেড (দিন-রাতের টেস্ট)। তৃতীয় টেস্ট-ডিসেম্বর ১৪-১৮, ব্রিসবেন। চতুর্থ টেস্ট-ডিসেম্বর ২৬-৩০, মেলবোর্ন। পঞ্চম টেস্ট-জানুয়ারি ৩-৭, সিডনি।

রোনাল্ডোর চোখে পেপে 'অনন্য'

ক্যারিয়ারের লম্বা একটা সময় পেপের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে পর্তুগাল ও রিয়াল মাদ্রিদের প্রতিনিধিত্ব করেছেন ক্রিস্তিয়ানো রোনাল্ডো। দুজনে একসঙ্গে জিতেছেন অনেক শিরোপা। দীর্ঘ দিনের সেই সতীর্থ ও ঘনিষ্ঠ বন্ধুর বিদায়ে শ্রদ্ধা জানাতে একদমই ভোলেননি পর্তুগিজ মহাতারকা রোনাল্ডো।

তুরিন, ৯ আগস্টঃ সামাজিক মাধ্যমে বৃহস্পতিবার দীর্ঘ ভিডিও বার্তায় পেশাদার ফুটবল থেকে অবসরের ঘোষণা করেন ৪১ বছর বয়সী পেপে। তার ক্যারিয়ারের শেষ ম্যাচটি ছিল জাতীয় দলের জার্সিতে। সবশেষ ইউরোর কোয়ার্টার ফাইনালে ফ্রান্সের বিপক্ষে টাইব্রেকারে হেরে যাওয়া ম্যাচে। জার্মানিতে অনুষ্ঠিত আসরে মাঠে নেমেই একটি রেকর্ড গড়েন তিনি, সবচেয়ে বয়স্ক ফুটবলার হিসেবে ইউরোয় খেলার। পর্তুগালের হয়ে ১৪১ ম্যাচ খেলেছেন পেপে। এই ডিফেন্ডারের চেয়ে দেশটির জার্সিতে বেশি ম্যাচ খেলেছেন কেবল দুজন- রোনাল্ডো (২১১) ও জোয়াও

মোতিনিয়ো (১৪৬)। এই তিনজনই ২০১৬ ইউরোর শিরোপা জয়ী পর্তুগাল দলের সদস্য ছিলেন। পেপে ফুটবলকে বিদায় বলার ঘোষণা দেওয়ার পর সামাজিক মাধ্যমে বন্ধুকে নিয়ে একটি পোস্ট দেন ৩৯ বছর বয়সী রোনাল্ডো। সেখানে তুলে ধরেন পেপের প্রতি তার ভালো লাগার কথা। 'বন্ধু, তুমি আমার কাছে কতটা গুরুত্বপূর্ণ, সেটা প্রকাশ করার জন্য যথেষ্ট শব্দ আমার নেই। মাঠে জেতার জন্য যা কিছু প্রয়োজন, আমরা সবকিছু জিতেছি, কিন্তু সবচেয়ে বড় অর্জন তোমার প্রতি আমার বন্ধুত্ব এবং শ্রদ্ধা। তুমি অনন্য, ভাই। অসংখ্য ধন্যবাদ তোমাকে।' রিয়াল মাদ্রিদের হয়ে ১০ মরসুম খেলেন পেপে। যেখানে আট মরসুমেই রোনাল্ডো ছিলেন তার সতীর্থ। স্প্যানিশ ক্লাবটির হয়ে তিনটি করে লা লিগা ও চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি এবং দুটি ফিফা ক্লাব বিশ্বকাপ জেতেন পেপে। ২০০৭ সালে পোর্তো থেকে রিয়ালে যোগ দেন পেপে। মাঝে দুই মরসুম বেসিকতাসে খেলে ২০১৯ সালে ফের স্বদেশের ক্লাবে ফেরেন তিনি। দুই মেয়াদে দলটির হয়ে জেতেন চারটি লিগ শিরোপা।

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক ও মুদ্রক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
Printed & Published by Aloke Kumar Naskar on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar E-mail: dailydurantabarta@gmail.com